পুনর্মিলন

বুদ্ধদেব বসু



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ
প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ
বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

'পুনর্মিলন'-এর প্রথম লেখন 'দেশ' পত্রিকার ১৯৫৯ পুজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। বইয়ে অনেক পরিশোধন ও নতুন অংশ যোগ করেছি।

এই নাটকে আমি কোনো অঙ্কবিভাগ করিনি, কিন্তু অভিনয়কালে প্রয়োজন বোধ হ'লে, অরুণাকে নিয়ে চা-ওলার প্রস্থানের পর (পৃঃ ৮৫) বিরতি দেয়া যেতে পারে।

কলকাতা
এপ্রিল, ১৯৫৯

বু. ব.

পা ত্র পা ত্রী

নীলকণ্ঠ

জয়া

শিবু (শিবেন্দু)

মদন পাল

অরুণা

এক বৃদ্ধ চা-ওলা

[অর্ধালোকিত মঞ্চের উপর পর্দা উঠলো। অস্পষ্ট দেখা গেলো একটি ঘর, আর চারজন মানুষ বা মানুষের আকৃতি। ঘরটি দেখেই বোঝা যায় এখানে কেউ বাস করে না, শুধু কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে। মঞ্চের মধ্যভাগে আড়াআড়ি ক'রে দুটি হেলান-দেয়া বেঞ্চি, পিছন দিকে আরো দুটি পাশাপাশি পাতা— সে-দুটি আপাতত খালি প'ড়ে আছে। একেবারে সামনে, ডান কোণে একটি ছোটো দেরাজওলা টেবিল, দু-খানা হাতল-ছাড়া সোজা-পিঠের চেয়ার। মঞ্চের পিছন দিকে, ডানহাতি, একটি জানলা, জানলার পাশের দেয়ালে একটা অস্পষ্ট নোটিস লটকানো, দেয়ালের কোণে একটি ইজি-চেয়ার। সব আসবাবই সেকেলে ছাঁদের, অতি জীর্ণ ও মলিন।

ঘরের দরজা একটিমাত্র—পিছনের দিকে।

এ-মুহূর্তে দুটি বেঞ্চি ও ইজি-চেয়ারটি অধিকৃত। একটি

বেঞ্চিতে সর্বাঙ্গে শালমুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে নীলকণ্ঠ চৌধুরী, বয়স চল্লিশ বা দু-এক বছর বেশি, সুদর্শন, কিন্তু এ-মুহূর্তে তার কপাল আর চুল ছাড়া প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার গায়ের শালটা স্পষ্টত খুব দামি — খাঁটি হাতে-বোনা কাশ্মীরি।

দ্বিতীয় বেঞ্চিটির অর্ধেকের বেশি জুড়ে শুয়ে আছে শিবেন্দু বা শিবু — সত্যযুবক, পরনে চল্লিশ-দশকের ফ্যাশনেবল ছাঁটের প্যাণ্ট আর শার্ট, শার্টের উপর কার্ডিগান। সে শুয়ে আছে চিৎ হ'য়ে, আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢোকানো হাতের পাতার উপর মাথা রেখে, তার জুতোসুদ্ধু পা দুটো বেঞ্চি থেকে লম্বা হ'য়ে বেরিয়ে আছে। তার মাথার দিকে অল্প একটু জায়গা নিয়ে ব'সে আছে জয়া, বেঞ্চির পিঠটাকে দুই হাতে জড়িয়ে, কাঁধে মুখ গুঁজে। তার বয়স ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ, পরনে একটি তুঁতে রঙের মুর্শিদাবাদ শাড়ি, পিঠ থেকে লাল শাল খ'সে পড়েছে, মাথার খোঁপাটা কালো আর মস্ত।

কোণের ইজি-চেয়ারে যাকে দেখা যাচ্ছে সে মদন পাল— লম্বা চেহারা, ঠোঁটের উপর সরু, শৌখিন গোঁফ আর দেহে বিলিতি টুইডের ঝকঝকে স্যুট শোভা পাচ্ছে। তার মাথায় বাঁদুরে টুপি কান পর্যন্ত টানা, থুৎনি ঢ'লে পড়েছে বুকের কাছে, হাঁ খুলে গেছে।

এ-মুহূর্তে সকলেই ঘুমন্ত। শীতের রাত ভোর হ'য়ে এলো, ঘরের আলো ছাইরঙা, জানলায় রোদের আভা একটু পরে ফুটে উঠবে।

নাটক অগ্রসর হ'তে-হ'তে মঞ্চের পিছনের অংশ কখনো-কখনো অন্ধকার থাকবে।]

নীলকণ্ঠ (ঘুমের মধ্যে ন'ড়ে উঠে, বিড়বিড় ক'রে)। শীত··· কী শীত।

মদন পাল (হঠাৎ মাথা সোজা ক'রে, চোখ মেলে তাকিয়ে)। ড্যামিট। রাত কি আর ভোর হবে না? (তার মাথা আবার ঢ'লে পড়লো।)

[একটু চুপচাপ। একটা ভেঁপুর শব্দ — লম্বা, একটানা — ক্ষীণ হ'য়ে ভেসে এলো।

নীলকণ্ঠ (ঘুমের মধ্যে, বিড়বিড় ক'রে)। কিসের শব্দ? চাপা কান্নার মতো?

মদন পাল (আধো ঘুমে, মাথা না-তুলে)। আমার নীলরঙের অস্টিন··· গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড···

জয়া (চমকে জেগে উঠে, মুখ তুলে, ভেঁপুর শব্দে কান পেতে)। ঐ যে! এলো মনে হচ্ছে। (শিবুর মুখের উপর ঝুঁকে) শিবু, শিবু।

[ভেঁপুর শব্দ ক্ষীণতর হ'য়ে মিলিয়ে গেলো।]

শিবু (ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় ক'রে)। মস্ত বড়ো আকাশের তলায়··· হঠাৎ···

জয়া (শিবুর কাঁধে ঠেলা দিয়ে)। শিবু, ওঠ।

শিবু (চোখ মেলে)। কিছু বলছো?

জয়া। একটা ভেঁপুর শব্দ শুনলাম। স্টীমারের ভেঁপু। একবার দেখে আসবি বাইরে গিয়ে?

শিবু (ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে ব'সে)। যাই, মাসিমা।

জয়া। মাসিমা নয়, মা।

শিবু। ঠিক, ঠিক। এখনো মাঝে-মাঝে ভুল ক'রে ফেলি।

জয়া। সেজন্য তোকে আর দোষ দেবে কে।

শিবু (ঈষৎ বিরক্তির স্বরে)। ও-সব দোষের কথা আর বোলো না তো। ঢের হয়েছে। (ঘরের চারদিকে তাকিয়ে) আরে! আরো লোক দেখছি। কখন এলো?

জয়া (অন্য দু-জনের ঝাপসা মূর্তির দিকে তাকিয়ে, নিস্পৃহ স্বরে)। আমিও এদের এই প্রথম দেখছি।

শিবু (কৌতূহলের স্বরে)। এরা কে, বলো তো?

জয়া। আমি কী ক'রে জানবো? এরাও যাচ্ছে—আমাদেরই মতো।

নীলকণ্ঠ (ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় ক'রে)। শীত ··· কী শীত!

[জয়া দ্রুত ভঙ্গিতে শাল-মুড়ি-দেয়া আকৃতির দিকে মুখ ফেরালো।]

শিবু (তার গলার আওয়াজে হাসি)। বড্ড শীত করছে ভদ্রলোকের। বুড়োমানুষ বোধহয়।

জয়া। ও-রকম বলতে হয় না, শিবু।

শিবু। কেমন শাল মুড়ি দিয়ে হাত-পা কুঁকড়ে শুয়ে আছেন। মজার দেখতে — তা-ই না ?

জয়া। চুপ, শিবু! (একটু পরে, আর-এক পলক নীলকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে) নদীর ধারে কিনা, তাই এত ঠাণ্ডা। আর শীতও পড়েছে বড্ড। তুই ঘুমোতে পেরেছিলি ?

শিবু। তোফা ঘুমিয়েছি। আর্মিতে অনেক উন্নতি হয় মানুষের। কাঁধে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও ঘুমোতে শেখে। তুমি কি ব'সে-ব'সেই রাত কাটালে ?

জয়া। হ্যাঁ, তোর কাছে ব'সে। ঘুমের মধ্যেও ভুলিনি তুই কাছে আছিস।

শিবু (যেন লজ্জা পেয়ে)। তোমার এ-সব কথাগুলো না— (হঠাৎ থেমে, মদন পালের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) দ্যাখো — ঐ স্যুট-পরা লোকটি — আগে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে —

জয়া (মদন পালকে চকিত চোখে দেখে নিয়ে, ব্যস্তভাবে)। না, না, আমাদের চেনা কেউ নয়। ও-রকম ক'রে তাকাতে নেই, শিবু — তুই এখন যা, আমাদের স্টীমার এলো কিনা দেখে আয়। কাল সন্ধে থেকে ব'সে আছি আমরা এখানে — ভেবেছিলাম তক্ষুনি স্টীমার পেয়ে যাবো, সেই থেকে সারাটা রাত কেটে গেলো — আর এখনো আসবে না তা কি হ'তে পারে ?

শিবু (হালকা সুরে)। হ'তে পারে না এমন-কিছু নেই।

জয়া। (ঈষৎ ভয়-পাওয়া গলায়)। হঠাৎ এ-কথা বললি কেন?

শিবু (একই রকম হালকা গলায়)। দেখছো তো, সব কেমন ওলোটপালোট হ'য়ে যায়। এমন কি হ'তে পারে না আমাদের স্টীমার এসে চ'লে গেছে, আমরা ঘুমের মধ্যে টের পাইনি?

জয়া। সে-জন্যেই তো আমি ব'সে ছিলাম সারারাত—আধখানা ঘুমিয়ে। ভেঁপুর শব্দ এই প্রথম শুনলাম। (তার গলায় ব্যাকুলতা) তুই যা, শিবু—দেখে আয়।

শিবু। যাচ্ছি। (পিঠ খাড়া ক'রে উঠে দাঁড়ালো।)

জয়া। আমার শালটা বরং পিঠে ফেলে যা। বাইরে আরো ঠাণ্ডা হবে।

শিবু। অত পুতুপুতু কোরো না তো, মাসিমা।

জয়া। মাসিমা নয়, মা।

[লম্বা পা ফেলে শিবু বেরিয়ে গেলো। জয়ার চোখ যেন তার অবাধ্যতা ক'রে ছুটে গেলো—কয়েকবার শাল-মুড়ি-দেয়া মূর্তির দিকে, কয়েকবার স্যুট-পরা মানুষটির দিকে। ভেঁপুর শব্দ আবার শোনা গেলো—এবারে আওয়াজটার মেয়াদ কম, কিন্তু জোর বেশি। জয়া চোখ সরিয়ে এনে শাড়ির আঁচল টান করলো, ভাঁজ-করা শাল ফেলে নিলো পিঠের উপর, যেন ওঠার জন্য প্রস্তুত। ইতিমধ্যে ঘরে দিনের আলো ফুটেছে, এইমাত্র একটি রোদের ফালি জানলা দিয়ে মেঝেতে এসে পড়লো।]

মদন পাল (ভোঁপুর শব্দে জেগে উঠে)। আ! রাত কাটলো তাহ'লে। বাঁচা গেলো।

[মদন পাল সোজা হ'য়ে বসলো, আড়মোড়া ভাঙলো, হাই তুললো। বাঁহুরে টুপি খুলে, পকেট থেকে চিরুনি বের ক'রে চুল আঁচড়ালো, নেকটাইয়ের গেড়ো আঁট ক'রে নিলো। নিচু হ'য়ে টান করলো পায়ের মোজা। মুখ তুলে হঠাৎ দেখতে পেলো জয়াকে।]

মদন পাল (একটু তাকিয়ে থেকে)। আরে—জয়া! হাও নাইস! এ-রকম একটা মড়াপোড়া জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা—এর চেয়ে সুখের কথা আর কী হ'তে পারে? তারপর—কেমন আছো, বলো। এক্ষুনি এলে নাকি? (জয়া নীরব।) আমি এই নড়বড়ে চেয়ারটাতে ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ওঃ, যা ব্যথা হয়েছে কাঁধটায়। (বাঁ হাতে ডান কাঁধ চাপড়ালো।) কী কাণ্ড দ্যাখো তো—একটা স্টীমার-স্টেশন—কত লোকের যাওয়া-আসা, আর একটা প্রপার ওয়েটিংরুম পর্যন্ত নেই! তাও যদি স্টীমার-গুলোর সময়ের কোনো মাথামুণ্ডু থাকতো। একটা ভোঁপু শুনলাম যেন—এলো নাকি? (জয়া নীরব।) তুমি দেখছি মৌনব্রত অবলম্বন করেছো। (বাঁকা হেসে) তা বেশ, বেশ, আমি এখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, ও-সব মান-অভিমানের ঝঞ্ঝাট আমি অনেক আগেই কাটিয়ে এসেছি। আপাতত গায়ের

ব্যথাটা সারিয়ে নেয়া বেশি জরুরি। (মদন পাল উঠে দাঁড়ালো; জয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে জোরে দম টেনে, হাত দুটো টান ক'রে মেলে কয়েকবার ব্যায়াম করলো।) ব্যস, ব্যথা আর নেই। ফিট অ্যাজ় এ ফিডল। সকালে উঠে ব্যায়াম, সারাটা দিন টাকা শিকার ক'রে বেড়ানো, আর রাত্তিরে সুনির্বাচিত কোনো বিনোদিনী —এ-ই হ'লো পুরুষের জীবন। এখন এক কাপ চা হ'লেই— (হাতের উল্টো পিঠে হাই চেপে) এক কাপ চা হ'লেই আর কথা ছিলো না। (আড়চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে) সখী গোঁসা ক'রে আছেন, আমি এখন কী করি—জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করা যাক। কাল যখন এলাম তখন অনেক রাত, ঘুটঘুটি অন্ধকারে কিছু বুঝতেই পারিনি। (জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, বাইরে একটু তাকিয়ে থেকে) আ-হা! যেমন ওয়েটিংরুম, তেমনি বাইরের দৃশ্য। কোথাও গাছপালা দেখছি না—বাড়ি-ঘর লোকজন কিছু নেই— শুধু বালি—ধূ-ধূ বালি—চিকচিক করছে রোদ্দুরে, ছুঁচের মতো চোখে ফুটছে। ইস্টেশন করার আর জায়গা পেলো না!··· নদীটা মস্ত বড়ো তো। প্রকাণ্ড। আর ঐ বুঝি মোহানা? সমুদ্র? তাই অমন কালো-কালো ঢেউ—সার্থকনামা কালাপানি। (নিজের রসিকতায় নিজেই একটু হাসলো।) ··· নাঃ, দেখার কিছু নেই, বড্ড একঘেয়ে। (জানলা থেকে স'রে এসে) আশা করি একটা ভালো স্টীমার দেবে ওরা—ক্যাবিন, ডাইনিং সেলুন, ব্রিজ-পার্টি, বিয়ার—

আর দৈবে দু-একটি রসবতী যদি জুটে যায় — (বলতে-বলতে জানলার পাশে দেয়ালে তার চোখ পড়লো।) এ আবার কী? লম্বা নোটিস দেখছি। নিয়মাবলি? তাই তো — যেখানে সুখ-সুবিধে কিছুই নেই, সেখানে নিয়মাবলি তো থাকতেই হবে। (দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, অন্য দু-জনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নোটিস পড়তে লাগলো।)

[ইতিমধ্যে মদন পালের গলার আওয়াজে নীলকণ্ঠের ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বসেছে বেঞ্চিতে। একটু পরে দেখতে পেয়েছে জয়াকে। মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হয়েছে দু-জনের।]

নীলকণ্ঠ (ঘুম-ভাঙা আবছা গলায়)। সেই লাল শাল। সেই তুঁতে রঙের শাড়ি। এত একরকম!

জয়া (তার মুখে কোনো ভাবের চিহ্ন নেই)। আমি জয়া।

নীলকণ্ঠ। জয়া নামে আমি কাউকে চিনি না।

জয়া। আমার নাম জয়া। মিস ভট্টাচার্য।

নীলকণ্ঠ। তোমার নাম ঝাঁপি। আমি তোমাকে অন্য নামে ভাবতে পারি না।

জয়া। আমার কথা তুমি ভাবো কখনো? ভেবেছো?

[নীলকণ্ঠ উঠে গিয়ে জয়ার পাশে বসলো।]

নীলকণ্ঠ। আমার সব কথা তুমি জানো না। না কি জানো?

জয়া। স'রে বোসো। আমার ছেলে সঙ্গে আছে।

নীলকণ্ঠ। তোমার বোনপো ?

জয়া। ও একই কথা।

মদন পাল (ঘুরে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে হাসতে-হাসতে)। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওঃ-হো-হো! এ যে দেখছি বেজায় রগড়ের জায়গা! জানো, জয়া, এই নোটিসটায় কী লেখা আছে ? (জয়ার পাশে নীলকণ্ঠকে ব'সে থাকতে দেখে একটু থেমে।) এই যে নীলকণ্ঠবাবু, নমস্কার। নমস্কার, সুপ্রভাত, প্রাতঃ-প্রণাম। আমাকে চিনতে পারছেন আশা করি ? আমি আপনার উচ্ছিষ্টভোজী মদন পাল। যুদ্ধের কনট্র্যাক্টর, সামান্য লোক। আপনার মতো বংশগৌরব নেই, কিন্তু (বুক-পকেট চাপড়ে) পকেটটা শাঁসালো। মনে আছে, সেই একবার একসঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিলুম আমরা—

জয়া (হঠাৎ তীব্র স্বরে)। চুপ!

মদন পাল (কান পর্যন্ত হাসি টেনে)। আমার সখী আজ পছন্দ করছেন না আমাকে। তার কারণও আছে অবশ্যি—কারণও আছে। তা তোমরা যদি পুরোনো প্রেম ঝালিয়ে নিতে চাও আমি না-হয় বাইরে থেকে ঘুরে আসছি। কিন্তু এই হাসির কথাটা না-ব'লে পারছি না।

[শিবু ফিরে এলো।]

শিবু (ঢুকতে-ঢুকতে)। না, মা, ওটা আমাদের স্টীমার নয়।

ওটা এখানে থামলোই না। (হঠাৎ নীলকণ্ঠকে দেখতে পেয়ে চোখ সরিয়ে নিলো। মুখ ঘুরিয়ে মদন পালকে দেখতে পেয়ে চোখ সরিয়ে নিলো। চুপ ক'রে থমকে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।)

জয়া। আমাদেরটা কখন আসবে জানতে পারলি ?

শিবু (ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে, শুকনো গলায়)। না। কাউকে দেখলুম না কোথাও।

মদন পাল (সহাস্যে এগিয়ে এসে)। এই যে, শিবুও এসে গেছো। বাঃ! যাকে বলে পুনর্মিলন, তা-ই। আশাতীত! তারপর—(শিবুর কাঁধে হাত রেখে) বলো, নতুন খবর-টবর বলো—আর ক-টা অ্যাডভেঞ্চার করলে এর মধ্যে! চেহারাখানা তো তেমনি রমণীমোহন দেখছি।

[শিবু এই হৃদ্যতায় কোনো সাড়া দিলো না। মেঝেতে চোখ নামিয়ে রাখলো। ওদিকে নীলকণ্ঠ আর জয়া নিচু গলায় কথা বলছে।]

নীলকণ্ঠ। মদন পালের হাত থেকে শিবুকে বোধহয় বাঁচানো উচিত।

জয়া। কে বাঁচাবে ?

নীলকণ্ঠ। তুমি।

জয়া। আমি ? (নিচু গলায় হাসলো।) সব দায়িত্ব আমার ?

নীলকণ্ঠ। তুমি তো আমার জন্য কোনো দায়িত্ব রাখোনি।

জয়া। আমি ভাবিনি তুমি—আমি বুঝিনি তোমার—আমি ছেলেমানুষ ছিলাম।

মদন পাল (অদম্যভাবে)। শিবু, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড, আমি তোমার জন্য চিন্তিত হ'য়ে পড়ছি। তোমার মতো একজন টগবগে যুবক—এই সকালবেলাতেই অমন গোমড়া হ'য়ে আছো কেন বলো তো? হ্যাং-ওভার বুঝি? ভেবো না—আমার পকেটে অ্যাস্পিরিন আছে। না কি প্রেমে পড়েছো? (শিবু চোখ তুলে তাকালো।) কুচ পরোয়া নেই, আমি তারও চিকিৎসা জানি! (শিবুর দিকে চোখ টিপলো।)

শিবু (দাঁতের ফাঁক দিয়ে তীব্র চাপা গলায়)। আপনি চুপ করুন!

মদন পাল (অম্লানভাবে)। ছিঃ! রাগতে নেই। রাগ বড়ো চণ্ডাল।

শিবু (আরো তীব্র স্বরে, হাতের মুঠো পাকিয়ে)। তুমি আর একটি কথা বলবে না, মদন পাল!

মদন পাল (অমায়িকভাবে)। সাবধান, শিবু, সাবধান। সেবারে কী-রকম একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো, মনে নেই?

জয়া (উদ্বিগ্নভাবে)। আবার আরম্ভ হবে নাকি?

নীলকণ্ঠ (উদাসভাবে)। হয় তো হোক।

[মদন পালের শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে শিবুর ভাবভঙ্গি বদলে গেলো। শিথিল আর দুর্বল দেখালো তাকে। উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে চারদিকে তাকালো।]

শিবু (নিস্তেজ গলায়) কী হয়েছিলো··· আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

মদন পাল (শিবুর পিঠ চাপড়ে)। এই তো রাগ প'ড়ে গেছে। বেশ, বেশ। এসো এদিকে, একটা খুব মজার জিনিশ খুঁজে পেয়েছি। হাসতে শেখো, শিবু, হাসতে শেখো—হাসির মতো টনিক আর নেই। (শিবুর হাত ধ'রে টানতে গেলো)।

শিবু (শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে)। আপনি আমার হাত ছাড়ুন।

নীলকণ্ঠ। শিবুকে ডাকো, জয়া। এখানে এসে বসতে বলো।

জয়া। আমি ডাকলে ও কি এখন শুনবে?

মদন পাল (শিবুর হাত না-ছেড়ে, ফুর্তি-ভরা গলায়)। আরে এসো না—যাকে বলে বিনি-পয়সার তামাশা, এ হ'লো তা-ই।

শিবু (তার শরীর শিথিল, গলার স্বর ক্ষীণ)। কোথায়?··· কী?

মদন পাল (শিবুর হাতের ডানা ধ'রে তাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে এসে)। এই যে। এখানে কী লেখা আছে পড়ো তো। জয়া, মন ভালো করতে চাও তো শোনো এটা। নীলকণ্ঠবাবু, মুহূর্তের জন্য আপনার মনোযোগ প্রার্থনা করি। পড়ো, শিবু—জোরে। এঁরাও শুনবেন।

শিবু (অবশ ভঙ্গিতে, যান্ত্রিক স্বরে দেয়ালের নোটিস থেকে প'ড়ে)। 'অপেক্ষাগৃহ ব্যবহারের নিয়মাবলি—'

মদন পাল। কয়েকটা মান্ধাতার আমলের বেঞ্চি-পাতা একটা গোয়ালঘর—তার নাম অপেক্ষাগৃহ! হাঃ!

শিবু (নোটিস থেকে প'ড়ে)। 'ধূমপান করিবেন না।'

মদন পাল। তাই তো সারা মেঝেতে বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো। চমৎকার!

শিবু (নোটিস থেকে প'ড়ে)। 'শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন করিবেন না।'

মদন পাল। শৌচাগার। কথার ঘটা আছে! (হাসিতে ফেটে প'ড়ে) আমার একবার দরকার হয়েছিলো রাত্রে—দুর্গন্ধে মাথা ফেটে যাবার জোগাড়। এই নিয়ে আবার নিয়মাবলি লটকানো! উঃ-হু! (পেটে হাত চাপা দিয়ে, হাসি থামিয়ে) কিন্তু আসল রগড় এর পরে আসছে। পড়ো, শিবু।

শিবু (নোটিসটার দিকে তাকিয়ে নীরব)।

মদন পাল। হঠাৎ বোবা হ'য়ে গেলে নাকি? পড়ো না! (শিবু নীরব।) আচ্ছা, আমিই প'ড়ে শোনাচ্ছি।···তিন নম্বর নিয়ম: 'চুরি বা জুয়াচুরি করিবেন না।' অর্থাৎ—'চোর জুয়াচোর নিকটেই আছে—পকেট সামলান।' (কোটে চাপ দিয়ে বুক-পকেট অনুভব করলো।) চার নম্বর নিয়ম: 'মিথ্যা বলিবেন না।' পাঁচ নম্বর: 'লোভ করিবেন না।' (শুনতে-শুনতে নীলকণ্ঠ আর জয়ার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো, কিন্তু নিজের আমোদে মশগুল হ'য়ে মদন পাল তা লক্ষ করলো না।) ছয় নম্বর: 'হত্যা করিবেন না।' (হেসে উঠে) বাবা রে বাবা, এই মড়াপোড়া ফেরিঘাটে একেবারে

ভগবান বুদ্ধ অবতীর্ণ। (শিবু সেখান থেকে স'রে গিয়ে টলতে-টলতে একটা বেঞ্চিতে ব'সে দু-হাতে মুখ ঢাকলো, মদন পাল লক্ষ করলো না।) কিন্তু এই মেঝে-ভর্তি বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, আর ওদিকের ঐ ছোটো ঘরটায় বিকট দুর্গন্ধ—এতেই তো সব জারিজুরি বেরিয়ে পড়ছে। যেমন 'ধূমপান করিবেন না', তেমনি অন্যগুলো। তোমার হাসি পাচ্ছে না, জয়া? নীলকণ্ঠবাবু, আপনার?

[জয়া ও নীলকণ্ঠ চোখ নামিয়ে নিলো। চা-ওলার প্রবেশ।

লোকটি বড্ড বুড়ো, বড্ড রোগা, মাথার চুলগুলো শাদা, মাঝে-মাঝে হলদেটে; তার পরনে একটা ময়লা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা ঢলঢলে বিবর্ণ কোট, যেটার রং প্রথমে খাকি ছিলো। কোটের উপর দিয়ে কোমরে একটা লাল গামছা বাঁধা। কথা বলে সর্দি-বসা ভাঙা গলায়, চলে থপথপ ক'রে। তার ডান হাতে ঝুলছে চায়ের কেৎলি, বাঁ হাতে কনুইয়ের খাঁজে কয়েকটা মাটির ভাঁড়—একটার মধ্যে আর-একটা ঢোকানো।]

চা-ওলা (ঢুকতে-ঢুকতে)। চা চাই? কারো চা চাই?

মদন পাল (ক্ষিপ্রভাবে)। চা? হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।... ও, ভাঁড়ের চা? পেয়ালা নেই তোমাদের এখানে? পরিষ্কার চামচে—টী-পট?

চা-ওলা। যা আছে তা-ই এনেছি।

মদন পাল। ভালো চা তো?

চা-ওলা। তা আমি কী ক'রে বলবো? আপনারা খাবেন, আপনারা বুঝবেন।

মদন পাল। ওরে বাবা, এ যে দেখছি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

[চা-ওলা মেঝেতে উবু হ'য়ে ব'সে ভাঁড়ে-ভাঁড়ে চা ঢালতে লাগলো।]

চা-ওলা (এক ভাঁড় চা হাতে নিয়ে শিবুর কাছে দাঁড়িয়ে)। দাদাবাবু, এই নাও তোমার চা। (শিবু মুখ তুললো।) আহা—একেবারে কচি ছেলে! চা খাও, ভালো লাগবে। (শিবু যান্ত্রিকভাবে ভাঁড় হাতে নিলো।)

মদন পাল। কী আর করা—ভাঁড়ের চা-ই খেতে হবে। (গলা-খাঁকারি দিয়ে) এই যে—এখানে—

চা-ওলা (জয়া আর নীলকণ্ঠকে)। আপনাকে দেবো, মা? বাবামশাইকে?

নীলকণ্ঠ (ঈষৎ অস্বস্তির সুরে)। দাও, দু-জনকেই দাও। (দু-জনে দুটি ভাঁড় নিলো।)

জয়া (চায়ে চুমুক দিয়ে, ঈষৎ সজীব হ'য়ে)। বলতে পারো, নবীনগঞ্জের স্টীমার কখন আসবে?

চা-ওলা। সবগুলোই তো সেখানে যায়, মা। তবে এই চৌমুহুনি ছোটো ইস্টেশন তো, সবগুলো থামে না।

জয়া। আমি জানতে চাচ্ছি আমরা কখন যেতে পারবো। আমরা, দ্যাখো, সেই কাল সন্ধে থেকে এসে ব'সে আছি।

চা-ওলা। আপনারা নিশ্চিন্তি হ'য়ে বসুন, না। স্টীমার এলে আমি তক্ষুনি জানাবো।

জয়া। কখন আসবে জানো না ?

চা-ওলা। ইস্টিমার চালায় সারেং, কখন আসবে আমি কী ক'রে জানবো ?

মদন পাল (দূর থেকে)। লোকটা দেখছি আস্ত বেয়াকুব। না কি মাথা-খারাপ ?

চা-ওলা। তাছাড়া আমাদের এ-লাইনটাতে হাঙ্গামা লেগেই আছে। কোনোদিন চরে ঠেকে যায়, কোনোদিন কুয়াশায় আটকে থাকে, আর ইষ্টিমারগুলিও লজঝরে। (ঈষৎ হেসে) আমারই মতো। (শিবুর দিকে ফিরে) চা কেমন লাগলো, দাদাবাবু। ভালো ?

শিবু (ভাঁড় নামিয়ে রেখে, অন্যমনস্কভাবে)। ভালো, ভালো।

নীলকণ্ঠ। বড্ড কড়া চা। আমার গরম লাগছে। (কাঁধ থেকে শাল ফেলে দিলো)।

মদন পাল (এগিয়ে এসে, চা-ওলাকে)। এই যে—ব্যাপারটা কী, শুনি ? আমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছো না ? আমি সকলের আগে চা চেয়েছিলাম, সেই হুঁশ নেই তোমার ?

চা-ওলা। এখানকার চা আপনার পছন্দ হবে না, কত্তাবাবু। টী-পট, পরিষ্কার চামচে—এ-সব তো নেই আমাদের।

মদন পাল (সরু চোখে তাকিয়ে)। ইয়ার্কি হচ্ছে—না ? জানো,

আমি স্টেশন-মাষ্টারের কাছে নালিশ ঠুকে দিলে তোমার কী-দশা হবে ?

চা-ওলা। আজ্ঞে আমিই এখানকার স্টেশন-মাষ্টার।

মদন পাল (কৌতুক আর অবিশ্বাস মেশানো সুরে)। তা-ই নাকি ? তুমিই স্টেশন-মাষ্টার ? আর সেজন্যেই জায়গাটার এই হতচ্ছাড়া হাল ? এই ঘরটা—যেখানে দু-চারজন ভদ্রলোক এসে বসেন মাঝে-মাঝে—সেটাতে ঝাঁটপাট পর্যন্ত পড়ে না ! ঝাড়ুদার-টাড়ুদার নেই বুঝি ? না কি সেই সরকারি টাকাটা—(ট্যাঁকে গোঁজার ভঙ্গি ক'রে, চোখ টিপে) কেমন, ঠিক ধরেছি তো ?

চা-ওলা (কানে হাত রেখে)। কী বললেন, কত্তাবাবু ?

মদন পাল। থাক, আর ভড়ং দেখাতে হবে না। সরকারি টাকার যে মা-বাবা নেই তা কি আমি জানি না, ভাবছো ? এখনো এই পকেটে—(বুক-পকেটের উপর একবার চাপ দিয়ে) তা ঝাড়ুদার থাকলে পাঠিয়ে দিয়ো এক্ষুনি—(হঠাৎ হিন্দিতে, উপরিওলা ধরনে) আভি ভেজ দেও, বকশিষ মিল জায়গা।

চা-ওলা। আজ্ঞে আমিই এখানকার ঝাড়ুদার।

মদন পাল (সহাস্যে)। ও, ঝাড়ুদারও তুমি ? আর-কিছু না ?

চা-ওলা। ঝাড়ুদার, চায়ের ভেণ্ডার, পানি পাঁড়ে, স্টেশন-মাষ্টার—সব আমি। আমাকেই চালাতে হয় সব।

মদন পাল। হরিবোল, হরিবোল ! লোকটার দেখছি সব ক-টা

ইস্কুরুপই আলগা। (ভুরু কুঁচকে) তা জিগেস করি— ও-দিকের ঐ ছোটো ঘরটা, তোমরা যাকে শৌচাগার বলো সেটাতে উঁকি দিয়ে দেখেছো? নাকে কোনো গন্ধ পাও?

চা-ওলা। কী করবো বলুন, কোন যুগের পুরোনো সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক, যখন-তখন ময়লা উঠে আসে ভশভশ ক'রে, এদিকে মিস্ত্রি জোটানো দিনে-দিনে শক্ত হ'য়ে উঠছে—আমি কোনদিক ছেড়ে কোনদিক সামলাই? জিরজিরে বুড়ো হাড় নিয়ে এত কাজ আর পেরে উঠি না।

মদন পাল। আসল কথা, তুমি একটি নিষ্কর্মার ঢেঁকি—বুঝেছো! পয়লা-নম্বরি ফাঁকিবাজ। (একটু পরে, সকৌতুকে) বয়স কত হ'লো?

চা-ওলা (কানে হাত দিয়ে)। আজ্ঞে?

মদন পাল। জিগেস করছি, তোমার বয়স কত?

চা-ওলা। জানি না, বাবু।

মদন পাল। আহা—আন্দাজি কিছু বলো না! দেড়শো—একশো—পঁচাশি—

চা-ওলা। মনে নেই, বাবু।

মদন পাল। মনে নেই মানে বলবে না—এই তো? সরকারি খাতাপত্রেও ধাপ্পা দিয়ে চলেছো—অ্যাঁ? বলি, তোমার তো কোন জন্মেই পেনশন হ'য়ে যাবার কথা—এখনো সার্ভিসে আছো কী ক'রে? বয়স ভাঁড়াবারও একটা সীমা আছে তো।

চা-ওলা। সেই তো দুঃখু—সেই তো দুঃখু আমার। সরকার বাহাদুর যে বড়ো নেকনজরে দেখেছেন আমাকে—কিছুতেই ছাড়বেন না।

মদন পাল। ঠিক, ঠিক! তোমার মতো একজন সুদক্ষ কর্মী—তাকে ছাড়লে মহামান্য বড়োলাট বাহাদুরের চলবে কী ক'রে? ঐ নিয়মাবলির নোটিসটা আবার লটকেছো কেন, জানতে পারি?

চা-ওলা। নোটিস? ওটা বরাবর আছে, কত্তাবাবু। সেই আদ্যিকাল থেকে।

মদন পাল (হেসে উঠে)। তোমারই বয়সের গাছ-পাথর নেই, আবার তোমার মুখেও আদ্যিকালের কথা! যেমন তোমার নোটিস, তেমনি তুমি মানুষটাও বেশ রগুড়ে দেখছি। তা দাও, তোমার চা এক ঢোঁক চেখে দেখি।

চা-ওলা (মদন পালকে চা দিয়ে, আপন মনে কথা বলার ধরনে)। সেই কবে থেকে—সেই কবে থেকে—আর কী কাজ—ওঃ! কী-সব দেখতে হয় আমাকে, কী-সব শুনতে হয়! ছুটি নেই, ফুরশৎ নেই পেনশন নেই—বুড়ো হাড় নিয়ে আর আমি পারি না। (অবশিষ্ট ভাঁড়গুলো তুলে নিলো।)

মদন পাল (চা-ওলার পিঠের দিকে তাকিয়ে)। লোকটা বেয়াকুব না শেয়ানা ঠিক বোঝা গেলো না। তা চুলোয় যাক, আমি আর এখানে কতক্ষণ! (চায়ের ভাঁড় হাতে ক'রে জানলার ধারে দাঁড়ালো, অন্যদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।)

[ইতিমধ্যে চা-ওলা কেৎলি ইত্যাদি তুলে নিয়ে গমনোদ্যত ।]

জয়া (চা-ওলাকে)। আচ্ছা, নবীনগঞ্জের স্টীমার কখন আসবে ?

চা-ওলা (যেতে-যেতে থেমে)। আপনি এ-কথা আগেও জিগেস করেছিলেন, মা। আমি জবাবও দিয়েছিলাম—

জয়া। আমি বলছিলাম—

[জয়ার কথা শেষ হবার আগেই চা-ওলা থপথপে পায়ে বেরিয়ে গেলো। অপ্রস্তুত হ'য়ে চুপ ক'রে গেলো জয়া, নীলকণ্ঠের চোখে চোখ ফেললো। একটু চুপচাপ।]

জয়া। লোকটা অদ্ভুত—তা-ই না ?

নীলকণ্ঠ। তোমার তা-ই মনে হ'লো ?

জয়া। কেমন চ'লে গেলো হঠাৎ। আমার কথাটা শুনলো না পর্যন্ত।

নীলকণ্ঠ। তোমার বলার কিছু ছিলো না, জয়া। ওরও জবাব দেবার কিছু ছিলো না।

জয়া। মানে ? আমাদের স্টীমার কি আজও আসবে না তাহ'লে ?

নীলকণ্ঠ। দেরি হবে, জয়া।

জয়া। কী ক'রে জানলে ?

নীলকণ্ঠ। আমার তা-ই মনে হচ্ছে।

জয়া। কেন বলো তো ?

নীলকণ্ঠ। তুমি যে ভাবছো কাল সন্ধেবেলা এখানে এসেছো,

সেটা কি ঠিক? আমি যে ভাবছি আজ সকালে উঠে তোমাকে দেখলাম, তার কি কোনো অর্থ হয়?

জয়া (ব্যাকুল স্বরে) তুমিও—তুমিও ও-রকম ক'রে কথা বলছো!

নীলকণ্ঠ (সামনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে)। সব ফিরে আসছে, ঝাঁপি, সব ফিরে আসছে। দ্যাখো শিবুকে—কেমন চুপ ক'রে ব'সে আছে, পাথরের মতো, যেন নিশ্বাস পড়ছে না।

জয়া (চেষ্টাকৃত হালকা সুরে)। ও কিছু না। আসলে খুব শক্তপোক্ত ছেলে শিবু। যুদ্ধে গিয়েছিলো। শিবু, তোর যুদ্ধের গল্প দু-একটা বলবি নাকি?

শিবু (জয়ার চোখে চোখ রেখে, নিঃস্বর গলায়)। মা, আমি করিনি।

জয়া। ঠিক আছে, শিবু, ঠিক আছে। অন্য কথা বল।

শিবু। আমি করিনি, মা।

জয়া। ও-কথা থাক, শিবু।

শিবু (দু-হাত মুঠ ক'রে, ভাঙা গলায়।) আমি ক রি নি।

[একটু চুপচাপ। নীলকণ্ঠ উঠে এসে শিবুর কাছে দাঁড়ালো।]

নীলকণ্ঠ। শিবু আমাকে চিনতে পারছো? (শিবু চোখ তুললো না।) আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, শিবু। (শিবু বিহ্বল চোখে তাকালো।) আমিও তা-ই করেছিলাম।

শিবু (উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। আপনি?··· আপনি?

নীলকণ্ঠ। আমিও তা-ই করেছিলাম।

জয়া। না, শিবু, না! ও-সব ভুল। তুই আমার কথা শোন।
(উঠে এসে শিবুর পাশে ব'সে তার মাথায় হাত রাখলো।)

নীলকণ্ঠ (স'রে গিয়ে)। তাহ'লে তুমিই বলো, ঝাঁপি।

জয়া। শুনবি, শিবু?

শিবু (খুব ক্লান্ত স্বরে)। আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে, মা।

জয়া (শিবুর চুলে বিলি কাটতে-কাটতে)। ঘুমো—আমার সোনা—আমার সোনামণি—তোর মা-র কোলে মাথা রেখে ঘুমো।

[জয়ার কোলে মাথা রেখে শিবু ঘুমিয়ে পড়লো। তার নিশ্বাস গভীর হ'লো আস্তে-আস্তে।]

নীলকণ্ঠ (অন্য বেঞ্চিতে ব'সে, চাপা গলায়)। ঝাঁপি, এখানে এসো।

জয়া। তোমার শালটা দাও তো।

[জয়া শাল নিয়ে চার ভাঁজ ক'রে বেঞ্চিতে পাতলো, সন্তর্পণে নিজের কোল থেকে নামিয়ে শিবুর মাথাটা নামিয়ে দিলো সেটার উপর। শিবু ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে হাঁটু মুড়লো।]

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি, এখানে এসো।

[জয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে এসে নীলকণ্ঠের খুব কাছে দাঁড়ালো।]

নীলকণ্ঠ (কাতর চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে)। ঝাঁপি, ঝাঁপি!

জয়া (ব্যাকুল গলায়)। কী হয়েছে, নীলু-দা ? তুমি তেতলায় চ'লে এলে যে ? মেসোমশাই কেমন আছেন ?

নীলকণ্ঠ। কষ্ট পাচ্ছেন। ভীষণ কষ্ট। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

জয়া। শান্ত হও, নীলু-দা। মনে জোর আনো।

নীলকণ্ঠ (তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত)। বাবা—বাবা আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। (জয়ার হাত আঁকড়ে ধরলো।)

জয়া। না, না! তুমি শান্ত হও, নীলু-দা। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। (অন্য হাতে নীলকণ্ঠের চুলে হাত বুলোতে লাগলো।)

মদন পাল (জানলা দিয়ে চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলে)। জঘন্য চা —বিষ-তেতো, বিষ-তেতো! এই চা-ওলা—(ঘুরে দাঁড়িয়ে) আরে, লোকটা শটকেছে এর মধ্যে। দামও নিয়ে গেলো না। তা কোন লজ্জায় আর দামের জন্য দাঁড়াবে! (নীলকণ্ঠ ও জয়ার দিকে তাকিয়ে) বাঃ, এখানে একটি নাটক শুরু হ'য়ে গেছে দেখছি—প্রণয়-রজনী, প্রথম রজনী। এখনই হৃদয়াবেগের বন্যা ব'য়ে যাবে। আমি বাবা ও-সবের মধ্যে নেই। বরং এই গোয়েন্দা-গল্পটা পড়া যাক।

[মঞ্চের সামনের দিকে টেবিলের কাছে বসলো মদন পাল, সিগারেট ধরালো, পকেট থেকে একটা রংচঙে মলাটের ইংরেজি বই বের ক'রে পড়তে লাগলো।]

নীলকণ্ঠ। আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ডাক্তাররা আশা দিয়েছিলেন। কাল মনে হয়েছিলো সামলে উঠলেন বুঝি। চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন, কথা বলছিলেন মাঝে-মাঝে, আমি রাত তিনটে অবধি তাঁর কাছে ব'সে ছিলাম। তারপর আজ দুপুরবেলাও বেশ ভালো ছিলেন খানিকক্ষণ—আমাকে বললেন গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন থেকে প'ড়ে শোনাতে। শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু হঠাৎ বিকেল থেকে—কী যে হ'লো—উঃ, কী কষ্ট! (তার গলা কান্নার বেগে বুজে এলো।)

জয়া। নীলু-দা, তুমি এখানে আর ব'সে থেকো না। নিচে যাও।

নীলকণ্ঠ। কার কাছে যাবো? দূরে···অনেক দূরে তিনি চ'লে গেছেন এরই মধ্যে—আর তবু, তবু কী কষ্ট! ঐ শেষ শান্তিটুকু পাবার জন্য কী-রকম যুদ্ধ করতে হচ্ছে!

জয়া। হয়তো উনি কিছু টের পাচ্ছেন না—কষ্ট শুধু আমাদের, যারা দেখছি।

নীলকণ্ঠ। তা যদি হয় সেটাই তো আরো বেশি কষ্টের।

জয়া। আমার হাত ছাড়ো, নীলু-দা। আমি যাই।

নীলকণ্ঠ। না, যেয়ো না। একটু থাকো আমার কাছে।

জয়া। নীলু-দা, তুমি ভেঙে পড়ছো কেন? এ-সময়ে তোমাকেই তো শক্ত হ'তে হবে।

নীলকণ্ঠ। ভাগ্যিশ তুমি ছিলে, ঝাঁপি—আমার অনেক ভাগ্যে এ-সময়ে তুমি কাছে ছিলে।

জয়া। এ কী কথা, নীলু-দা! বাড়ি-ভর্তি আপন জন তোমার—তোমার মা, দিদিরা, কত আত্মীয়-পরিজন—এর মধ্যে আমি কে?

নীলকণ্ঠ। তুমি কে? (জয়ার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে) তুমি কে, তা কি তুমি জানো না এখনো?

জয়া (কাঁপা গলায়)। কী বলছো, নীলু-দা!

নীলকণ্ঠ। তুমি কি জানো তুমি সুন্দর?

জয়া। নীলু-দা!

নীলকণ্ঠ। আর-কেউ তোমাকে বলেছে এ-কথা?

জয়া। আমাকে ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও!

নীলকণ্ঠ (জয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে)। আচ্ছা যাও, একবার দেখে এসো নিচে কী হচ্ছে।

জয়া। তুমি?

নীলকণ্ঠ। আমি একটু পরে আসছি। (কপালে হাত রেখে চোখ বুজলো।)

জয়া (নীলকণ্ঠের মুখের উপর ঝুঁকে)। তোমার কি মাথা ধরেছে?

নীলকণ্ঠ। না।

জয়া। জল খাবে?

নীলকণ্ঠ। না, থাক। (চোখ মেলে) ঝাঁপি, একটু বোসো না এখানে।

জয়া (নীলকণ্ঠের পাশে বেঞ্চিতে ব'সে)। কিছু বলবে?

নীলকণ্ঠ (একটু পরে)। তোমাকে আমার অবাক লাগে, ঝাঁপি।

জয়া। না, না, আমার মধ্যে অবাক হবার মতো কিছু নেই।

নীলকণ্ঠ। কত দুঃখ তোমার মনে—কেমন চাপা দিয়ে রাখো সব। তোমার বাবা নেই, মা নেই—

জয়া। তোমরা আছো, নীলু-দা। তোমরা আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছো। আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে?

নীলকণ্ঠ। আমরা মানে—আমিও?

জয়া। মানে—এই বাড়ি—মাসিমা, মেসোমশাই, দিদিরা—এই বাড়ির সবাই।

নীলকণ্ঠ। এই বাড়ি তোমারও, ঝাঁপি।

জয়া। তা-ই তো, তা-ই তো। আমি—তোমাদের রাঁধুনি বামুন-দিদির মেয়ে—আমাকে তোমরা কোথায় তুলে দিয়েছো! আমি আজ কলেজে পড়ছি। তোমাদের দয়ার অন্ত নেই।

নীলকণ্ঠ (চাপা গলায়)। দয়া নয়, দয়া নয়।

জয়া। আমার মা আমাকে তোমাদের দয়ার ওপরেই রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যা পেয়েছি তা অনেক বেশি—অনেক বেশি।

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি, তোমার মা-র মৃত্যু তোমার মনে আছে?

জয়া। ছোটো ছিলাম তখন।

নীলকণ্ঠ। কেঁদেছিলে?

জয়া। তোমার মা আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

নীলকণ্ঠ। আমার তখন বছর দশেক বয়স—এমন-কিছু অজ্ঞান শিশু নই। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি, বামুন-দিদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার কান্না পেয়েছিলো—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। মৃত্যু কাকে বলে তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ—আর-কেউ নয়—আমার বাবা—আমি যাঁকে এত ভালোবাসি—ওঃ! (একটা ছোট্ট, অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো। নীলকণ্ঠ কেঁপে উঠলো।) ও কিসের শব্দ? নিচে থেকে এলো নাকি?

জয়া। না, না, বাইরের শব্দ, ট্রামের গোঙানি বোধহয়। হয়তো কোনো পাখির ডাক। হয়তো—(হঠাৎ থেমে, ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে) কিন্তু তুমি আর এখানে ব'সে থেকো না, নীলু-দা।

নীলকণ্ঠ। যাচ্ছি। (একটু পরে) আমার কেমন··· কেমন ভয় করছে, জানো। গিয়ে যদি দেখি··· গিয়ে যদি দেখি··· আমি তো জানি, আমি তো চোখে দেখেছি—তিনি স'রে যাচ্ছেন, চ'লে যাচ্ছেন, হাত বাড়িয়ে কিছুই ধরতে পারছেন না—কাউকে না—কিছুই না—আমরা কেউ কিছু করতে পারছি না তাঁর জন্য—কিছুই না—কিছুই না! (বলতে-বলতে জয়ার কাঁধে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলো নীলকণ্ঠ।)

জয়া (দুর্বল হাতে নীলকণ্ঠকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে)। নীলু-দা! নীলু-দা!

নীলকণ্ঠ (যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ তুলে তাকিয়ে)। কী ভীষণ—যখন সব

হারিয়ে যায়, হাত বাড়িয়ে কিছুই ধরা যায় না! বলো, ঝাঁপি, কিছু কি আছে—যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, অন্য সব হারিয়ে গেলেও যা ধ'রে থাকা যায়—এই যেমন আমি এখন তোমাকে ধ'রে আছি?

জয়া (তীব্র চাপা গলায়)। ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও!

[আবার একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো, চাপা কান্নার মতো।]

নীলকণ্ঠ (ভাঙা গলায়)। কিসের শব্দ? কী হ'লো, ঝাঁপি?

জয়া (সবলে নীলকণ্ঠকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে, গলা-ছেঁড়া আওয়াজে)। যাও—তুমি যাও—এখান থেকে যাও তুমি!

নীলকণ্ঠ (ভাঙা গলার বিকৃত চীৎকারে)। আমি আর পারি না! আমি আর পারি না! ঝাঁপি!

জয়া (হঠাৎ দুই হাতে নীলকণ্ঠকে জড়িয়ে ধ'রে)। কেঁদো না, নীলু-দা, কেঁদো না!

[নীলকণ্ঠ যেন অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরলো জয়াকে, জয়া তাকে আরো কাছে টেনে আনলো। দু-জনে আড় হ'য়ে বেঞ্চির উপর প'ড়ে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত মঞ্চ অন্ধকার। কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ—ফোঁপানির মতো। তারপর নেপথ্য থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।]

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ। নীলু—নীলু—নীলু—তুই কোথায়?

[এই আর্তনাদ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মঞ্চে আলো জ্ব'লে উঠলো। দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো নীলকণ্ঠ ও জয়া। কেউ কারো দিকে তাকালো না। ছুটে গেলো দরজার দিকে, দরজার কাছে এসে হঠাৎ থামলো। নীলকণ্ঠ ফিরে এসে আগের বেঞ্চিটিতে বসলো, মাথা নিচু ক'রে, কপালে হাত রেখে। জয়া তার সামনে এসে দাঁড়ালো। শিবু তখনও ঘুমুচ্ছে, কোণে ব'সে গোয়েন্দা-গল্প পড়ছে মদন পাল।]

জয়া (আস্তে ডেকে)। নীলু-দা। নীলু। (নীলকণ্ঠ চোখ তুলে তাকালো, কিছু বললো না।) তুমি কখন এলে? চা খেয়েছো?

নীলকণ্ঠ। এক্ষুনি এলাম।

জয়া। তোমার চা ছাদে নিয়ে আসি?

নীলকণ্ঠ। পরে হবে। তুমি বোসো, ঝাঁপি!

জয়া (নীলকণ্ঠের পাশে ব'সে)। কী ভাবছিলে, নীলু? কী ভাবো তুমি আজকাল?

[নীলকণ্ঠ জবাব দিলো না, মুখ ফিরিয়ে নিলো।]

জয়া (নীলকণ্ঠের চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা ক'রে)। দু-মাস হ'য়ে গেলো, মাসিমাও অনেকটা সামলে উঠেছেন এতদিনে, আর তোমার মুখে এখনো হাসি নেই কেন?

নীলকণ্ঠ। আমি ঠিক বাবার কথা ভাবছিলাম না।

জয়া। কী ভাবছিলে তা জানতে পারি কি?

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি, আমাকে আর-একটু সময় দাও।

জয়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আজকাল তোমার সঙ্গে··· আমার এত কম দেখা হয়। এই তো তুমি ছাদে এসে ব'সে আছো, আর আমি ভাবছিলাম এখনো তুমি বাড়ি ফেরোনি।

নীলকণ্ঠ। আমাকে তুমি খুঁজছিলে ?

জয়া (সে-কথার জবাব না-দিয়ে)। এত চুপচাপ তুমি আজকাল। কখন বেরিয়ে যাও, কখন ফেরো, কী করো তুমি সারাদিন— কিছুই জানতে পারি না।

নীলকণ্ঠ। আমার মনে হয় তুমিই আজকাল এড়িয়ে-এড়িয়ে চলো আমাকে।

জয়া (ম্লান হেসে)। আমার কি এত জোর যে তোমাকে এড়িয়ে চলবো।

[একটু চুপচাপ।]

জয়া। নীলু, একটা কথা।

নীলকণ্ঠ। কী, বলো ?

জয়া (নিচু গলায়)। আমি—আমার—আমার মনে হচ্ছে— (হঠাৎ থেমে গেলো।)

নীলকণ্ঠ। কী ? কী মনে হচ্ছে ?

জয়া (একটু পরে, চেষ্টাকৃত হালকা গলায়)। আমি তোমার কাছে ছুটি চাই, নীলু।

নীলকণ্ঠ (তীক্ষ্ণ চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে)। তার মানে ?

জয়া। ভাবছিলাম একবার—দেশে ঘুরে আসি।

নীলকণ্ঠ। তোমার মা বলতেন দেশে কেউ নেই তোমাদের ?

জয়া। দাদু আছেন। আমার মা-র বাবা।

নীলকণ্ঠ। এতকাল পরে হঠাৎ তোমার দাদুকে মনে পড়লো ?

জয়া (উন্মনভাবে)। ঝাপসা মনে পড়ে। আমি খুব ছোটো তখন। বিধবা মা—আমি—আমরা দাদুর কাছে ছিলাম কিছুদিন। তিনি বেঁচে আছেন এখনো। বুড়ো হয়েছেন। তাঁকে একবার দেখে আসতে চাই।

নীলকণ্ঠ। বেশ। পরে হবে।

জয়া। পরে ? কিসের পরে ?

নীলকণ্ঠ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। এখানকার সব হাঙ্গামা মিটে যাক। তারপর।

জয়া। এখানকার হাঙ্গামা ? তাতে কি আমার কোনো অংশ আছে ?

নীলকণ্ঠ (সস্নেহে)। এখনো এ-কথা জিগেস করছো, ঝাঁপি ? (জয়ার পিঠে হাত রাখতে গেলো।)

জয়া (স'রে ব'সে)। আমি কে, তা কি তুমি ভুলে যাচ্ছো ?

নীলকণ্ঠ (ভরা চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে)। তুমি কে, তা কি তুমি এখনো বুঝলে না ?

জয়া (হঠাৎ আবেগের সুরে)। কেন—কেন তোমরা আমাকে নিয়ে এলে এখানে ? কেন আমাকে আমার মায়েরই মতো রাঁধুনি হ'তে দিলে না ?

নীলকণ্ঠ। তুমি রাঁধুনি হ'য়ে জীবন কাটালে আমার জীবন কী ক'রে কাটতো ?

জয়া (কেঁপে উঠে)। নীলু, ও-রকম বোলো না।

[জয়া মাথা নিচু ক'রে দু-হাতে মুখ ঢাকলো। নীলকণ্ঠ উঠলো, পাইচারি করলো কয়েকবার। একটু চুপচাপ।]

নীলকণ্ঠ (জয়ার সামনে দাঁড়িয়ে)। কী হয়েছে, ঝাঁপি ? (জয়া চুপ, নীলকণ্ঠ তার চুলের উপর হাত রাখলো।) মুখ তোলো। আমার দিকে তাকাও।

জয়া (আস্তে মুখ তুলে, ম্লান হেসে)। প্রকাণ্ড সংসার। মস্ত বড়ো জগৎ। তার মধ্যে তুমি আর আমি — কতটুকু ?

নীলকণ্ঠ (জয়ার পাশে ব'সে, তার চোখে চোখ রেখে)। তুমি অন্য কিছু বলতে যাচ্ছিলে — তা-ই না ?

জয়া (চোখ সরিয়ে নিয়ে)। বলছিলাম, চড়কডাঙার মাসিমারা এসেছেন। আর কাশীপুর থেকে ছোড়্দির দেওর।

নীলকণ্ঠ। জানি। আমি দেখলাম তাঁদের।

জয়া। দেখলে, কিন্তু দেখা করলে না ?

নীলকণ্ঠ। করবো।

জয়া। হেতমপুরের হরি গোমস্তা কী-সব খাতাপত্র দেখাতে এনেছে তোমাকে।

নীলকণ্ঠ। যাচ্ছি।

জয়া। ছোড়দি আজ চ'লে যাচ্ছেন। তুমি কি স্টেশনে যাবে তাঁর সঙ্গে ?

নীলকণ্ঠ। ও, হ্যাঁ। তা ট্রেনের তো দেরি আছে এখনো।

জয়া। রাত দশটায় ট্রেন। ছোড়দিকে বলতে শুনলাম, 'নীলু কোথায় ? নীলু বাড়ি নেই ?'

নীলকণ্ঠ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। সন্ধেবেলা ছাদে বেশ ভালো। ছায়া নামে, রাত ছড়িয়ে পড়ে আস্তে-আস্তে, আর আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাই।

জয়া (কাঁপা গলায়)। সে কী! তোমারও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ?

নীলকণ্ঠ। তুমি চমকে উঠলে কেন ?

জয়া। নীলু, তোমার কী-দুঃখ যে তুমি হারিয়ে যেতে চাও ?

নীলকণ্ঠ। কখনো মনে হয় একই অন্ধকারে তুমি আর আমি কেন হারিয়ে যাই না ?

জয়া। ছি, নীলু!

নীলকণ্ঠ। ছি কেন ? এতে লজ্জার কী আছে ? কী-রকম হয়, জানো — আমি চেষ্টা করি একা হ'তে, একা থাকতে, কিন্তু যেখানেই যাই, যা-ই করি, আমার মনে হয় তুমি আমাকে টানছো।

জয়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আমি তোমাকে অন্যভাবে দেখতে চাই।

নীলকণ্ঠ। যেমন··· ?

জয়া। আগে সন্ধেবেলা তোমার ঘরে টেবল-ল্যাম্প জ্বলতো। তুমি বই খুলে বসতে, তোমার চুলের ওপর আলোর ঝলক, তোমার নোওয়ানো মুখে অর্ধেক ছায়া। যা পড়ছো তা ফুটে উঠছে তোমার ঠোঁটের কোণে, মাঝে-মাঝে, হালকা হাসি হ'য়ে। মাঝে-মাঝে ঠোঁট নেড়ে-নেড়ে অস্ফুটে কিছু বলছো। যেতে-আসতে আমি জানলা দিয়ে দেখি তোমাকে—কখনো দৈবাৎ, কখনো ইচ্ছে ক'রে। তুমি জানতে না আমি তোমাকে দেখছি।

নীলকণ্ঠ। আমি জানতাম না? আমি কি কখনো চোখ তুলে তাকাইনি? (জয়া নীরব।) ঝাপি, মনে আছে গেলো বছর লক্ষ্মীপুজোর রাত্তিরটা? তুমি সিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছো, আমি নামছি। আমি কাছে আসতে মুখ তুলে বললে, 'দ্যাখো তো নীলু-দা, ভালো হচ্ছে?' সে-মুহূর্তে আমি দেখলাম, তুমি সুন্দর! তোমার সেই উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি! আমার অবাক লাগলো যে তুমি অত লম্বা হয়েছো। অবাক লাগলো তোমার মস্ত কালো খোঁপাটা দেখে। আর মা-র পুজো হ'য়ে যাবার পর—একটু বেশি রাত্রে—এই ছাদে—চাঁদের আলোয়—মনে আছে?

জয়া। তুমি অনেক কবিতা বললে। তোমার বন্ধু রাকেশের গান হ'লো। দিদিরা মিলে কেত্তন গাইলেন—আমিও দোহার ধরলাম। সব ভালো, সব সুন্দর—কিন্তু, আরো বেশি ভালো, আরো বেশি সুন্দর, তুমি কাছে আছো ব'লে।

নীলকণ্ঠ। আমি সেদিন থেকে চিনতে শিখলাম তোমার গলার আওয়াজ—অনেকের মধ্যে, দূর থেকে। চিনতে শিখলাম তোমার পায়ের শব্দ, দূর থেকে। আমার চোখ তোমার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।

জয়া। আমার চোখের পাতা ভারি হ'য়ে আসে—তোমাকে দেখলে।

নীলকণ্ঠ। সকালে ঘুম ভাঙামাত্র তোমাকে আমার মনে প'ড়ে যায়।

জয়া। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করে। মনে-মনে বলি, এ কি সত্যি? এ কি সত্যি হ'তে পারে?

নীলকণ্ঠ। এতদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম—একই বাড়িতে—সহজ ছিলো মেলামেশা আমাদের। হঠাৎ অন্য কেউ আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

জয়া। মাঝখানে—দু-হাতে দু-জনের হাত ধ'রে—সেই অন্যজন।

নীলকণ্ঠ। দু-জনের মাঝখানে আড়াল হ'য়ে—সেই অন্যজন। আমরা নতুন, আমরা অচেনা।

জয়া। একদিন আর আড়াল রইলো না। চেনাশোনা হ'লো।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু থামতে পারলাম না কেন? আমরা সেখানেই থামতে পারলাম না কেন?

জয়া (তার মুখে বেদনার রেখা)। যদি পারতাম—যদি পারতাম—(হঠাৎ থেমে গেলো।)

নীলকণ্ঠ। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলে মনে হচ্ছে ?

জয়া (যেন আপন মনে)। ছোটো ছিলাম একদিন। খুব ছোটো। মা-র সঙ্গে দাছুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।···কেন আমরা বড়ো হ'য়ে উঠি ? কেন আমরা থামতে পারি না ?

নীলকণ্ঠ। তুমি কি বলবে ভালোবাসা দোষ ? (তার গলা ঈষৎ রুক্ষ শোনালো।)

জয়া। যদি তা-ই হয়, আমার মতো দোষী কেউ নেই।

নীলকণ্ঠ। আমি ছাড়া। (কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে) কিন্তু তবু—সেদিন, সেই রাত্তিরে—আমরা যখন মা-র চীৎকার শুনে ছুটে নেমে গেলাম—আমি কী দেখলাম, জানো ? তোমাকে কখনো বলেছি ?

জয়া (দ্রুত বাধা দিয়ে)। থাক, নীলু। আর ব'লে কী হবে।

নীলকণ্ঠ (নিজের ঝোঁকে এগিয়ে গিয়ে)। আমি দেখলাম তাঁর সারা মুখ নীল, নাকটা ঠেলে উঠেছে উঁচু হ'য়ে, মুখের মধ্যে তুবড়ে গিয়েছে ঠোঁট। আর আমি কী করছিলাম তখন—ঝাঁপি, কী করছিলাম তখন তুমি আর আমি! (কথার শেষে তার গলা ভেঙে গেলো।)

জয়া (দ্রুত স্বরে, যেন চেষ্টা ক'রে গলায় জোর এনে)। আর আমি দেখলাম তিনি শান্ত হ'য়ে শুয়ে আছেন—শান্ত—সব কষ্ট, সব অভিযোগ তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেছে। আমার মনে হ'লো যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আমি তাঁর দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম।

নীলকণ্ঠ (যেন আশ্বস্ত হ'য়ে, জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে)। তুমি জানো ? তুমি ঠিক জানো তিনি ক্ষমা করেছেন ?

জয়া (নীলকণ্ঠের কাঁধ ছুঁয়ে, কোমল স্বরে)। কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো, নীলু, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো ?

নীলকণ্ঠ। তোমাকে ? (যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে) না, তোমাকে কষ্ট দিতে আমি চাই না। আমি চাই তোমাকে সুখী করতে। ঝাঁপি, তুমি আমাকে আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে দাও।

জয়া। এবার বলো, তুমি একলা ছাদে ব'সে-ব'সে কী ভাবছিলে ?

নীলকণ্ঠ (যেন আপন মনে)। না, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নয়। অন্য একটা পথ দেখতে পাচ্ছি।

জয়া। আমি বলবো, কী সেই পথ ? আবার তুমি বই খুলে বোসো—সন্ধেবেলা—তোমার মুখে পড়ুক টেবল-ল্যাম্পের আলো, যা পড়ছো তা তোমার ঠোঁটের কোণে হাসি হ'য়ে ফুটে উঠুক।

নীলকণ্ঠ। তোমার ইচ্ছের কি ওখানেই শেষ ?

জয়া। তুমি সুস্থ হ'য়ে ওঠো, তুমি তোমার মনের শান্তি ফিরে পাও, এর বেশি আর-কিছু আমি চাই না। (হঠাৎ তার গলা কান্নায় বুজে এলো।)

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি, কাঁদছো কেন ? কী হয়েছে তোমার ?

জয়া (চোখের জলের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে)। তুমি আমাকে সুখী করতে চাও, এ-কথা শুনে আমি কি না-কেঁদে পারি ?

নীলকণ্ঠ। আমার কথাটা ঠিক হয়নি, ঝাঁপি। আমি নিজেরই সুখের কথা ভাবছি, তোমার নয়।

জয়া (নিজেকে সামলে নিয়ে, প্রায় হালকা গলায়)। তাহ'লে—আমার ছুটি মঞ্জুর ?

নীলকণ্ঠ। তোমার ছুটি ? (ঈষৎ হেসে) আমার কি এত জোর যে তোমাকে ছুটি দেবো ?

জয়া (একটু চুপ ক'রে থেকে, নিচু গলায়)। নীলু, তুমি আমার কথা এখনো জানো না।

নীলকণ্ঠ। ধীরে-ধীরে জানবো। তাড়া কিসের ?

জয়া। তুমি কি তোমার নিজেকেই জানো ?

নীলকণ্ঠ। অন্তত এটুকু জেনেছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি—সব তুমি।

[নীলকণ্ঠ জয়াকে বুকের কাছে টেনে আনলো। জয়া নীলকণ্ঠের কাঁধে মাথা রাখলো।]

জয়া (নিশ্বাসের স্বরে)। নীলু—আমার প্রাণ—আমার স্বপ্ন !

[কয়েক মুহূর্ত দু-জনেই স্থির। তারপর নীলকণ্ঠের মুখ আস্তে-আস্তে জয়ার মুখের উপর নেমে এলো। মুখ উঁচু ক'রে চোখ বুজলো জয়া।]

নেপথ্যে পুরুষের গলা। দাদাবাবু আছেন নাকি এখানে ?

জয়া (ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে)। ঐ যে হরি গোমস্তা। তুমি যাও।

[নীলকণ্ঠ উঠে গিয়ে পিছনের একটি বেঞ্চিতে বসলো। জয়া ব'সে পড়লো আবার, একেবারে স্তব্ধ, মুখের ভাব নিষ্প্রাণ। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

জয়া (প্রথমে আস্তে-আস্তে, আবেগহীনভাবে, তারপর কখনো তীব্র, কখনো প্রায় ফিশফিশে নরম গলায়)। পারলাম না। মুখে এসে কথা বেধে গেলো। যদি বলতাম, যদি এখনো বলি, যদি ধরা প'ড়ে যাই—তাহ'লে তোলপাড়, অশান্তি। যে-বাড়িতে শোকের ছায়া আঁকড়ে আছে এখনো, সেখানে আবার নতুন এক যন্ত্রণা। সেই মুখগুলি—আমার ছেলেবেলা থেকে চেনা, আমার ভালোবাসা দিয়ে মাখা—সেই মুখগুলি কঠিন হ'য়ে উঠবে। এখানে ফিশফিশ, ওখানে চুপচাপ, কোথাও কোনো পাথরের মতো চোখ—থমথমে হাওয়ায় যেন নিশ্বাস পড়ে না। তুমি কষ্ট পাবে, নীলু, তোমার মাথা নুয়ে পড়বে লজ্জায়। লুটিয়ে পড়বে ধুলোয় আমাদের সুন্দর ফুল, আমাদের মনের মধু লোকের মুখে-মুখে তেতো হ'য়ে উঠবে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) 'আমার সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি—সব তুমি।' ভুল, নীলু। তোমরা বড়ো ঘর, তোমার বাবার এক ছেলে তুমি। তোমার বাবা দু-মাস আগে মারা গিয়েছেন। কত কাজ, কত দায়িত্ব এখন তোমার। কত আত্মীয়, পরিজন, মান, মর্যাদা—এরই মধ্যে তোমার জন্ম, তুমি কি চাইলেই ছাড়াতে পারবে? প্রকাণ্ড সংসার—মস্ত বড়ো জগৎ—আর আমি কে? এই

বাড়ি—আমি প্রায় নিজের বাড়ি ব'লে জেনেছিলাম। ওর মা—আমারও মায়ের মতো। ওর দিদিরা—আমারও দিদি। কিন্তু তবু—আমি ওঁদের দাসীর মেয়ে। দাসীর মেয়ে। কোত্থেকে কোথায় ওঁরা তুলেছেন আমাকে। একটু বেশি উঠতে গিয়েছিলে, ঝাঁপি—একেবারে সোনার ফলটি পাড়তে গিয়েছিলে। এতদিন ধ'রে এঁদের কাছে যা-কিছু তুমি পেয়েছো, এই কি তার যোগ্য প্রতিদান?···না, নীলু, পারবো না, তোমাকেও আমি বলতে পারবো না, আমি পারবো না তোমাকে এই অশান্তির মুখে ঠেলে দিতে। এ-বাড়িতে মুখ দেখাতে আর পারবো না। (কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে) আমাকে—চ'লে যেতে হবে। এখনই। দেরি হ'লে নিজেকে আর লুকোনো যাবে না। (একটু চুপ) কোথায় যাবো, জিগেস করছো? জানি না। আমার দাদু বেঁচে আছেন এখনো, আমার মা-র বাবা। কিন্তু এতকাল পরে তিনি কি চিনতে পারবেন আমাকে? তাছাড়া এ-অবস্থায়···এ-অবস্থায়···আমার ভয় করছে, নীলু। একবার একটু ছোঁবে আমাকে? একবার তোমার হাত··· আমার হাতের ওপর···(হাত বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে সরিয়ে আনলো।) না—ও-সব শেষ, এই আমি শেষ ক'রে দিলাম। (দু-হাত মুঠ ক'রে একটু চুপ, হঠাৎ একটি ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে, তার হাতের মুঠো আলগা হ'য়ে গেলো।) তোমার সন্তান—সে রইলো আমার মধ্যে, আমার

সঙ্গে। আমি তাকে বড়ো ক'রে তুলবো, মানুষ ক'রে তুলবো, তারই জন্য বেঁচে থাকবো আমি। সে কি কোনোদিন জানবে তার বাবা কে? কোনোদিন জানবে না?···না, আর ভাববো না, ভাবলে দুর্বল হ'য়ে যাবো। (অনেকক্ষণ চুপ) শুনছো, নীলু? আমি চ'লে যাচ্ছি। (হঠাৎ হাত মুচড়ে, কান্না-ভরা গলায়) আমি চ'লে যাচ্ছি। তুমি কি আমার কথা শুনছো না? (মাথা নিচু ক'রে দু-হাতে মুখ ঢাকলো।)

শিবু (ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠে)। আমাকে আগে বলোনি কেন, মা? আগে বলোনি কেন?

মদন পাল (বই থেকে চোখ তুলে)। শিবু অনেক আগেই উত্তেজিত হ'য়ে পড়ছে। পুওর্ বয়, এই ছোট্ট শক্‌টুকু সামলে উঠতে পারছে না। (বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে) এবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন মদন পাল—বিজ্‌নেসম্যান, সামান্য লোক, কিন্তু (বুকে টোকা দিয়ে) সৎসাহস আছে। কারো-কারো মতো ডুবে-ডুবে জল খাওয়ার অভ্যেস নেই। (ইতিমধ্যে জয়া মুখ তুলে মদন পালের দিকে তাকিয়েছে, তার মুখের ভাব বদলে গেছে।) নমস্কার, নীলকণ্ঠবাবু। আপনার প্রসাদ পেয়ে আমি ধন্য। আপনি যে-রত্ন ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, আমি তা মাথায় ক'রে রেখেছি। (আপিশের কর্তার সুরে) মিস ভট্‌চারিয়া, একটা কথা। জাস্ট এ মিনিট।

[মদন পাল গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসলো। জয়া আস্তে-আস্তে তার সামনে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো।]

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি চ'লে গেছে, ঝাঁপি চ'লে গেছে। কোথায়? কোথায়? আমি কি আর কখনো তাকে দেখবো না?

[মঞ্চের পিছনের অংশ অন্ধকার হ'লো। নীলকণ্ঠকে কিছুক্ষণ দেখা যাবে না]

মদন পাল। মিস ভট্‌চারিয়া, আপনি এ-মাসের সাতুই আর এগারোই কামাই করেছিলেন। ঠিক?

জয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মদন পাল। তারপর গতকাল আবার?

জয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মদন পাল। কারণটা জানতে পারি?

জয়া। হেডক্লার্ককে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। তাতে লেখা আছে।

মদন পাল। মুখে বলুন।

জয়া। আমার বোনপোর অসুখ ছিলো।

মদন পাল। বোনপো? আপনার কাছে থাকে?

জয়া (ঢোক গিলে)। ওর মা-বাবা নেই।

মদন পাল। আপনি পুষ্যি নিয়েছেন? (জয়া নীরব।) বোনপোর বয়স কত?

জয়া। ষোলো।

মদন পাল। এত বড়ো ছেলে—তার অসুখের জন্য কামাই?

জয়া। বেশি জ্বর ছিলো।

মদন পাল (জয়ার অঙ্গসৌষ্ঠবের উপর চোখ বুলিয়ে)। 'স্কুজ মী,

একটা ব্যক্তিগত কথা জিগেস করি। আপনার বাড়িতে আর কে থাকে ?

জয়া। কেউ না। একটি ঝি।

মদন পাল। আই সী। তার মানে আপনি…

জয়া। আমি একাই থাকি।

মদন পাল। আ়াই সী। (উদাসভাবে চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে) তা ভালো—ব্যাচলার গার্ল, ওয়ার্কিং গার্ল—এ-সব আমাদের দেশেও হচ্ছে আজকাল। আরো হবে।…তা আমি কামাই জিনিশটা বেশি পছন্দ করি না জানেন তো ?

জয়া। জানি।

মদন পাল। ভবিষ্যতে মনে রাখবেন কথাটা।

জয়া। এখন যেতে পারি ?

[জয়া পিছনে ফিরে কয়েক পা হাঁটলো। মদন পাল তাকিয়ে রইলো। তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি।]

মদন পাল (ডেকে)। মিস ভট্‌চারিয়া।

জয়া (অর্ধেক ঘুরে দাঁড়িয়ে)। আজ্ঞে ?

মদন পাল। আর-একটা কথা।

জয়া। বলুন।

মদন পাল। একটু সময় লাগবে। আপনি বসতে পারেন।

[জয়া দাঁড়িয়ে রইলো।]

জয়া। আমি ঠিক আছি।

মদন পাল। আপনি আমাদের এখানে জয়েন করেছিলেন—কবে বলুন তো?

জয়া। দু-মাস আগে। জুন মাসে।

মদন পাল। ঠিক। আমার মনে থাকা উচিত ছিলো। চাকরি কেমন লাগছে?

জয়া। ভালো।

মদন পাল। আগে কী করতেন?

জয়া। স্কুলে পড়াতাম।

মদন পাল। কোথায়?

জয়া। গ্রামে। দিনাজপুর জেলায়।

মদন পাল। আপনার দেশ সেখানে?

জয়া। আজ্ঞে না।

মদন পাল। সেখানে আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন?

জয়া। আজ্ঞে না।

মদন পাল (তার চোখে বর্ধিষ্ণু আগ্রহ)। মাষ্টারি ছাড়লেন কেন? (জয়া নীরব।) তা যুদ্ধের বাজার—আর গ্রামের স্কুলে শুনেছি নব্বুই টাকা দিয়ে দেড়শো লিখিয়ে নেয়। কত পেতেন সেখানে?

জয়া। ষাট টাকা।

মদন পাল। অত কম কেন? আপনি তো গ্র্যাজুয়েট?

জয়া। আজ্ঞে না।

মদন পাল। না?

জয়া। আমি পরীক্ষা দিতে পারিনি।

মদন পাল (সদয়ভাবে হেসে)। তা ওতে কিছু এসে যায় না, কিছু এসে যায় না। আমিও গ্র্যাজুয়েট নই। কাজ—কাজই হ'লো আসল। আপনার বোনপোকে কোথাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন নাকি?

জয়া। সে কলেজে পড়ছে।

মদন পাল। কলেজে পড়ছে? বাঃ। আপনি এখানে মাইনে কত পাচ্ছেন?

জয়া। একশো-পঁয়ত্রিশ টাকা।

মদন পাল (ভুরু কুঁচকে)। একশো-পঁয়ত্রিশ? চলে ওতে?

জয়া। চ'লে যায়।

[মুহূর্তকাল চুপচাপ। জয়ার শরীরে আর-একবার চোখ বুলোলো মদন পাল, জয়া ঘন ক'রে আঁচল টানলো গায়ে।]

জয়া। আর-কিছু বলবেন?

মদন পাল। হ্যাঁ। আমি আপনাকে একটা অফার দিতে চাই, মিস ভট্‌চারিয়া।

জয়া। আজ্ঞে?

মদন পাল। একটা স্ট্রেইট অফার। যদিও আপনি অল্পদিন এসেছেন, আমি লক্ষ করেছি আপনার কাজ বেশ ভালো।

গুছোনো। আপনি গল্পগাছা ক'রে সময় নষ্ট করেন না। টিফিনের ছুতোয় এক ঘন্টা কাটিয়ে আসেন না বাইরে। ছুটি হ'য়ে গেলেও হাতের কাজ শেষ না-ক'রে ওঠেন না। আপনাকে দেখেও বুদ্ধিমতী মনে হয়। আপনাকে অ্যাকাউন্টস-এ রট্ করতে দিলে আমারই লোকশান।

জয়া। আজ্ঞে?

মদন পাল। কথাটা হচ্ছে—আমার কাজের চাপ বেড়ে যাচ্ছে বড্ড, একজন পার্সনেল সেক্রেটারি দরকার। (টেনে-টেনে) পার্সনেল—অ্যাণ্ড কনফিডেনশল। আমার করেসপণ্ডেন্সের ভার নিতে হবে। ট্যুরে যেতে হবে আমার সঙ্গে। জাস্ট কেরানিগিরি নয়—নিজের ওপরে কিছুটা দায়িত্বও নিতে হবে। মাইনে—ফাইভ হাণ্ড্রেড প্লাস ডি. এ., আর ট্যুরে বেরোলে অল ফাউণ্ড, এভরিথিং ফার্স্ট ক্লাস। অবশ্যি—কাজ যদি আমার মনোমতো হয়। আপনি রাজি?

জয়া (ঢোঁক গিলে)। ভেবে দেখবো।

মদন পাল। আমার তাড়া আছে। কালকের মধ্যে জানতে পারলে সুবিধে হয়।

জয়া। কাল জানাবো।

মদন পাল (ঈষৎ রুক্ষ স্বরে)। এখন যেতে পারেন।

জয়া (হঠাৎ তীব্র স্বরে)। আর এমনি ক'রে—এমনি ক'রে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, মদন পাল!

মদন পাল (উঠে দাঁড়িয়ে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে)। মশাইরা

শুনলেন, এই ভদ্রমহিলার কথাটা শুনলেন? কী না করেছি আমি ওঁর জন্য, কী না করেছি! ছিলেন প'ড়ে কসবার একটা ঘুপচি একতলায়—সে কী গলি বাবা রে বাবা, গাড়ি ঢোকে না, আর গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে কোনো নোংরা যদি মাড়িয়ে না দেন তো সে আপনার সাত পুরুষের ভাগ্যি। আমি সেই ডাস্টবিন থেকে ওকে তুলে এনে পার্ক সার্কাসের ঝকঝকে ফ্ল্যাটে রেখেছি, সব রকম ব্যবস্থা করেছি ওর বোনপোর জন্য, যাকে বলে ভদ্র, পরিচ্ছন্ন জীবন, তা-ই আমি দিয়েছি ওকে। আর তার বদলে—সেটা কিছু না, কিছু না, সামান্য ব্যাপার। আমি ওকে খুব বেশি—ব্যবহার পর্যন্ত করিনি। সপ্তাহে দু-দিন—তিন দিন—শিবু কলকাতায় এলে রাত্তিরে থাকিনি কখনো। আর এখন আমাকে শুনতে হচ্ছে—আমি ওঁর সর্বনাশ করেছিলাম! কিন্তু জিগেস করি—উনি আগে কেন ভাবলেন না কথাটা? উনি তো হাবা নন যে আমার মৎলবটা বোঝেননি! কেন পালিয়ে গেলেন না?

[জয়া এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো, এইবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলো :]

জয়া (আবেগহীন স্বরে)। আমি ভেবেছিলাম তা-ই। চেয়েছিলাম তা-ই। চেষ্টাও করেছিলাম। তারপর আর আপিশে যাইনি। চিঠি লিখে ইস্তফা দিয়েছিলাম চাকরিতে। মাইনে

বাকি ছিলো—তাও আনতে যাইনি। এদিকে শিবুর ধুম জ্বর। টাইফয়েড। আমার হাত খালি, আমার বুকের ওপর পাথর। শুধু কাঁদি, আর ভগবানকে ডাকি। হঠাৎ একদিন একটা গাড়ি থামলো আমার দরজায়।

মদন পাল। বলো, বলো, তোমার ভগবান কোন মূর্তি ধ'রে দেখা দিলেন তা বলো।

জয়া (আবেগহীন স্বরে)। মদন পাল বড়ো ডাক্তার নিয়ে এলো। শিবু সেরে উঠলো এক মাসের মধ্যে। আমরা অন্য বাড়িতে উঠে এলাম। শিবু হাজারিবাগে মিশনারি কলেজে পড়তে চ'লে গেলো।

মদন পাল। বলো, থামলে কেন? তারপর?

জয়া। তারপর বাঘের মুখে হরিণ ধরা পড়লো।

মদন পাল (হেসে উঠে)। হাঃ-হাঃ! বাঘের মুখে হরিণ! বেশ বলেছো কথাটা। কিন্তু ব্যাঘ্রমশাইকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো। বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিলো। আর শিঙের গুঁতো, খুরের লাথি—তাও যে খেতে হয়নি তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—কেমন দোস্তালি হ'য়ে গেলো বাঘের সঙ্গে হরিণের—মনে আছে?

জয়া। আমার উপায় ছিলো না। আমার উপায় ছিলো না। শিবু—আমার শিবু! আমি একা থাকলে আমার ভাবনা ছিলো কী? অনেক আগেই কোনো ঠাণ্ডা, কালো নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু শিবু বিনা চিকিৎসায় ম'রে

যাবে, আমি তা কেমন ক'রে সহ্য করি? আমার অন্ধকারে একটিমাত্র আলো সে—বড়ো হবে, আরো উজ্জ্বল হবে, আমি সেই আশায় বুক বেঁধে আছি। আর তাছাড়া—কতদিন হ'য়ে গেলো—ষোলো বছর—আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়—কী-ভাবে কাটলো! কিন্তু কেন—কেনই বা আমাকে সারা জীবন শুধু কষ্ট করতে হবে—আমি কি মানুষ নই! কিন্তু···এই পরিণাম হবে কে জানতো।

শিবু (ঘুমের মধ্যে)। আগে কেন বলোনি, মা, আমাকে আগে কেন বলোনি!

মদন পাল। শিবু বড্ড ছটফট করছে। ওকে এক ডোজ় ঘুমের ওষুধ দিয়ে আসি।

জয়া (ছুটে মদনের সামনে দাঁড়িয়ে)। খবরদার—শিবুর কাছে তুমি ঘেঁষবে না!

মদন পাল। একটু দেরিতে চৈতন্য হ'লো তোমার।

জয়া। আমি তখন বুঝিনি।

মদন পাল। না কি বুঝেও চোখ বুজে ছিলে?

জয়া। মদন পাল, তুমি কি আমাকে নষ্ট ক'রে থামতে পারলে না? আমার ছেলেকে নিয়ে খেলতে গেলে কেন?

মদন পাল। তুমি জানো না, শিবু নিজেই একজন খেলোয়াড়।

জয়া। তুমি তাকে মদ খেতে শেখালে। নিয়ে গেলে পকেটভর্তি টাকা দিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। আরো কোনো কুৎসিত জায়গায়।

মদন পাল। কী জানো—এত কাঁচা টাকা হাতে পাচ্ছি—বস্তা-বস্তা ইংরেজ সরকারের ছাপানো নোট—ট্যাক্সোর ভয়ে ব্যাঙ্কে রাখা যাচ্ছে না, ওড়ানো চাই তো।

জয়া। ঐ সরল, নিষ্পাপ ছেলেটা—তাকে তুমি দৃষ্টি দিলে কেন? আমার ছেলেকে দিয়ে আমাকে মারলে কেন, মদন পাল?

[অরুণা ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়ালো। অন্যেরা তাকে দেখতে পেলো না। ছিপছিপে মেয়েটি, পরনে একখানা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি, পিঠের উপর চুল খোলা। বয়সে জয়ার অনেকটা ছোটো।

অরুণা পরবর্তী কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে লাগলো, অন্যেরা তাকে লক্ষ করলো না।]

মদন পাল। ঐ তো—বড্ড বেশি সরল ছিলো তো শিবু। তাইতে গোল বাধলো। ছিলো পাড়াগাঁয়ে, এখন প'ড়ে আছে হাজারিবাগের জঙ্গলে, বড়ো হ'য়ে উঠছে, ভালো খেয়ে-প'রে স্বাস্থ্যটি হয়েছে চমৎকার—ন্যাচরেলি, কলকাতায় এসে ও মাসির আচলে আর বাঁধা থাকতে চাইতো না। আমি তো আর-কিছু করিনি, শুধু ওর দড়িদড়া একটু আলগা ক'রে দিয়েছিলাম। তাছাড়া ··অন্য একটা কারণও ছিলো।

জয়া। অন্য কারণ? কী সেটা?

মদন পাল। অল্প সময়ে একটু বেশি শিখে ফেলেছিলো শিবু আমারই ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়েছিলো।

অরুণা (ছুটে এসে মদন পালের সামনে থেমে)। আর তুমি? তুমি কী করেছিলে?

[মদন পাল আর জয়া এই প্রথম দেখতে পেলো অরুণাকে। মদন পাল চমকে উঠলো, জয়া স্থির চোখে তাকালো।]

মদন পাল (নিজেকে সামলে নিয়ে)। আ-চ্ছা! তুমিও এসে গেছো। আমাদের পুনর্মিলন সম্পূর্ণ হ'লো তাহ'লে। একটু সেলিব্রেট না-ক'রে পারছি না। (হিপ-পকেট থেকে বোতল বের ক'রে চুমুক দিলো।)

অরুণা (জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে)। পাপিষ্ঠ!

মদন পাল। আস্তে, অরুণা, আস্তে। এখানে আরো কেউ-কেউ উপস্থিত আছেন। আলাপ করিয়ে দিই—আমার গৃহলক্ষ্মী, শ্রীমতী অরুণা, আর ইনি আমার—(একটু কেশে) আমার সেক্রেটারি, মিস জয়া ভট্‌চারিয়া—বা ভট্টাচার্য।

অরুণা (জয়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে)। ও—তুমিই সেই? তুমি তো দেখতে দিব্যি। তা ঐ ঘেন্নাটাকে চুরি করতে গিয়েছিলে কেন? অত সুন্দর চোখ নিয়ে ওর চেয়ে ভালো কিছু খুঁজে পেলে না?

মদন পাল। আমার ওপর একটু অবিচার করছো, অরুণা। আমি কি এত সোজা মানুষ যে শুধু একজনের হাতে চুরি হ'য়ে যাবো? আরো অনেক ছিলো, আরো অনেক ছিলো।

অরুণা। নির্লজ্জ! লম্পট!

মদন পাল। এই তো মুশকিল, অরুণা—আমার স্বভাবের ভালো দিকটা তুমি কখনোই দেখতে পাওনি। কখনো বোঝোনি, আমি কী-রকম দিলদরিয়া মানুষ, পরোপকারী—কী-রকম টাকা ছড়িয়েছি অন্যদের জন্য। জিগেস করো মিস ভট্টাচার্যকে—ঠিক বলছি কিনা। (জয়া অন্য দিকে মুখ ফেরালো।) আর যদি বলো স্বামীর কর্তব্য, তাও আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি। গয়নাগাঁটি, মোটরগাড়ি, আসবাবপত্র—তোমার অভাব ছিলো কিছুর? তোমার বাবাকে লম্বা-চওড়া মনি-অর্ডার পাঠাতে—কার টাকায়?

অরুণা। চুপ! আমার বাবাকে টেনে এনো না এর মধ্যে!

মদন পাল। আলবৎ আনবো! তোমার বাবা শুধু আমার টাকা দেখে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার চেয়ে পনেরো বছরের বড়ো আমার সঙ্গে। আমার কাছে তোমাকে বিক্রি করেছিলেন।

অরুণা (জয়ার দিকে তাকিয়ে)। দিদি, তোমাকে কে বিক্রি করেছিলো?

জয়া (রুদ্ধ স্বরে)। হা অদৃষ্ট!

অরুণা। দীর্ঘশ্বাস—চোখের জল—ও-সবে কোনো লাভ নেই, দিদি। দ্যাখো—দ্যাখো ঐ লোকটাকে—মিটিমিটি হাসছে—এখনো হাসছে। এসো আমরা দু-জনে মিলে ওর চোখ দুটো উপড়ে নিই। ওর ঠোঁট ছিঁড়ে ফেলি। এসো ওকে

টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে দেখি, ওর ভেতরে রক্তপুঁজ পচাগলা মাংস ছাড়া আর-কিছু আছে কিনা।

জয়া। আর কত—আর কতক্ষণ—আর কতক্ষণ এখানে প'ড়ে থাকতে হবে!

[জয়া একটা বেঞ্চিতে ব'সে প'ড়ে বেঞ্চির পিঠে মাথা রাখলো। পরবর্তী দৃশ্য যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ সে এমনভাবে ব'সে থাকবে, যেন কিছুই অনুধাবন করছে না।

একটু চুপচাপ। মদন পাল অরুণার মুখোমুখি দাঁড়ালো।]

মদন পাল। হয়েছে? শেষ করেছো? এবার আমি একটা কথা বলতে পারি?

অরুণা (মুখ ফিরিয়ে নিয়ে)। তোমার দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।

মদন পাল। আর ঐ দিকে? (ঘুমন্ত শিবুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে) চিনতে পারো, ওখানে কে শুয়ে আছে?

অরুণা (যেন অন্যদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে)। শিবু। আবার ঐ ছেলেটা। ঠাণ্ডা শীতে একফালি রোদ, গুমোট ভেঙে ঝিরঝির হাওয়া—আমার জীবনে। একটা সুন্দর সতেরো বছরের ছেলে। আসে, যায়, গল্প করে, আনন্দ ক'রে খাবার খায়—ছেলেমানুষ। আমার ভালো লাগে। ওর কথা, ওর লাজুক হাসি, ওর চোখ তুলে তাকানো। মনে-মনে যেন দিন গুনি, ওকে কবে আবার দেখবো। ঐ একটা মানুষ,

মদন পালের জেলখানায় আমার বন্ধু। যাকে আমি একটুখানি কাছে টানতে পেরেছিলাম। একটু কাছে, আরো কাছে, আর শেষ পর্যন্ত—আমার প্রতিশোধের যন্ত্র। কিন্তু কী-রকম প্রতিশোধ, কার ওপর, কিসের জন্য? কে বেরিয়ে গেলো মাথা নিচু ক'রে, ভয় পেয়ে?··· ছেলেমানুষ, ওর দোষ কী।··· ভালো, তবু ভালো—সেই একটি দিন, কয়েকটি মুহূর্ত। তোমার মনে পড়ে, শিবু? (শিবুর দিকে তাকিয়ে, একটু চুপ ক'রে থেকে) কিন্তু ও কেন ঘুমিয়ে আছে, এই অসময়ে? ঐ সুন্দর সতেরো বছরের ছেলেটা—ও এখানে কেন? (ডেকে) শিবু! শিবু!

[অরুণার এই ভাষণ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে মদন পাল হাত নেড়ে একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি করেছে, তারপর অন্যদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।]

শিবু (জেগে, উঠে ব'সে, খুশি-ভরা গলায়)। অরু-কাকি!

মদন পাল (মুখ ফিরিয়ে)। নাঃ, এদের ঠেকানো যাবে না। আবার এক পশলা হৃদয়াবেগ। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। (জানলার ধারের ইজি-চেয়ারে বসলো, সিগারেট ধরিয়ে গোয়েন্দা-নভেল খুললো।)

শিবু (বেঞ্চি থেকে উঠে, এগিয়ে এসে)। কেমন আছো, অরু-কাকি? (তার গলার আওয়াজে কাঁচা তারুণ্য।)

অরুণা (হালকা, খুশি-ভরা গলায়)। তুমি কেমন আছো?

চেহারা তো খুব ভালো হয়েছে দেখছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি গ্রীষ্মের ছুটির আগে আসবে না।

শিবু। আমাদের কলেজে পরীক্ষার সীট পড়েছে, তাই দশ দিন ছুটি।

অরুণা। বাঃ, খুব ভালো। আজই এলে?

শিবু। আজ সকালে। মাসি আপিশে গেলেন, আমিও বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু আছেন নাকি?

অরুণা। কী ক'রে তুমি ভাবতে পারলে এ-সময়ে উনি বাড়ি থাকবেন?

শিবু। তা-ই তো।···ওঃ, কলকাতায় এসে গরম লাগছে।

অরুণা। তার ওপর আবার গরম জামা চাপিয়েছো কেন? নিশ্চয়ই মাসির কথায়?

শিবু (একটু লাল হ'য়ে)। আমার খেয়াল ছিলো না। হাজারিবাগে এখনো বেশ শীত। এটা খুলে ফেলি।

[পুরো-হাতা কার্ডিগান খুলতে গিয়ে শিবুর কনুইয়ের কাছে আটকে গেলো। অরুণা টান দিয়ে নামিয়ে দিলো হাতা, চেয়ারের পিঠে জামাটা রাখলো। গলা-খোলা নীল শার্টে শিবুকে আরো অল্পবয়স্ক দেখালো।]

অরুণা। এসো, বসি।

[মঞ্চের সামনের দিকের কোণের টেবিলে পাশাপাশি বসলো দু-জনে।]

অরুণা (শিবুর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে)। তুমি কিন্তু একটি আস্ত ফাঁকিবাজ।

শিবু। আমি? কেন বলো তো?

অরুণা। সেবারে বললে গিয়ে চিঠি লিখবে, আর আমি ভাবলাম কত যেন পাতা-জোড়া-জোড়া চিঠি আসবে আমার নামে।

শিবু (লাজুক ধরনে হেসে)। আমি, জানো, গিয়েই একটা চিঠি আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু—

অরুণা। ও, আরম্ভ ক'রেও শেষ করতে পারোনি? মহা ব্যস্ত মানুষ।

শিবু। আধপাতা লেখার পরে নিজেরই লজ্জা করলো। ছিঁড়ে ফেললাম।

অরুণা (চকিত হ'য়ে)। লজ্জা করলো? কেন?

শিবু। আমার হাতের লেখা এত বিশ্রী না—যাচ্ছেতাই! (অরুণা সকৌতুকে ভুরু কুঁচকে তাকালো।) তাছাড়া, কী বা লেখার কথা আছে, বলো।

অরুণা (ছোট্ট শব্দ ক'রে হেসে)। হাতের লেখা বিশ্রী?··· কিন্তু তাই ব'লে কি অন্যদের চিঠি লেখো না?

শিবু। অন্যেরা মানে—শুধু তো মাসি। তাঁকে সপ্তাহে একটা লিখতেই হয়। রোববার সকালে উঠে আমার প্রথম কাজ—মাসিকে চিঠি লেখা।

অরুণা। একেবারে নিয়ম ক'রে?

শিবু। প্রায় তা-ই। দেরি হ'লে আমারই মুশকিল—ঝপ ক'রে

মাসির টেলিগ্রাম চ'লে আসে, তারপর আমাকেই ছুটতে হয় তিন মাইল দূরে পোস্টাপিশে তার জবাব পাঠাতে। (একটু পরে) তা জানো অরু-কাকি, এবার মাসিকে না-জানিয়েই চ'লে এসেছি। হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি।

অরুণা। ভারি বীরত্ব করেছো।

শিবু। আমার মাসিকে তো চেনো না। যতবার আসবো, তাঁকে আগে জানানো চাই। তিনি নিজে স্টেশনে থাকবেন।

অরুণা (তার মুখে ছায়া পড়লো)। তা-ই নাকি?

শিবু। কী-দরকার বলো তো? আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি?

অরুণা। না—একেবারে সাত বুড়োর এক বুড়ো হ'য়ে গিয়েছো। বয়স কত হ'লো শুনি?

শিবু। এই—আঠারো।

অরুণা। চালিয়াৎ।

শিবু। সতেরো পেরিয়ে গেছে—তার মানেই আঠারো। আর তোমার?

অরুণা। তোমার ডবল তো বটে।

শিবু। শুনি না কত?

অরুণা। তেইশ।

শিবু। চমৎকার অঙ্ক জানো তুমি।

অরুণা। মেয়েদের তেইশ মানে পঁয়ত্রিশ, ছেলেদের সতেরো মানে বারো। আসলে তোমার তিনগুণ বয়স আমার।

শিবু। বাজে বোকো না। আর চার বছর পরে তুমি আর আমি সমান-সমান হ'য়ে যাবো।

অরুণা। ওঃ, খুব কথা শিখেছো দেখছি। (শিবুর চুল টেনে দিলো।) তা শোনো—(সরু চোখে তাকিয়ে) তোমার মাসিকে একদিন নিয়ে আসো না কেন? তাঁকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

শিবু। মাসির সময় কোথায়? আপিশ—আর আপিশ।

অরুণা। ছুটির দিনে?

শিবু। ঐ তো। কাকাবাবু এমনিতে এত ভালো, কিন্তু তাঁর আপিশে ছুটি বড়ো কম।

অরুণা (তার মুখের ভাব অন্য রকম)। তোমার কাকাবাবুকে ভালো লাগে তোমার?

শিবু। বেশ লাগে। ভারি আমুদে মানুষ—এত সব হাসির কথা বলেন না—

অরুণা (আগের কথার জের টেনে)। তাহ'লে আমাকেই একদিন নিয়ে চলো তোমাদের বাড়িতে। তোমার মাসির সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করে আমার।

শিবু। তুমি তো কাকাবাবুর সঙ্গেই যেতে পারো।

অরুণা (ঈষৎ সতর্কভাবে)। তিনি কি রোজই যান তোমাদের ওখানে?

শিবু। প্রায়ই। এক-একদিন মাসিকে আপিশ থেকে পৌঁছিয়ে

দেন বাড়িতে, ভেতরে এসে বসেন খানিকক্ষণ—চা খেয়ে, গল্প ক'রে চ'লে যান।

অরুণা। ও।

শিবু (অরুণার ভাবান্তর লক্ষ না-ক'রে)। সময় থাকলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন—সিনেমায়—রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে—কিন্তু সন্ধের পরে চৌরঙ্গি পাড়ায় টমিদের যা হৈ-হল্লা—বাপ্‌স্!

অরুণা। তোমার মাসি যান না তোমাদের সঙ্গে?

শিবু। নাঃ। আপিশ থেকে ক্লান্ত হ'য়ে ফেরেন তো—সন্ধের পরে কিছুতেই আর বেরোবেন না। আমার খুব ইচ্ছে করে আমরা সবাই মিলে কোথাও যাই, কিছু করি। মাসি, তুমি, আমি, কাকাবাবু। অরু-কাকি, হঠাৎ অত গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে?

অরুণা (হেসে)। গম্ভীর আবার হলাম কখন। তা বলো, তোমার হাজারিবাগের গল্প বলো শুনি। কেমন লাগে তোমার সেখানে?

শিবু। ভালো।

অরুণা। মাসির জন্য কষ্ট হয় না?

শিবু। প্রথম-প্রথম হ'তো, এখন অভ্যেস হ'য়ে গেছে। আমি কলেজের টীমে হকি খেলছি, জানো। (ডান হাতে হকি-স্টিক চালাবার ভঙ্গি ক'রে) এই সেদিন আমরা রাঁচি কলেজকে চার গোলে হারিয়ে দিয়ে এলাম।

অরুণা (সরু চোখে তাকিয়ে)। আমি তোমার মাসি হ'লে তোমাকে কলকাতার কলেজে পড়াতাম। তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাইতাম না।

শিবু। তা-ই তো কথা ছিলো। ভর্তিও হয়েছিলাম আশুতোষে। কিন্তু এমন অসুখ করলো না—সাংঘাতিক। মাসি অস্থির হ'য়ে গেলেন আমার শরীর সারাবার জন্য। কাকাবাবু হাজারিবাগের কথা বললেন।

অরুণা। ও।

শিবু। আমি ভাবছি কী, জানো? বি. এ. পাশ ক'রেই একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেবো। মাসিকে আর চাকরি করতে দেবো না।

অরুণা। খুব ভালো কথা।

শিবু। কিন্তু কাজটা কী করবো, তা ঠিক করতে পারছি না।

অরুণা। এত তাড়া কিসের?

শিবু। কী জানো, আমার মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে রাঁচি-হাজারিবাগের দিকেই কোথাও থেকে যাই। এত সুন্দর না এক-একটা জায়গা—নীল পাহাড়—বনজঙ্গল—কত রকম পাখি—আর ফাঁকে-ফাঁকে ছবির মতো ছবির মতো ফরেস্ট-বাংলো। আচ্ছা অরু-কাকি, আমি ফরেস্ট-অফিসার হ'লে কেমন হয়?

অরুণা। ভালো লোককে জিগেস করছো! আমি ও-সবের কিছু বুঝি নাকি?

শিবু। ভাবতে বেশ লাগে। নির্জন—নিরিবিলি—তাড়াহুড়ো নেই, হট্টগোল নেই, আর গাছের ফাঁকে ছবির মতো বাংলো। কিন্তু জানো—কলকাতায় এলেই আমার অন্য রকম মনে হয়। কত কিছু হচ্ছে এখানে—বছর ভ'রে—কত রকম মানুষ, কত রকম ব্যাপার। তখন মনে হয় কলকাতাতেই থাকবো। তুমি কী বলো, অরু-কাকি?

অরুণা। তোমার মাসি যা বলেন, তা-ই কোরো।

শিবু। তোমার নিজের কোনো মত নেই?

অরুণা (একটু চুপ ক'রে থেকে)। তোমার মা-কে তোমার মনে পড়ে না, শিবু?

শিবু (সহজভাবে)। না, অরু-কাকি।

অরুণা। বাবাকে?

শিবু। বাবাকেও না।

অরুণা। মাসি ছাড়া তোমার কেউ নেই?

শিবু (ঈষৎ হেসে)। তোমরা আছো।

অরুণা। 'তোমরা' মানে?

শিবু। এই—কাকাবাবু—তুমি।

[একটু চুপচাপ। অরুণা টেবিলের দেরাজ থেকে একটা মোটা মেয়েদের চিরুনি বের ক'রে চুল আঁচড়াতে লাগলো। তার বাহুর ওঠা-নামার দিকে তাকিয়ে রইলো, শিবু।]

শিবু (হঠাৎ)। তোমার চিরুনিটা একটু দেখি।

[অরুণার চোখ ঝকঝক ক'রে উঠলো। আরো কয়েকবার চুল আঁচড়ে চিরুনিটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে। শিবু সেটা তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আঙুল চালিয়ে গেলো কয়েকবার, নাকের কাছে ধ'রে নিশ্বাস নিলো।]

শিবু। বেশ গন্ধ।

[আবার একটু চুপচাপ। অরুণার চোখ শিবুর মুখে নিবদ্ধ।]

শিবু (চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে)। তা—যা বলছিলাম। (চিরুনি নামিয়ে রেখে) একদিন চলো না সবাই মিলে যাই কোথাও। চিড়িয়াখানায় তোমার কেমন লাগে?

অরুণা। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

শিবু। আমার মাসিও ঠিক তা-ই বলেন।—মুশকিল।

অরুণা। বা হয়তো এমন কোথাও ইচ্ছে করে, যেখানে যাওয়া খুব শক্ত।

শিবু। যেমন···?

অরুণা। যেমন ল্যাপল্যাণ্ড। যেমন জাপান।

শিবু (মুচকি হেসে)। ঠাট্টা—না?

অরুণা (শিবুর লাজুক, কিশোর হাসির দিকে তাকিয়ে)। তুমি তাহ'লে ঠাট্টাও বোঝো।

শিবু (তার চোখে-মুখে মুগ্ধতা ফুটে উঠলো)। আমি কিন্তু সত্যি ভেবে পাই না তুমি সারাদিন বাড়ি ব'সে-ব'সে কী করো।

অরুণা। বাঃ! আমার সংসার আছে না?

শিবু। কত লোকজন আছে তো।

অরুণা। ওদের চালাতে হয় তো আমাকেই।

শিবু। আচ্ছা, দুপুরবেলা কী করো? বিকেলে?

অরুণা। এই—একটু বই পড়ি, একটু রেডিও শুনি, একটু ঘুমোই, আর মাঝে-মাঝে জানলার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখি—আর ভাবি।

শিবু। কী ভাবো?

অরুণা (তার ঠোঁটে হালকা হাসি)। তোমাকে সব কথাই বলতে হবে নাকি?

শিবু। বলো না! (অরুণা চুপ, শিবু তার চোখের দিকে তাকালো)। তোমার নিশ্চয়ই একা-একা লাগে, অরু-কাকি? কাকাবাবু সেই সকালে বেরিয়ে যান—

অরুণা। সে—ই সকালে বেরিয়ে যান, আর সে—ই রাত ক'রে ফেরেন। সারাটা দিন আমি একলা। মাঝে-মাঝে শিবু আসে ব'লে তবু রক্ষে।

শিবু। আবার ঠাট্টা!

অরুণা। উ-হুঁ। এটা ঠাট্টা না।

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। অরুণার দিকে তাকাতে গিয়ে শিবু চোখ নামিয়ে নিলো।]

অরুণা (চিরুনি তুলে নিয়ে, চুলের মধ্যে চালিয়ে)। দেখছো তো,

মেয়েদের লম্বা চুলের সুবিধে কত। আঁচড়ানো, বিনুনি করা, খোঁপা বাঁধা—অনেক সময় কেটে যায়।

শিবু (হঠাৎ, একটা নতুন কথা ভেবে)। আচ্ছা অরু-কাকি, আমি যদি তোমাকে নিয়ে কোথাও যেতে চাই—যাবে?

অরুণা। ব'লে দ্যাখো।

শিবু। ধরো, তিনটের শো-তে কোনো সিনেমায়?

অরুণা। ও মা, শুধু সিনেমায়? আমি ভাবছিলাম জাপানে নিয়ে যাবে আমাকে! আজকাল যে-সব এরোপ্লেন চলছে—তাইতে চ'ড়ে—হুশ্!

শিবু (একটু চুপ ক'রে থেকে, আড়চোখে অরুণার দিকে তাকিয়ে) পূর্ণতে আজ কানন দেবীর নতুন ছবি। চলো না দেখে আসি।

অরুণা (চিরুনি নামিয়ে)। বেশ তো। চলো।

শিবু (এক মুহূর্ত দেরি ক'রে)। কিন্তু কাকাবাবু রাগ করবেন না তো?

অরুণা (ছোট্ট শব্দ ক'রে হেসে)। তুমি দেখছি কাকাবাবুকে বড্ড ভয় পাও।

শিবু। না, না, ভয় পাবো কেন। তবে কিনা—

অরুণা। তবে কিনা। কবে থেকে বলছি, তোমার মাসির সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিলে না এখনো।

শিবু। বেশ, কবে তাঁকে নিয়ে আসবো বলো।

অরুণা। যে-কোনোদিন। আমি তো বাড়িতেই থাকি। (সূক্ষ্ম

চোখে তাকিয়ে) তুমি তাঁকে আমার কথা বলেছো? বলেছো, তাঁকে দেখতে আমার ইচ্ছে করে?

শিবু (এড়িয়ে যাওয়ার ধরনে)। বাঃ, আলাদা ক'রে বলার কী আছে? একদিন নিয়ে এলেই হবে।

অরুণা। তুমি যে এ-বাড়িতে আসো, তা তিনি জানেন?

শিবু (দুর্বলভাবে)। জানেন বইকি। (অরুণার চোখে চোখ পড়ামাত্র, হঠাৎ) অরু-কাকি, আমি আজ যাই।

অরুণা। সে কী! কানন দেবীর ফিল্মের কী হ'লো?

শিবু। নতুন খুলেছে—আজ কি আর টিকিট পাওয়া যাবে? কাল বরং—

অরুণা (তার ঠোঁটের কোণে হাসি)। তোমার ভয় নেই, শিবু। আমি যদি কোথাও যেতে চাই তো একাই যাবো। তুমি বোসো।

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ।]

অরুণা। আজ বাড়িতে চিংড়ির কাটলেট হচ্ছে। এনে দিই তোমাকে? (ওঠার ভঙ্গি করলো।)

শিবু (ঈষৎ ব্যস্তভাবে)। না, না, আমি কাটলেট খাবো না।

অরুণা। তাহ'লে রাবড়ি আর আনারস?

শিবু। না।

অরুণা। তুমি তো বাতাবি লেবু ভালোবাসো?

শিবু। আমি কিছু খাবো না, অরু-কাকি। তুমি বোসো।

[আবার একটু চুপচাপ]

অরুণা। কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু নেই, শিবু?

শিবু (অন্যমনস্কভাবে)। আছে দু-একজন। বেশি না।

অরুণা। ছেলে-বন্ধু, না মেয়ে? (শিবু লাল হ'লো।) তুমি খুব ভালো ছেলে, শিবু। (খুব হালকা ক'রে একবার শিবুর হাতে হাত ছোঁওয়ালো)।

শিবু (ভারি গলায়)। আমি এখন যাই।

অরুণা। তুমি দেখছি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো হঠাৎ। (উদাসভাবে) ইচ্ছে হ'লে বসতে পারো, আমার কোনো অসুবিধে নেই। (একটু পরে) তোমার মাসিকে আমার হিংসে হয়, শিবু।

শিবু। কেন?

অরুণা। উনি কেমন আপিশে কাজ করেন সারাদিন, সন্ধেবেলা ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফেরেন। আর আমি—(ঈষৎ হেসে) আমি যদি কখনো রান্নাঘরে ঢুকি, তিনটে লোক হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে আসে।

শিবু। আমি তো তা-ই বলছিলাম। তোমার একা-একা লাগে।

অরুণা। যদি সত্যি একা হ'তে পারতাম—সত্যি একা হ'তে পারতাম! ঐ বলছিলে না—তোমার হাজারিবাগের নীল পাহাড়, বনজঙ্গল—আর ছবির মতো বাংলো—ও-রকম

একটা জায়গায় গিয়ে—একেবারে একা, আমি ছাড়া কেউ নেই! কী ভালোই না হ'তো তাহ'লে!

শিবু (ঈষৎ অবাক হ'য়ে)। একেবারে একা··· ?

অরুণা। একেবারে একা। শুধু কোনো দূর দেশে কেউ থাকবে, যে আমাকে চিঠি লিখবে মাঝে-মাঝে। লম্বা চিঠি। আমি যখন বই প'ড়ে ক্লান্ত, রেডিও শুনে ক্লান্ত, বাইরের দৃশ্য দেখে-দেখে ক্লান্ত, তখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঐ চিঠিগুলো পড়বো। হয়তো তার হাতের লেখা খারাপ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে ব'লে ঘরে আলো কম—তবু আমি খুঁটে-খুঁটে পড়বো, বারে-বারে, আধো-অন্ধকারে, আর মাঝে-মাঝে বাইরের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকবো।

শিবু। অরু-কাকি, তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি না।

[অরুণা জবাব দিলো না। আবার চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করলো। দীর্ঘ নীরবতা।]

শিবু। (ভারি গলায়)। তোমার চুল খুব সুন্দর, অরু-কাকি।

অরুণা। তা-ই নাকি ?

শিবু। তুমি জানো না ?

অরুণা। কী ক'রে জানবো। নিজের পিঠ কি কেউ দেখতে পায় ?

শিবু। কেউ বলেনি তোমাকে ? (অরুণার এক গোছা চুল নিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঙুলে জড়াতে লাগলো।)

অরুণা (চিরুনি নামিয়ে রেখে)। চুলে টান দিয়ো না। লাগে।

শিবু (চুল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে)। তোমার চোখ খুব সুন্দর, অরু-কাকি।

অরুণা। তা-ই নাকি ?

শিবু। তুমি জানো না ?

অরুণা। কী ক'রে জানবো। নিজের চোখ কি কেউ দেখতে পায় ?

শিবু (ঢোঁক গিলে)। তুমি খুব সুন্দর।

[একটু চুপচাপ। শিবু সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলো অরুণার দিকে, অরুণার চোখ বুজে এলো। শিবুর মুখ এগিয়ে এলো আরো কাছে, অরুণার ঠোঁট খুলে গেলো, তার একটি হাত শিবুর কাঁধে এসে পড়লো। শিবু দুই হাতে কাছে টেনে আনলো অরুণাকে, দু-জনের ঠোঁট চুম্বনে মিলিত হ'লো।]

মদন পাল (বই বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে)। বাঃ, সুন্দর দৃশ্য।

[মদন পাল এগিয়ে এলো। তার জুতোর শব্দে ছিটকে স'রে গেলো দু-জনে, উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করলো।]

মদন পাল (অরুণার দিকে না-তাকিয়ে)। বাঃ, শিবু। হঠাৎ এ-সময়ে ? তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। শোনো, একটা কথা—(শিবুর হাত ধ'রে মঞ্চের পিছন দিকে যেতে-যেতে) আরে তুমি কাঁপছো কেন ? না, না, এতে লজ্জার কিছু নেই। ইট'স ও. কে.। (হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো অরুণা ; তার মুখ পাংশু, তার ঠোঁট যেন কিছু বলার জন্য

খুলে গিয়ে আবার বুজে যাচ্ছে।) আমারও তোমার বয়স ছিলো, শিবু, আমি ও-সব বুঝি। তবে কী জানো, ভুল জায়গায় খাপ খুলতে নেই। কলকাতার শহর—কিছুরই কি অভাব এখানে? (মদন পাল বুক-পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, অরুণার চোখে ফুলকি জ্ব'লে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে।) এই নাও—বাইরে ঘুরে এসো কিছুক্ষণ, চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখো চারদিকে, জগৎটাকে চাখো। (অসাড় শিবুর প্যান্টের পকেটে এক তাড়া নোট গুঁজে দিলো।)

অরুণা (গলা-ছেঁড়া খড়খড়ে আওয়াজে)। শিবু! ও-টাকা ফেলে দাও!

মদন পাল (অরুণার দিকে না-তাকিয়ে, শিবুকে চোখ টিপে)। কেটে পড়ো, শিবু। আপাতত এই জায়গাটা ঠিক আরাম-দায়ক হবে না।

অরুণা। ফেলে দাও! ছিঁড়ে ফ্যালো! পায়ের তলায় মাড়িয়ে দাও!

শিবু (মোটা গলায়)। কাকাবাবু!

মদন পাল (শিবুর পিঠ চাপড়ে)। কিচ্ছু বলতে হবে না, কিচ্ছু বলতে হবে না। সব ঠিক আছে।

শিবু (আর-একবার চেষ্টা ক'রে)। কাকাবাবু, আমি—(প্যান্টের পকেটে হাত দিলো।)

অরুণা। মুখের ওপর! মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো, শিবু!

মদন পাল (এবারেও অরুণার দিকে না-তাকিয়ে, শিবুর হাত

ধ'রে)। আরে পাগল নাকি! ও-টাকা তো ওড়াবার জন্যই, ইচ্ছে হ'লে রাস্তায় ফেলে দিয়ো, কোনো গরিব-গরবার কাজে লেগে যাবে। আর নয়তো—শোনো—(শিবুকে আর-একটু দূরে টেনে এনে) তোমাকে দু-একটা টিপ্ দিয়ে দিচ্ছি। মরক্কোয় বেশ ভালো লাঞ্চ দিচ্ছে আজকাল, আর যে-ফিরিঙ্গি মেয়েটি গান গায় সেখানে—খাশা! অনেক ব্যাপার আছে, শিবু—পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো।

[শিবু অব্যবস্থিতভাবে একবার অরুণার দিকে তাকালো—করুণ তার দৃষ্টি, কিন্তু তার চোখে চোখ পড়ামাত্র অরুণার চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।]

অরুণা। শিবু, যেয়ো না। একটু থাকো। (শিবুর দিকে দু-এক পা এগিয়ে এলো।)

মদন পাল (দু-জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সহানুভূতির সুরে)। তুমি মনে কোনো দুঃখু রেখো না, শিবু। বয়স অল্প, দু-দিনেই ভুলে যাবে।

[শিবুর কাঁধে আস্তে ঠেলা দিলো মদন পাল। শিবু মিলিয়ে গেলো মঞ্চের পিছনের অন্ধকারে। অরুণা সেদিকে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ, তারপর যেন হঠাৎ বুঝলো যে শিবু আর ওখানে নেই, আর মদন পাল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার মুখে ফুটে উঠলো একই সঙ্গে ত্রাস আর বিদ্রোহের ভঙ্গি।]

মদন পাল। এবার তাহ'লে...

[মদন পাল অরুণার দিকে এগিয়ে এলো। কাঁধে গাল চেপে মুখ ফিরিয়ে রইলো অরুণা।]

মদন পাল (দাঁত বের ক'রে হেসে)। হঠাৎ আমাকে দেখে ভয় পেলে নাকি? আমি—তোমার পতি—প্রাণনাথ—জীবনবল্লভ—আমাকে দেখে ভয়? ছী-ছি-ছি। প্রেয়সী, আজ অসময়ে দেখা হ'লো, একটু রসালাপে আপ্যায়ন করবে না আমাকে? তোমার গুপ্ত প্রণয়ের বিবরণ বলবে না? কবে থেকে শুরু, কতদিন ধ'রে চলছে, আর কী-রকম স্বেদ কম্পন পুলক মূর্ছা ইত্যাদি—

অরুণা (দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ তুলে)। তোমার লজ্জা করে না?

মদন পাল (ভাঁড়ামির সুর বজায় রেখে)। ও-সব শুনতে আমার বেশ লাগে, জানো তো।

অরুণা (আরো তীব্র স্বরে)। লজ্জা করে না?

মদন পাল। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশি কিছু শুনতে চাই না। শুধু শেষটুকু বলো। একটু আগে—আমি যখন ঘরে ঢুকলাম—আমার যেন মনে হ'লো—বোধহয় ভুল দেখেছিলাম, তা-ই না?

অরুণা। অসহ্য! তুমি অসহ্য!

মদন পাল। নাঃ, বড়ো শক্ত ব্যামো দেখছি। তেতো পাঁচন ছাড়া সারবে না।

[মদন পালের মুখের ভাব শক্ত হ'লো। গায়ের কোট ছেড়ে ফেললো সে, কোমরের বেল্ট খুলে হাতে নিলো।]

মদন পাল (বেল্ট দোলাতে-দোলাতে)। তাহ'লে— বলবে না ?

[অরুণা তাকালো মদন পালের মুখের দিকে, তার হাতে ধরা বেল্টের দিকে, হঠাৎ অন্ধের মতো ছুটে গেলো যে-কোনোদিকে। মদন পাল এক লাফে তার পথ জুড়ে দাঁড়ালো।]

অরুণা (মরীয়া হ'য়ে, মদন পালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)। কী করবে ? কী করবে তুমি আমাকে ?

মদন পাল। কী করবো ? কিচ্ছু না। যদি আমাকে সব বলো, তোমার পবিত্র অঙ্গে আঁচড়টুকুও লাগবে না। আর যদি না বলো, তাহ'লে অগত্যা— (বেল্ট দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারলো।)

অরুণা (দাঁতের ফাঁক দিয়ে)। জানোয়ার !

মদন পাল। বলবি না ? (অরুণার কাঁধে বেল্টের বাড়ি বসিয়ে দিলো।)

অরুণা। জন্তু ! পিশাচ ! (হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো।)

মদন পাল (আবার বাড়ি মেরে)। এখনো বলবি না ?

অরুণা (নিশ্বাসের স্বরে)। পাপিষ্ঠ !

মদন পাল। এবার ? (আবার বাড়ি।)

অরুণা (বিকৃত গলায়)। মারো, আরো মারো ! তুমি কেউ নও, তুমি কিছু নও, তোমার মার আমার গায়ে লাগবে না।

মদন পাল। লাগবে না ? তবে দ্যাখ। (আরো জোরে বাড়ি।)

অরুণা। সত্যি—সত্যি—তা-ই সত্যি।

মদন পাল। কী সত্যি? মুখ ফুটে বল।—বল শিগগির!

[যন্ত্রণায় কাৎরে উঠে আর-একবার পালাবার চেষ্টা করলো অরুণা, মদন পাল এক লাফে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।]

মদন পাল। বলবি না? (আবার বাড়ি।)

অরুণা। হ্যাঁ—শিবু—আমি ভালোবাসি—আমি শিবুকে ভালোবাসি।

মদন পাল (দাঁতে দাঁত ঘ'ষে)। ভা-লো-বা-সি!

[অরুণা টলতে-টলতে মেঝেতে প'ড়ে গেলো। মদন পাল জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলো কয়েকবার, কোমরে বেল্ট্‌ বাঁধলো, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপাল মুছলো।]

মদন পাল (হাত ঝেড়ে)। হোঃ, ঝামেলা!

জয়া (যেন এইমাত্র অরুণাকে দেখতে পেয়ে, যেন আপন মনে)। অরুণা, লক্ষ্মী বোন আমার, আমাকে তুই দোষী করিস না।

[জলের বালতি হাতে চা-ওলার প্রবেশ। পরবর্তী অংশে জয়া পাথরের মতো মুখ ক'রে ব'সে থাকবে, যেন কিছুই অনুধাবন করছে না।]

চা-ওলা। জল চাই? কারো জল চাই এখানে?

[কেউ কোনো কথা বললো না।]

চা-ওলা। কারো তেষ্টা পায়নি? কারো অসুখ করেনি? কারো জল চাই না?

মদন পাল। ইডিয়টটা আবার এসেছে। ওহে চা-ওলা, পানি পাঁড়ে, স্টেশন-মাস্টার—তুমি যা-ই হও না বাপু—(বলতে-বলতে টাই টান ক'রে, কোট প'রে নিয়ে ফিটফাট হ'লো।) এখানে তোমাকে ফোঁপরদালালি করতে হবে না—বুঝেছো? (হঠাৎ হিন্দিতে, আদেশের সুরে) তুম বাহার যাও, জ়রুরৎ হোনেসে হাম তুমকো বোলায়েঙ্গে।

চা-ওলা। আজ্ঞে কথাটা হ'লো—আমি অনেকদিন ধ'রে দেখছি তো—এই জায়গাটা অনেকেরই ঠিক সহ্য হয় না। কারো মাথা ঘোরে, কারো গা গুলোয়, কেউ-কেউ অজ্ঞানও হ'য়ে যায়। আমাকে তাই মাঝে-মাঝে দেখে যেতে হয়, কারো কিছু চাই কিনা।

মদন পাল। কারো কিছু চাই কিনা! এমনভাবে বলছে যেন চাইলে সবই পাওয়া যাবে। শুনছো? এই স্টেশনে রিফ্রেশমেণ্ট-রুম আছে কি?

চা-ওলা (কানে হাত দিয়ে)। আজ্ঞে?

মদন পাল (গলা চড়িয়ে)। বলছি—লাঞ্চ মিলেগা? কুছ খানা-উনা?

চা-ওলা (কানে হাত দিয়ে)। আজ্ঞে? কী চাইলেন?

মদন পাল। তুমি কি ভাবছো অয়স্টার-স্যূপ আর চিক্‌ন্-ফ্রিকাসে চাচ্ছি তোমার কাছে? প্লেইন মাছের-ঝোল-

ভাত, কি ধরো কাবাব আর খান তুই পরোটা? পাওয়া যাবে?

চা-ওলা। আজ্ঞে হ্যাঁ—খুব ভালো জল। নদীর জল।

মদন পাল। কী আপদ! মগজে একফোঁটা ঘিলু নেই, আবার কানেও খাটো। আমি আবার একটু-একটু খিদে টের পাচ্ছি। বাইরে একবার দেখে আসা যাক—দোকানপাট কিছু কি আর নেই কোথাও। (পিছন দিকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।)

[চা-ওলা ইতিমধ্যে অরুণার শিয়রে উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে পড়েছে।]

চা-ওলা (অরুণার মুখের উপর ঝুঁকে)। আ-হা! কী হয়েছে গো, দিদিমণি? অসুখ করেছে? (অরুণার কপালে হাত বুলিয়ে) সেরে যাবে, সেরে যাবে এক্ষুনি। (অরুণার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে) একটু তাকাও, দিদিমণি। এই তো। (অরুণা চোখ মেলে তাকালো।) না, না, কিছু না, কিচ্ছু লাগবে না, একটু উঠে বোসো তো আস্তে। এই যে, আমার হাত ধরো। (অরুণা চা-ওলার সাহায্যে আস্তে-আস্তে উঠে বসলো, চা-ওলার কাঁধে মাথা রাখলো।) বেশ, বেশ—(অরুণার মুখের কাছে গ্লাশ ধ'রে) এবার একটু জল খাও দেখি। (অরুণা এক ঢোঁক জল খেলো।) এবার ওঠো, দিদিমণি, আমাকে ধ'রে দাঁড়াও। (অরুণা চা-ওলার সাহায্যে উঠে দাঁড়ালো।) এবার চলো—(চা-ওলার গলায় ঘুম-

পাড়ানি **গুনগুন** সুর) চলো আমি তোমাকে নিয়ে বাইরে যাই—খোলা হাওয়ায়, আকাশের তলায়, অনেক দূরে—অনেক দূরে—

অরুণা (আধো আচ্ছন্নভাবে)। দয়াময়, তুমি কে ?

চা-ওলা (অরুণার কানের কাছে গুনগুন ক'রে)। আমি ওষুধ জানি—খুব ভালো ওষুধ—সব কষ্ট আরাম হ'য়ে যাবে। আমি ম্যাজিক জানি—আশ্চর্য ম্যাজিক—তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো—আ-স্তে, আ-স্তে, আ-স্তে—ঘুম—ঘুম—ঘুম—

জয়া (যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি ক'রে)। ঘুম—ঘুম—ঘুম—তবু কষ্ট। তবু শেষ মুহূর্তে কষ্ট। (যেন হঠাৎ ঘুমে অভিভূত হ'য়ে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লো।)

অরুণা (যেন হঠাৎ জেগে উঠে ভয়ার্ত স্বরে)। কোথায় যাচ্ছি ? আমি কোথায় যাচ্ছি ? না—আমি যাবো না, আমি যাবো না।

চা-ওলা (সস্নেহ দৃঢ় স্বরে)। চলো, দিদিমণি।

[চা-ওলা জলের বালতিটা সরিয়ে রাখলো এক কোণে, তারপর অরুণাকে নিয়ে মঞ্চের অন্ধকার অংশে মিলিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

মদন পাল (ফিরে আসতে-আসতে)। নাঃ, কোথাও কিছু নেই। ফেরিওলা, ফুলুরিওলা, পান-বিড়িওলা—কিচ্ছু না!

অদ্ভুত—এ নাকি আবার একটা স্টেশন! মস্ত নদী—কালাপানির মতো—আর ধূ-ধু বালি—আর এই একটা হতচ্ছাড়া ওয়েটিংরুম···ওঃ, স্টীমারটা এসে গেলে বাঁচা যায়।—আরে, একজন মহিলা দেখছি। (বেঞ্চিতে ঘুমন্ত জয়াকে দেখতে পেয়ে তার চোখ একবার চকচক ক'রে উঠলো। মন দিয়ে তাকিয়ে) জয়া! হাও নাইস। এ-রকম একটা মড়াপোড়া জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা, এর চেয়ে সুখের কথা আর কী হ'তে পারে। তোমার পায়ের কাছে একটু বসতে পারি কি?

জয়া (ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় ক'রে)। আমি যদি জানতাম, অরুণা, আগে যদি জানতাম! (মদন পাল বসতে গিয়ে স'রে গেলো।)

মদন পাল (সকৌতুকে জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে)। জানলে তুমি কী করতে, জয়া? কী করতে পারতে?

জয়া (ঘুমের মধ্যে)। আমি সব মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু তুই কেন—তুই কেন, শিবু···(তার গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেলো।)

মদন পাল। সখীর আজ মেজাজ ভালো নেই, আমি বরং···

[মদন পাল নিরুদ্দেশভাবে পাইচারি করতে লাগলো।]

মদন পাল। শিবু···অরুণা···জয়া। তুমি নিজের ছেলেকেই বাঁচাতে পারলে না, জয়া, আর তুমি বাঁচাবে মদন পালের

স্ত্রীকে! হাঃ! (ছোট্ট হেসে উঠলো।)···তা সেদিন আমার কাজটা···(মঞ্চের সামনের দিকে, দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, মানছি আমার কাজটা সেদিন—(গলা-খাঁকারি দিয়ে) অশোভন হয়েছিলো। অশোভন—মানে দৃষ্টিকটু—যাকে রুচিসংগত বলে ঠিক তা নয়। আমি নাটুকেপনা একদম পছন্দ করি না জানেন—আমার স্বভাবটা রাগি নয়, কোনো-কিছু নিয়ে হা-হুতাশ করারও অভ্যেস নেই আমার। আমি সব জিনিশই হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করি। 'হেসে নাও দু-দিন বই তো নয়—' এই হ'লো আমার জীবনের মটো। কিন্তু সেদিন—কী করি বলুন—হাজার হোক, ঘরের বৌ—রক্ষিতা-ফক্ষিতা কিছু নয়—আমার সাক্ষাৎ বিবাহিতা স্ত্রী—চোখে যখন দেখেই ফেলেছি তখন একটা বিহিত করা তো আমার কর্তব্য। নয় তো আমার মান-সম্মানই বা থাকে কোথায়? অরুণা যদি নরম-তরম হ'য়ে ক্ষমা চেয়ে নিতো তাও না-হয় কথা ছিলো! যদি ধরুন আমার পায়ে প'ড়ে কাঁদতো, যদি এমনও বলতো সে মনে-প্রাণে আমাকে বই জানে না—সত্যি না হোক, মুখে বলতে দোষ কী?—তবে কি ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো ভেবেছেন? কিন্তু কী-রকম তেড়িয়া হ'য়ে উঠলো—বাবা রে বাবা! আর বচন কী-মনোরম—'তুমি কেউ নও, তুমি কিছু নও!' ও-রকম শুনলে কোন পুরুষের না মাথায় খুন চেপে যায়!···তা জানেন, ব্যাপারটা একটু খচখচ করছিলো আমার মনের মধ্যে—সেদিন সন্ধের পরেই বাড়ি

ফিরেছিলুম, পকেটে ছিলো জড়োয়া নেকলেস—ভেবেছিলুম সে-রাত্তিরে যুগলশয্যায় সান্ত্বনা দেবো বেচারাকে। কিন্তু এসে দেখি—ও হরি। (উপরের দিকে তাকিয়ে, বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ফাঁক ক'রে কণ্ঠমণিতে হাত রেখে) ঝুলছে তো। সে বীভৎস দৃশ্য মশাই—হরিব্‌ল্‌, মোস্ট হরিব্‌ল্‌। আপনারা হয়তো মানবেন যে এটাও তেমন রুচিসংগত কাজ করেনি অরুণা। আর তার ওপর—কী-হাঙ্গামাই না পোয়াতে হ'লো আমাকে! তা আমার টাকার জোর আছে, ছিটে-ফোঁটা বুদ্ধি নেই তাও নয়, সবই ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেলাম। শিবুকে একদিন কথায়-কথায় বললাম, 'তোমার অরু-কাকি শিলচরে তাঁর বাপের বাড়িতে গেছেন, কিছুদিন থাকবেন সেখানে।' শিবু মাথা নিচু করলো কথা শুনে, এর পর তার অরু-কাকির নাম আর মুখে আনেনি। কোনো দরকারও ছিলো না অবশ্যি, আমি তার জন্য ··· অনেক দরজা খুলে দিচ্ছি তখন, সেও হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তারপর—তারপর—এক শীতের রাত্রি—চলন্ত ট্রেন—(হঠাৎ থেমে, পিছন ফিরে) কোথায় হে, শিবু কোথায় গেলে? আরে এগিয়ে এসো না! এর পর কী হ'লো তা তো তোমারই বলার কথা।

[মঞ্চের অন্ধকার অংশ থেকে শিবু এগিয়ে এলো। চেয়ারের মাথায় প'ড়ে-থাকা কার্ডিগান তুলে প'রে নিলো।]

শিবু (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে, আস্তে-আস্তে)। শীতের রাত। আমরা দিল্লি থেকে ফিরছি। মাসি আর আমি। ক্রিসমাসের ছুটিতে দিল্লি-আগ্রা বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা—হ্যাঁ, মাসিও—এমনিতে কোথাও যেতে চান না, কিন্তু সেবারে দেখি তাঁরই গরজ। আসলে হয়েছিলো কী, আমি একটু বেশি রাত ক'রে ফিরেছিলুম একদিন। একটু বেশামাল, চোখ যেন ঝাপসা। মাসি বোধহয় টের পেয়েছিলেন ব্যাপারটা—বা সন্দেহ করেছিলেন—কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি। একবার শুধু তাকালেন আমার দিকে, কিছু বললেন না—শুধু বললেন, 'খেয়ে নে এবার, শুয়ে পড়।' আমার মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে চ'লে গেলেন—যেন আমি এখনো সেই ছোট্ট শিবুই আছি। (হাসতে গিয়ে থেমে গেলো, মাথা নিচু করলো। একটু পরে, মুখ তুলে তাকিয়ে) পরের দিন বললেন, 'চল শিবু, আমরা কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।' কাকাবাবু তখন তাঁর ব্যাবসার কাজে পাটনায়, আমি তাঁকে লিখে দিলাম দিল্লিতে চ'লে আসতে। তিনি থাকলে—তবেই তো মজা। হঠাৎ একদিন চ'লে এলেন তিনি, কিন্তু মাসি তক্ষুনি কলকাতায় ফেরার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলেন। আমরা দু-দিন পরেই ফিরতি ট্রেনে চেপে বসলুম। সারাদিন ধ'রে চললো ট্রেন—পেরিয়ে গেলো কানপুর—এলাহাবাদ—মোগলসরাই—অনেক রাত তখন—অনেক রাত—(হঠাৎ থেমে গেলো।)

মদন পাল (উৎসাহ দিয়ে)। বলো, বলো !

শিবু (কাতর চোখে তাকিয়ে)। আপনি তো জানেন।

মদন পাল। আরে আমি নানা ধান্দায় ঘুরে বেড়াই—আমার কি মনে থাকে অতশত ? তুমি বলো না !

শিবু (আড়চোখে তাকিয়ে, অন্য সুরে)। কাকাবাবু—

মদন পাল। এই তো ঠিক আরম্ভ করেছো। এসো বসা যাক।

[সম্পূর্ণ মঞ্চ আলোকিত হ'লো। দেখা গেলো, পিছনের দিকের একটি বেঞ্চিতে নীলকণ্ঠ নাক পর্যন্ত শালমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—ঠিক নাটকের আরম্ভের মতো ভঙ্গিতে। সামনের দিকের একটিতে জয়া ঘুমন্ত। অন্যটিতে মদন পাল আর শিবু পাশাপাশি বসলো। চতুর্থটি এ-মুহূর্তে খালি।]

শিবু (নিচু গলায়)। কাকাবাবু—

মদন পাল। কী চাই ?

শিবু (একটু পরে)। কিছু আছে নাকি ?

মদন পাল। খুব সাহস দেখছি। মাসির সামনেই ?

শিবু। মাসি ঘুমুচ্ছে।

মদন পাল। পরে যদি গন্ধে টের পান ?

শিবু। আমার পকেটে এলাচ আছে।

মদন পাল (হেসে)। বাঃ, অনেক বিদ্যে শিখেছো। আচ্ছা··· এক চুমুক।

[মদন পাল হিপ্-পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বের করলো। বোতল থেকেই দু-ঢোঁক খেলো দু-জনে।]

মদন পাল। দিল্লি কেমন লাগলো তোমার?

শিবু। বোরিং। কলকাতার মতো জায়গা নেই।

মদন পাল। সব দেখলে ঘুরে-ঘুরে? লাল কেল্লা, কুতুব মিনার, ফিরোজ় শা কোটলা—

শিবু। দেখলাম কিছু-কিছু।

মদন পাল। ভালো লাগলো?

শিবু। ভালোই। তবে—

মদন পাল। তবে?

শিবু। মাসি তো সঙ্গে ছিলেন সারাক্ষণ।

মদন পাল। তাতে কী?

শিবু। কিছু না, তবে— ঐ আরকি। সন্ধেগুলিও বিশ্রী কেটেছে।

মদন পাল (গম্ভীর গলায়)। ভালো না, শিবু। অভ্যেস ক'রে ফেললে বিপদে পড়বে।

শিবু (সলজ্জভাবে)। না, না, সেজন্যে নয়। সারাদিন মাসির সঙ্গে ঘোরা, আর রাত্রে ন-টার মধ্যে হোটেলে ফিরে মাসির সঙ্গে এক ঘরে ঘুমোনো— কত আর ভালো লাগে! আপনি আরো আগে এলে গ্র্যাণ্ড হ'তো। গে-লর্ডের খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিলো। সেই গোলমরিচ-মেশানো লালচে রঙের জিনিশটার স্বাদ জিভে লেগে আছে।

মদন পাল। ওটাকে ব্লাডি ম্যারি বলে।

শিবু। হ্যাঁ, ব্লাডি ম্যারি—ড্'লিশাস! নামটা মনে রাখতে হবে। ব্লাডি ম্যারি, ব্লাডি ম্যারি।

[একটু চুপচাপ।]

শিবু (উশখুশ ক'রে)। আর-একটু দিন, কাকাবাবু।

মদন পাল (সহাস্যে)। আবার!

[মদন পাল বোতল বের করলো। দু-জনে দু-ঢোঁক খেলো।]

মদন পাল (অভিভাবকের স্বরে)। তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?

শিবু। চলছে।

মদন পাল। পরীক্ষার জন্য পড়ছো তো?

শিবু। পাশ ক'রে যাবো।

মদন পাল। তারপর কী করার ইচ্ছে?

শিবু। তা-ই তো। এর পরেই তো কাজকর্ম কিছু করতে হবে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) আপনার আপিশে আমাকে একটা চাকরি দেবেন, কাকাবাবু?

মদন পাল (হেসে উঠে)। হাঃ-হাঃ! আবার আমার আপিশে! তুমিও?

শিবু (অবাক হ'য়ে)। হাসছেন কেন?

মদন পাল। না, না—এমনি। ও কিছু না। তা আমার আপিশে কাজ করতে হ'লে গ্র্যাজুয়েট না-হ'লেও চলে।

শিবু। তা-ই নাকি? তাহ'লে আমি পরীক্ষা না-দিলেও পারি?

মদন পাল। আচ্ছা আচ্ছা, সে ভেবে দেখা যাবে। এখন শুয়ে পড়ো।

[একটু চুপচাপ।]

শিবু। কাকাবাবু, দেখুন।

মদন পাল। কী?

শিবু (আঙুল দিয়ে নীলকণ্ঠকে দেখিয়ে)। ঐ ভদ্রলোক কেমন মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন দেখুন। হী-হি।

মদন পাল। ওতে হাসির কী আছে?

শিবু। আমার কেমন হাসি পেলো হঠাৎ। বুড়োমানুষ বোধহয়। শীতে কুঁকড়ে আছেন একেবারে। আমার ইচ্ছে করছে কী জানেন? উঠে গিয়ে ওঁর নাকের ফুটোয় শুড়শুড়ি দিই। 'হ্যাঁচ্চো' ব'লে আঁৎকে উঠবেন ভদ্রলোক। ভারি মজা হবে। হী-হি।

মদন পাল। আস্তে, শিবু, আস্তে। মাসিকে জাগিয়ে দিয়ো না। (হাই তুলে) আমি শুয়ে পড়ছি এবার। একটা ছোট্ট নাইট-ক্যাপ—(বোতল বের ক'রে লম্বা চুমুক দিলো।) আঃ। (হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট মুছলো।)

শিবু (একটু তাকিয়ে থেকে, মিটিমিটি হেসে)। আপনি ওটা একাই শেষ করবেন নাকি ?

মদন পাল। বাবা রে বাবা —কী আবদারে ছেলে !

[মদন পালের বোতল থেকে শিবু লম্বা চুমুক দিলো।]

শিবু (আবার নীলকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে)। কাকাবাবু, উনি মোগলসরাইতে উঠলেন না ?

মদন পাল। ঐ ভদ্রলোক ? হ্যাঁ, বোধহয়।

শিবু। একেবারে শেষ মুহূর্তে উঠলেন, উঠেই শুয়ে পড়লেন— আর শোয়ামাত্র ঘুম। অদ্ভুত !

মদন পাল। এতে আর অদ্ভুত কী আছে।

শিবু। কেমন মড়ার মতো ঘুমুচ্ছেন। হিঃ !

মদন পাল। তুমি এবার শুয়ে পড়ো, শিবু। তোমার মাসির হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ফ্যাশাদে পড়বে। (বোতল তুলে ধ'রে) যাকগে, এটা শেষ ক'রেই ফেলি।

[মদন পাল আর শিবু পালা ক'রে-ক'রে চুমুক দিতে লাগলো।]

শিবু। ঐ ভদ্রলোক এ-কামরায় না-উঠলেই পারতেন। বেশ ছিলুম আমরা-আমরা।

মদন পাল। কেন ? তোমার কি ভয় হচ্ছে লোকটা চোর গুণ্ডা কিছু ?

শিবু। ওঁর ধরনটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। সত্যি ঘুম—না কি মটকা মেরে প'ড়ে আছে লোকটা ?

মদন পাল (তর্জনী তুলে)। তোমার নেশা হচ্ছে, শিবু। শুয়ে পড়ো।

শিবু। কাকাবাবু, আপনি কোনো মরা মানুষ দেখেছেন ?

মদন পাল (হঠাৎ ঈষৎ তীব্র স্বরে)। কথা বাজে !

শিবু। আমি কখনো দেখিনি। আচ্ছা, যে ঘুমিয়ে আছে আর যে ম'রে গেছে, কী ক'রে তফাৎ বোঝা যায় ?

মদন পাল (শাসনের স্বরে)। তোমার নেশা হয়েছে, শিবু।

শিবু। অনেকে তো ঘুমের মধ্যে ম'রে যায় শুনি। কী-রকম দেখতে হয় ?

মদন পাল (শিবুর কথায় মন না-দিয়ে, হাই তুলে)। ওঃ, ঘুম পাচ্ছে।

শিবু। ভদ্রলোক কেমন দেখতে কে জানে। আপনি দেখেছিলেন ?

মদন পাল (ক্লান্ত স্বরে)। আর কথা না।

শিবু। আমি দেখিনি। লক্ষ করিনি। একবার শালটা সরিয়ে দেখে আসবো ?

মদন পাল (শিবুর কথায় মন না-দিয়ে, বোতল তুলে ধ'রে)। এটুকু আর রেখে কী হবে ? (বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে) যাচ্চ'লে ! সাবাড় ! (বোতল ছুঁড়ে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে) গুড-নাইট, শিবু, তুমিও শুয়ে পড়ো এবার। (খালি বেঞ্চিটিতে শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজলো।)

[শিবু ব'সে রইলো একটুক্ষণ। তার চোখ নীলকণ্ঠের দিকে। আস্তে-আস্তে তার মাথা ঢ'লে পড়লো, চোখ বুজে এলো, কাৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলো বেঞ্চিতে, ঘুমিয়ে পড়লো।

চারজন ঘুমন্ত মানুষকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ কাটলো। তারপর হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠলো নীলকণ্ঠ। আস্তে-আস্তে চোখ মেলে তাকালো জয়া। দু-জনে উঠে বসলো, দেখলো পরস্পরকে, পরস্পরের দিকে তাকালো।]

নীলকণ্ঠ (নিচু গলায়)। ঝাঁপি?

জয়া (নিচু গলায়)। আমার নাম জয়া।

নীলকণ্ঠ। তোমার নাম ঝাঁপি। আমি তোমাকে অন্য কোনো নামে ভাবতে পারি না।

জয়া। তুমি আমার কথা ভাবো? ভেবেছো কখনো?

নীলকণ্ঠ। ভাবনার ওপর আমাদের হাত নেই। অন্যদের ওপর আমাদের হাত নেই। কেউ ম'রে যায়। কেউ চ'লে যায়।

[জয়া কিছু বললো না।]

নীলকণ্ঠ (একটু পরে)। আশ্চর্য! আবার দেখা হ'লো।

[জয়া কিছু বললো না। নীলকণ্ঠ উঠে এসে জয়ার পাশে বসলো।]

জয়া (একটু পরে)। তুমি কেমন আছো?

নীলকণ্ঠ। তুমি? (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে) কেন চ'লে

গিয়েছিলে? কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?

জয়া। আস্তে। (অন্যদের দেখিয়ে) ওরা ঘুমুচ্ছে।

নীলকণ্ঠ (গলা নামিয়ে)। কেন চ'লে গিয়েছিলে? হঠাৎ, কাউকে কিচ্ছু না-ব'লে?

জয়া। আমার ইচ্ছে হ'লো।

নীলকণ্ঠ। ইচ্ছেটা কেন হ'লো তা-ই জানতে চাচ্ছি।

জয়া। কারণ ছিলো।

নীলকণ্ঠ। কারণটা কী, তা-ই জানতে চাচ্ছি।

জয়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আমার মনে হ'লো — মনে হ'লো আমি থাকলে তোমার ব্যাঘাত হবে।

নীলকণ্ঠ। ব্যাঘাত হবে? (আস্তে একটু হাসলো।)

জয়া (যেন মনে-মনে চিন্তা ক'রে)। তোমার কলেজের পড়াশুনো শেষ হয়নি তখনও। তুমি তোমার বাবার এক ছেলে। সংসারের ভারও তোমার ওপর পড়লো। আমি থাকলে ব্যাঘাত হ'তো তোমার।

নীলকণ্ঠ। আমি কিন্তু অন্য রকম ভেবেছিলাম।

জয়া। ভাবনার ওপর আমাদের হাত নেই। নিজেদের ওপর আমাদের হাত নেই।

নীলকণ্ঠ। ব'লে গেলে না কেন?

জয়া। বললে আমি যেতে পারতাম না। (হালকা গলায়) তোমাকে ছেড়ে যাওয়া — তা কি সহজ?

নীলকণ্ঠ। তোমাকে ছেড়ে থাকাও সহজ নয়। কেন চ'লে গিয়েছিলে?

জয়া। ঘুরে-ঘুরে এক কথা জিগেস কোরো না।

নীলকণ্ঠ। আমি কিন্তু অন্য রকম ভেবেছিলাম।

[একটু চুপচাপ।]

নীলকণ্ঠ। ঐ ভদ্রলোক—তোমার স্বামী?

জয়া (সংক্ষেপে, ঠাণ্ডা গলায়)। আমি বিয়ে করিনি।

নীলকণ্ঠ। ও।

জয়া। তুমি?

নীলকণ্ঠ। আমি দু-বার করেছিলাম।

জয়া। দু-বার?

নীলকণ্ঠ। বাঁচলো না একজনও।

জয়া। ছেলেপুলে?

নীলকণ্ঠ। নেই। হয়নি একটিও।

জয়া (শিবুর দিকে একবার দ্রুত চোখ ফেলে)। একটিও না?

নীলকণ্ঠ। কেন হয়নি, তাও আমি জানি। সেই যে—বাবা—মনে আছে তোমার?

জয়া। নীলু, তুমি এখনো ভুলতে পারছো না?

নীলকণ্ঠ। ভুলে গিয়েছিলাম, অনেকদিন ভুলে ছিলাম। ভেবেছিলাম, আমিও বুঝি অন্যদের মতো হ'তে পারবো, বাঁচতে পারবো সহজ হ'য়ে এই সংসারে। তুমি চ'লে গেলে, তবুও

আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তোমার ছেলেকে বুকে তুলে নিতে।

জয়া (ব্যাকুল গলায়)। নীলু, বলছো কী!

নীলকণ্ঠ। কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে, আমার দুই স্ত্রী আর আমার মধ্যে—অন্য এক বাধা ছিলো। বাবা।

জয়া। ও-রকম বলতে হয় না, নীলু। যাঁরা চ'লে যান তাঁরা পেছন ফিরে আর তাকান না।

নীলকণ্ঠ (হঠাৎ তীব্র স্বরে)। না, না, এটা ঠিক বললে না। যত দূরে যাও, পেছন ফিরে তাকাতেই হয়। বা হয়তো পেছন তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়। এই যেমন এখন—এই যেমন আমরা—

জয়া। নীলু, আস্তে। ওরা ঘুমুচ্ছে।

নীলকণ্ঠ (গলা নিচু ক'রে)। তোমার মনে আছে, ঝাঁপি, আমরা যখন মা-র চীৎকার শুনে ছুটে নেমে গেলাম—

জয়া। আমি দেখলাম তাঁর মুখ প্রশান্ত। আমার ভক্তি হ'লো সেই মুখ দেখে। মনে হ'লো, যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন।

নীলকণ্ঠ। তাহ'লে তুমি বুঝেছিলে তিনি জেনে গেছেন?

জয়া। আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চেয়েছিলাম। আমার নিজের জন্য। তোমারও জন্য।

নীলকণ্ঠ। আমি শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে পড়ে—আজকাল আমার মনে পড়ে মাঝে-মাঝে—মাঝে-

মাঝে স্বপ্নে দেখতে পাই। নীল হ'য়ে গেছে মুখ, মস্ত উঁচু রোগা একটা নাক, ঠোঁট তুবড়ে গিয়েছে মুখের মধ্যে। আর আমি কী করছিলাম তখন—ঝাঁপি, কী করছিলাম তখন তুমি আর আমি! (বেঞ্চির পিঠে মাথা লুকোলো।)

জয়া (নীলকণ্ঠের চুলে হাত বুলিয়ে)। কেন নিজেকে কষ্ট দাও, নীলু? এমনিতেই কি কষ্টের অভাব আছে জীবনে?

নীলকণ্ঠ। সেইজন্যেই আমার একটি স্ত্রীকেও বাঁচাতে পারিনি। সেইজন্যেই আমি নিঃসন্তান।

জয়া (চাপা আর্তস্বরে)। নীলু, চুপ করো।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। নীলকণ্ঠ মুখ তুলে জয়ার দিকে তাকালো।]

নীলকণ্ঠ। হয়তো আমি ভুল ভাবছি। সত্যি হয়তো ক্ষমা আছে কোথাও, আছে ভালোবাসা। আমাকে ব'লে দাও, ঝাঁপি তা কোথায়।

জয়া (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে)। আমি তোমাকে ভালোবাসি, নীলু—বাসতাম। তোমাদের বামুন-দিদির মেয়ে ঝাঁপি তোমাকে ভালোবেসেছিলো।

নীলকণ্ঠ। আর এখন? (জয়া উত্তর দিলো না।)

[শিবু একবার চোখ মেলে তাকালো। জয়া ও নীলকণ্ঠের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজলো।]

নীলকণ্ঠ (প্রশ্নের পুনরুক্তি ক'রে)। আর এখন ?

জয়া। ট্রেনটা যেন থেমে গেলো হঠাৎ ? কোনো স্টেশন ?

নীলকণ্ঠ (পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে)। ও কিছু না। কোনো সিগন্যাল লাল আছে বোধহয়।

জয়া। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি কখন ট্রেনে উঠলে দেখতে পাইনি।

নীলকণ্ঠ। আমিও তোমাকে দেখতে পাইনি। লাল শাল—তুঁতে রঙের আঁচল—এটুকু শুধু চোখে পড়েছিলো। আশ্চর্য—সত্যি তুমি।

জয়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে ?

নীলকণ্ঠ। ঠিক বেড়াতে নয়। এমনি। কাশীতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে মন টেকে না। প্রায়ই বেরিয়ে পড়ি। (হঠাৎ শিবুকে লক্ষ ক'রে, তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে) ঐ ছেলেটি তোমার সঙ্গে যাচ্ছে ?

জয়া (আবছা গলায়)। হ্যাঁ।

নীলকণ্ঠ। তোমার কেউ হয় ?

জয়া। আমার বোনপো।

নীলকণ্ঠ। তোমার কোনো বোন আছে জানতাম না। (জয়া নীরব।) ওর মা-বাবা নেই ?

জয়া। আমিই ওর মা, বাবা—সব।

নীলকণ্ঠ। তুমি—কী-ভাবে আছো ?

জয়া। চাকরি করি।

নীলকণ্ঠ। কোথায়?

জয়া। কলকাতায়।

নীলকণ্ঠ। তুমি কলকাতায় আছো—আর আমি জানি না!

জয়া। কিছুদিন হ'লো আছি।

নীলকণ্ঠ। আগে কোথায় ছিলে? আমাকে সব বলো। প্রথম থেকে বলো।

জয়া। প্রথম থেকে! (তার গলা দিয়ে হাসি আর কান্নার মাঝামাঝি একটা শব্দ বেরোলো।)

নীলকণ্ঠ। কী হ'লো, ঝাঁপি?

জয়া (হাসির চেষ্টা ক'রে)। কিছু না। হ্যাঁ—সব বলবো তোমাকে। পরে।

নীলকণ্ঠ। কবে?

জয়া। সময় হোক।

নীলকণ্ঠ। কবে সময় হবে?

জয়া (মদন পালের দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিপাত ক'রে)। তা এখনো জানি না।

নীলকণ্ঠ (জয়ার দৃষ্টি লক্ষ ক'রে)। ঐ ভদ্রলোক কে, ঝাঁপি? তোমার স্বামী?

জয়া। আমি বিয়ে করিনি।

নীলকণ্ঠ। চেনাশোনা কেউ? তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন?

জয়া। উনি আর আমি এক আপিশে চাকরি করি।

নীলকণ্ঠ। ওঁর মুখ দেখে মনে হয়—খুব শক্তসমর্থ। কিন্তু ঠোঁটের ভঙ্গিটা ভালো না।

জয়া (নিষ্প্রাণ গলায়)। সব মানুষই ভালো-মন্দ মিশিয়ে।

নীলকণ্ঠ। তুমি ছাড়া। তোমার সবই ভালো।

জয়া। আমার! (তার গলা ভেঙে গেলো।) আমি এত নিষ্ঠুর যে তোমাকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলাম, আর আমাকে তুমি ভালো বলছো!

নীলকণ্ঠ। কিন্তু ফিরে তো এলে। আমি, জানো, মনে-মনে কখনো আশা ছাড়িনি!

জয়া। কিসের আশা?

নীলকণ্ঠ। যে তোমাকে আবার ফিরে পাবো।

জয়া (নিষ্প্রাণ স্বরে)। যাকে একদিন তুমি চেয়েছিলে সে আর নেই, নীলু।

নীলকণ্ঠ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আমার দুই স্ত্রী—তাদের মধ্যে তোমাকেই আমি খুঁজেছিলাম।

জয়া (যান্ত্রিক স্বরে)। আমার কথা তুমি কিছুই জানো না।

নীলকণ্ঠ। বলো, সব বলো আমাকে। প্রথম থেকে বলো।

জয়া। বলবো। সময় হোক।

নীলকণ্ঠ। কবে সময় হবে?

জয়া (হঠাৎ ব্যগ্র স্বরে)। আমি সময় ক'রে নেবো—নীলু, আমি তোমার জন্য সময় ক'রে নেবো—কিন্তু সে-জন্য একটু সময় চাই।

নীলকণ্ঠ। আমার মনে হচ্ছে এখনই ঠিক সময়।

জয়া। না—না—এখন নয়।

[শিবু শোবার ভঙ্গি বদল করলো।]

নীলকণ্ঠ (শিবুর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। সুন্দর ছেলেটি। তোমার বোনপো?

জয়া। বললাম তো।

নীলকণ্ঠ। কত বয়স?

জয়া (আবছা গলায়)। এই আঠারো হ'লো।

নীলকণ্ঠ। আঠারো··· (একটু চুপ ক'রে থেকে) কী নাম?

জয়া। শিবেন্দু। শিবু ব'লে ডাকি।

নীলকণ্ঠ। ওকে ডাকো না। একটু কথা বলি ওর সঙ্গে।

জয়া। ও ঘুমুচ্ছে।

নীলকণ্ঠ। একটু ডাকতে পারো না?

জয়া। না—না—এখন না। (তার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা চাপা রইলো না।)

নীলকণ্ঠ। তাহ'লে কখন?

জয়া। পরে। যখন সময় হবে।

নীলকণ্ঠ। কখন তোমার সময় হবে, ঝাঁপি?

জয়া (ঘুমন্ত মদন পালের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত ক'রে, দ্রুত স্বরে) আমি সময় ক'রে নেবো—আমি তোমার জন্য সময় ক'রে

নেবো। তোমাকে ফিরে পেলাম—আমার সব লজ্জা, সব ভয় কেটে গেলো।

নীলকণ্ঠ। ভয়? লজ্জা? কেন? (জয়া উত্তর দিলো না, নীলকণ্ঠ একবার মদন পালের দিকে তাকালো।) ঐ ভদ্রলোকটি কে ঝাপি?

জয়া (আবছা গলায়)। বললাম তো—উনি আর আমি এক আপিশে কাজ করি।

নীলকণ্ঠ। তুমি কী কাজ করো?

জয়া। এই—আপিশের কাজ যেমন হয়।

নীলকণ্ঠ। ভালো। দিনটা কেটে যায়।

জয়া। তুমি তখন বলতে হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে একটা বই লিখবে। লিখেছো?

নীলকণ্ঠ। না, আমি কিছুই করিনি, ঝাঁপি। মরা ডাল—নিষ্ফলা।

[একটু চুপচাপ।]

নীলকণ্ঠ। ঝাঁপি, একটা কথা বলবো?

জয়া। এখন থাক। ওরা জেগে উঠবে।

নীলকণ্ঠ। আমি শিবুকে চাই।

জয়া। মানে?

নীলকণ্ঠ। দেবে আমাকে? তোমার বোনপোকে? আমি চাই—এখনো চাই—আমি ভালোবাসতে চাই—ভালোবাসা পেতে চাই। দেবে আমাকে?

জয়া (চাপা আর্তস্বরে)। নীলু—এখন না! পরে—পরে সব কথা হবে।

নীলকণ্ঠ। আমি তোমাকে চাই, ঝাঁপি। আর-একবার—শেষবারের মতো। তোমাকে দিয়ে আরম্ভ, তোমাকে দিয়ে শেষ হোক। আমি তোমাকে—আমার স্ত্রী ব'লে ভাবতে চাই, জানতে চাই।

জয়া। নীলু! নীলু! তুমি আমার কথা কিছুই জানো না! (তার গলা দিয়ে ফোঁপানির মতো শব্দ বেরোলো।)

নীলকণ্ঠ। জানবার কোনো দরকার নেই। আমরা আরম্ভ করতে পারি—বাঁচতে, ভালোবাসতে। এখনই।

জয়া (ত্রস্তভাবে)। শিবু জেগে উঠছে। তুমি এখান থেকে যাও।

[বেঞ্চির পিঠে মাথা এলিয়ে চোখ বুজলো জয়া, নীলকণ্ঠ উঠে দাঁড়ালো, একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আপাত-ঘুমন্ত শিবুর দিকে, আস্তে-আস্তে মঞ্চের আরো পিছনে স'রে অন্যদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। একটু চুপচাপ।]

শিবু (চোখ মেলে তাকিয়ে)। আমি শুনছিলাম। ট্রেন থেমে ছিলো, তাই অনেক কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সব কথা নয়। নিচু গলা—গুনগুন—আমার কানের মধ্যে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। আমি জানতাম না মাসির ডাকনাম 'ঝাঁপি'। আমি জানতাম না মাসির কোনো ডাকনাম আছে। আর ঐ—'নীলু'! বিষ আমার কানের মধ্যে।

'নীলু!' 'ঝাঁপি!' বিঁধলো আমার ঘুমের মধ্যে — ছুঁচের মতো। ছোরার মতো। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' — মাসির গলায়! আমার মাথার মধ্যে আগুন। কী বলছে ওরা? আমার নাম বলছে কেন? ঘেন্না — ঘেন্না আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে। ঐ লোকটা — বদমাশ! আমার মাসিকে কেড়ে নিতে চায়। 'মাসি: তুমি ওখানে ব'সে থেকো না, আমার কাছে এসো!' কিন্তু মাসি আমার চীৎকার শুনলো না — মাসির সব কথা ঐ লোকটার সঙ্গে। আর লোকটা — কেমন তাকিয়ে আছে মাসির দিকে — একদৃষ্টিতে — অসহ্য! কী করতে পারি আমি, মাসিকে ওর হাত থেকে কেমন ক'রে বাঁচাতে পারি? (উঠে ব'সে) ওদের কথা শেষ, ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো, আমি উঠে বসলাম। কোথায় গেলো লোকটা? ঐ যে — কামরার দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। পাইচারি করছে। (নীলকণ্ঠ পাইচারি শুরু করলো।) একবার এ-দরজার ধারে, আবার ও-দরজার ধারে।··· কোনো খারাপ ফন্দি আঁটছে মনে-মনে। লোকটা বদমাশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি উঠলাম, আস্তে আমার কাছের দরজার ছিটকিনি খুলে দিলাম। (উঠে দাঁড়িয়ে, ছিটকিনি ঘোরাবার ভঙ্গি করলো।) লোকটা এসে দাঁড়ালো সেই দরজার ধারে। (নীলকণ্ঠ পাইচারি থামিয়ে দাঁড়ালো।) ঠকঠক করছে দরজাটা, ট্রেন চলার তালে-তালে কাঁপছে, নড়ছে। ঠকঠকঠক-ঠকঠক-ঠক-

ঠকঠক। আশ্চর্য, লোকটার হুঁশ নেই—ভারি মজা তো। মশাই অমন একমনে কী ভাবছেন তা জানতে পারি? দেখছেন না দরজাটা আটকানো নেই? যদি হঠাৎ খুলে যায়—যদি হঠাৎ খুলে যায়—যদি—যদি··· কী মজা, কী মজা হয় তাহ'লে! আমি আলগোছে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

[মদন পাল চোখ মেলে তাকালো। অন্যেরা তাকে লক্ষ করলো না।]

জয়া (চোখ মেলে তাকিয়ে)। শিবু, এখানে আয়।

শিবু (নীলকণ্ঠের পিছনে দাঁড়িয়ে)। কেমন হয় দরজাটা যদি—দরজাটা যদি··· মজা—ভীষণ মজা! একবার একটু টেনে দেখবো নাকি?··· অল্প একটু টেনে দেখবো নাকি?··· ভাবতে-ভাবতে অস্থির লাগলো আমার, মাথার মধ্যে টিক-টিক শব্দ হ'তে লাগলো। আমি দরজার হাতলে হাত রাখলাম।

মদন পাল (ঘুমে জড়ানো গলায়)। কী?··· হচ্ছে কী এখানে?

জয়া (দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে)। শিবু, স'রে আয় ওখান থেকে!

শিবু। লোকটা ফিরে তাকালো আমার দিকে। (নীলকণ্ঠ শিবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলো।) হাসলো—যেন কতকালের চেনা। মনে হ'লো কিছু বলবে আমাকে।

(একটু চুপ ক'রে থেকে) তারপর হঠাৎ আমার গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপট লাগলো।

জয়া (ছুটে গিয়ে, শিবুকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে)। সাবধান— দরজাটা খোলা আছে—সাবধান! (ঝুঁকে প'ড়ে হাত বাড়িয়ে দিলো, যেন কিছু ধরার জন্য।) নীলু—স'রে এসো ওখান থেকে!

[নীলকণ্ঠ আধখানা পিছন ফিরে তাকালো। তার শরীর দুলে উঠলো, কাঁধ থেকে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।]

মদন পাল। আরে! এ যে দেখছি সাংঘাতিক কাণ্ড! (ত্রস্তে উঠে ব'সে) ও মশাই, শুনছেন?

[মঞ্চের পিছনের অংশ অন্ধকার হ'য়ে গেলো। নীলকণ্ঠ অদৃশ্য।]

শিবু। তখন পুরো দমে ট্রেন চলছে। হঠাৎ দেখলাম, লোকটা আর নেই সেখানে। বাইরে অন্ধকার—আর কনকনে হাওয়া—আর অন্ধকার। আর তারপর মাসির চীৎকারে আমি কেঁপে উঠলাম।

জয়া (আর্ত স্বরে)। এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি!

শিবু (যেন আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠে)। কী হ'লো, মাসি?

জয়া (গলা-ছেঁড়া আওয়াজে)। চেন টেনে দে, শিবু! ট্রেন থামিয়ে দে।

মদন পাল (ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে, শিবুকে হাতে ধ'রে বাধা

দিয়ে)। পাগল নাকি—কক্ষনো না! তুমি চুপ ক'রে বোসো তো ওখানে।

জয়া (বুক-ফাটা চীৎকারে)। শিবু, উনি তোর বাবা! উনি তোর বাবা!

[জয়া ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। শিবু জয়াকে ধ'রে তুলে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলো। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইলো মদন পাল। কয়েক মুহূর্ত জয়ার কান্না ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। তারপর কয়েক মুহূর্ত নিথর নীরবতা।]

মদন পাল (মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এসে)। এমনি ক'রে সব ফাঁস হ'য়ে গেলো, হাটে হাঁড়ি ভাঙলো, বস্তা থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়লো। তা একদিক থেকে ভালোই হ'লো আমার পক্ষে—মানে, ঐ বাগানের প্রথম ফুলটি আমিই তুলিনি, সেটা আমার পক্ষে—সুখবর বইকি। যাকে বলে নৈতিক জয়, তা-ই। দায়-দায়িত্ব অনেক ক'মে গেলো আমার। আমি অবশ্যি আগেই ও-রকম কিছু আঁচ করে-ছিলুম—বোনপোকে নিয়ে একা-একা থাকা, কিছু জিগেস করলে আধখানা জবাব—ব্যাপারটা একটু কেমন-কেমন না? কিন্তু আমি জানেন এ-সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ভালোবাসি না, আমার দরকারই বা কী—আমার মুখের গ্রাসটি কেউ কেড়ে না-নিলেই হ'লো। তবে অন্য দিক থেকে—হ্যাঁ, অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা ঠিক সুখের হ'লো না। এই ক-মাস আগে

একটা সুইসাইডের ঝামেলা থেকে সামলে উঠলুম, তারপর আবার একটা মার্ডার-কেসে জড়ালেই হয়েছিলো আরকি। তা আমি তো বুদ্ধি ক'রে ও-সব বিপদ কাটিয়ে দিলুম, পরদিন সকালে নির্বিঘ্নে কলকাতায় পৌঁছনো গেলো, অকুস্থলে উপস্থিত তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানলো না কী-রকম একটা— (ছোট্ট কেশে) সেদিনকার দিল্লি মেলে কী-রকম একটা কাণ্ড হ'য়ে গেছে। দু-দিন পরে ছোট্ট একটা খবর বেরোলো কাগজে··· রেল-লাইনের ধারে মাঠের মধ্যে মৃতদেহ··· পকেটে কাশী-কলকাতার টিকিট··· শনাক্ত করা যায়নি। বাস্— ল্যাঠা চুকলো। এ-অবস্থায় যার-যার দৈনিক রুটিনে ফিরে গেলেই আর ভাবনা ছিলো না, সবই আগের মতো মসৃণভাবে চলতে পারতো, কিন্তু মুশকিল বাধালে মাসি-বোনপো— মানে মা-ছেলে। দু-জনেই সেন্টিমেন্ট্‌ল গোছের মানুষ— কোথায় ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবে, না আরো খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দগদগে ঘা ক'রে তুলতে লাগলো। আমি একদিন গিয়ে পড়েছিলুম হঠাৎ—সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড মশাই—আমাকে ক্লীন কেটে পড়তে হ'লো তারপরে, জয়াকে আমার আপিশে রাখাও আর সম্ভব হ'লো না। ঐ দেখুন না—চেয়ে দেখুন না কী হচ্ছে। (মঞ্চের সামনের দিকের একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো।)

[ইতিমধ্যে জয়া সোজা হ'য়ে বসেছে, আর শিবু মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ব'সে জয়ার কোলে মুখ লুকিয়েছে।]

শিবু (যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ তুলে)। মাসি।

জয়া (তার মুখের ভাব নিষ্প্রাণ)। আমি তোর মা, শিবু।

শিবু (ফিশফিশে ভাঙা গলায়)। সত্যি ?

জয়া। সত্যি।

শিবু। আর ঐ ট্রেনের লোকটা ··· উনি ··· উনি কি সত্যি ··· ?

জয়া। হ্যাঁ, সত্যি।

শিবু। আমার বাবা?

জয়া। তোর বাবা।

শিবু (একটু পরে)। কী নাম ছিলো তাঁর ?

জয়া। এখন আর শুনে কী করবি।

শিবু। আমার বাবা। আর তুমি—(জয়ার মুখের উপর আঙুল চালিয়ে) তুমি আমার মা।

জয়া। উঠে বোস, শিবু। আমার পাশে বোস। (শিবু উঠলো না।)

শিবু। আমাকে আগে বলোনি কেন ?

জয়া। বলার দরকার হবে ভাবিনি।

শিবু। দরকার মানে ?

জয়া : কখনো আর দেখা হবে ভাবিনি।

শিবু। কার সঙ্গে ? (জয়া উত্তর দিলো না।) মা—বাবা—তারা তো একসঙ্গে থাকে।

জয়া। সব সময় থাকে না।

শিবু। তিনি—তোমাকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন ?

জয়া। না, শিবু। সব দোষ আমার।

শিবু। কী-দোষ? তুমি কী করেছিলে?

[জয়া উত্তর দিলো না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিবু যেন কিছু বুঝে নিলো। উঠে বসলো মা-র পাশে।]

শিবু (একটু চুপ ক'রে থেকে—হঠাৎ)। না, না, শুধু তোমার নয়। দোষ যদি কিছু হ'য়ে থাকে তা দু-জনের—দু-জনেরই সমান।

জয়া। এখন আর ও-সব ব'লে লাভ কী।

শিবু। যদি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'তো! যদি কথা বলতে পারতাম! সেই ট্রেনের রাত্তিরে—আমাকে ডাকলে না কেন?

জয়া। 'বেলা হ'লো। এবার খেয়ে নে, শিবু।

শিবু (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, মা। কী হয়েছিলো, বলো তো?

জয়া। দরজাটা হাওয়ায় খুলে গিয়েছিলো।

শিবু (ফিশফিশ ক'রে)। হাওয়ায়?

জয়া। হাওয়ায় খুলে গিয়েছিলো।

শিবু। হ্যাঁ, হাওয়া। ঝড়ের মতো। উড়িয়ে নিয়ে গেলো। আর বাইরে অন্ধকার··· ঠাণ্ডা ··· ঘুটঘুটে রাত্তির ··· আর ভীষণ বড়ো একটা আকাশ। এক ঝলক চোখে পড়লো আমার—তারায় ভরা সেই মস্ত কালো আকাশটা। আর তারপর শুনলাম—তোমার কান্না, তোমার চীৎকার। চেন টেনে দে,

ট্রেন থামিয়ে দে—কিন্তু কে যেন আমার হাত চেপে ধরলো। কে, মা?

জয়া। শিবু, আর কথা না। এবার স্নান ক'রে খেয়ে নে।

শিবু। ট্রেনের চাকার শব্দ—আর ফাঁকে-ফাঁকে তোমার কান্না। আর দূরে—অন্য কোথাও—অন্ধকারে—ভীষণ বড়ো একটা আকাশের তলায়—একলা একটা মানুষ। আমি চেষ্টা করি মনে আনতে—কী হয়েছিলো, ঠিক কী হয়েছিলো—কিন্তু পারি না। শুধু মনে হয় আমার বুকের এইখানটা—(বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধ'রে) যেন আঁটো হ'য়ে আছে।

জয়া। তুই অমন ভেঙে পড়িস না, শিবু। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই।

শিবু (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আগে যদি জানতাম আমার বাবা আছেন!

জয়া। বাবা ছাড়া কি মানুষ হয়?

শিবু। কিন্তু আমি কিছু ভাবিনি। বাবা, মা—কিচ্ছু না। মা-বাবা নেই ব'লে কোনো কষ্ট ছিলো না আমার। আমি শুধু আমার মাসিকে চিনতাম। আর পরে—কাকাবাবুকে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) উনি কে, মাসি?

জয়া। মাসি নয়, শিবু।

শিবু। উনি কে?

জয়া। কার কথা বলছিস?

শিবু। কাকাবাবু। উনি কে?

জয়া। দেখছিস তো। আমি ওঁর আপিশে কাজ করি।

শিবু। কিন্তু উনি তো আমাদের বাড়ির লোকের মতো।

জয়া। হ্যাঁ, তা-ই।

[একটু চুপচাপ। শিবু উঠে দাঁড়িয়ে পাইচারি করতে লাগলো।]

শিবু (জয়ার সামনে দাঁড়িয়ে)। মা, এসো না আমরা কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাই।

জয়া। আমিও তা-ই ভাবছি।

শিবু। এমন কোথাও, যেখানে আছে নীল পাহাড়—বন-জঙ্গল—নানা রকম পাখি—নির্জন, নিরিবিলি চারদিক—(হঠাৎ থেমে) মা, আমি আর-একজনকেও একটু-একটু চিনতাম।

জয়া কে সে ?

শিবু। অরু-কাকি। কাকাবাবুর স্ত্রী।

জয়া। তুই তাকে চিনিস ?

শিবু। চিনতাম। কিন্তু এখন আর—(একটু থেমে) তাঁর সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়নি ?

জয়া। ন্‌না।

শিবু। আমি মাঝে-মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। এত ভালো না অরু-কাকি! আমাকে অনেকবার বলেছেন তোমাকে দেখতে তাঁর খুব ইচ্ছে করে।

জয়া (নিষ্প্রাণ স্বরে)। তা-ই নাকি ?

শিবু। কেমন হঠাৎ তাঁর বাবার কাছে চ'লে গেলেন। আসামের কোন ছোট্ট শহরে। কতদিন হ'য়ে গেলো! এখনো কি ফেরেননি ? তুমি জানো কিছু ?

জয়া। না, শিবু। আমি কিছু জানি না।

শিবু। অদ্ভুত। কাকাবাবু আমাদের বাড়ির লোকের মতো, অথচ অরু-কাকিকে তুমি চেনো না। তাঁর কোনো খবর পর্যন্ত রাখো না। আমার কাছে সবই কেমন ঝাপসা লাগছে।

জয়া। এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না, শিবু। তুই যা, স্নান ক'রে খেয়ে নে এবার।

শিবু। ঝাপসা। তুমি—আর অরু-কাকি—আর কাকাবাবু। অরু-কাকি—অত ভালো—অমন চমৎকার মানুষ—কাকাবাবু তাঁকে নিয়ে আসেন না কেন নিজের কাছে ? কেন একবারও আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেননি ? কেন তাঁর মুখে অরু-কাকির নামও কখনো শুনতে পাই না ? তুমি জানো না কিছু ? (সরু চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে) কিছুই জানো না ?

জয়া (মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, কাঁপা গলায়)। আমি কী ক'রে জানবো ? আমি ওঁর আপিশে চাকরি করি।

শিবু (জয়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। শুধু তা-ই ? (জয়া নীরব।) তুমি চুপ ক'রে আছো কেন ? মুখ ফিরিয়ে আছো

কেন? আমার দিকে তাকাও। বলো—সত্যি ক'রে বলো—উনি কে?

জয়া (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে)। আমি যাই। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

শিবু (জয়ার হাতের কব্জি আঁকড়ে ধ'রে—গর্জন ক'রে)। বলো—সত্যি বলো—তোমাকে বলতেই হবে!

জয়া (কান্না-ভরা গলায়)। আমাকে জিগেস করিস না, শিবু, আমাকে জিগেস করিস না। (হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফেললো।)

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

শিবু (মোটা গলায়)। ও, তাহ'লে এই!

জয়া (তীব্র ভঙ্গিতে মুখ তুলে, আর্ত স্বরে)। সব তোর জন্য, শিবু। যা-কিছু করেছি সব তোর জন্য!

শিবু (নিষ্ঠুরভাবে)। আমাকে মেরে ফেললে না কেন? যখন জন্মেছিলাম, গলা টিপে মেরে ফেললে না কেন?

জয়া (আর্ত স্বরে)। আমি তোর মা, শিবু, আমি তোর মা! (টলতে-টলতে একটা বেঞ্চির উপর প'ড়ে গেলো।)

শিবু (উদ্‌ভ্রান্তভাবে, তিক্ত স্বরে)। মা—তুমি আমার মা। আমার মা হ'য়ে—(হঠাৎ জয়ার সামনে হাঁটু ভেঙে ব'সে প'ড়ে, তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে, কোমল গলায়) মা, তুমি এত ক'রেও আমাকে মানুষ করতে পারোনি।

আমি খারাপ—আমি খারাপ হ'য়ে গিয়েছি। কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি—বেসেছিলাম—অত ভালো আর কাউকে বাসিনি। সেই ভালোবাসা কেন ঘুচিয়ে দিলে, মা, কেন ঘুচিয়ে দিলে? (বলতে-বলতে তার গলা ভেঙে গেলো, জয়ার কোলে মুখ চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে উঠলো।)

জয়া। হা অদৃষ্ট! (তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো।)

মদন পাল (চেয়ার থেকে উঠে)। কান্নাকাটির হাট ব'সে গেছে, দেখছি। (এগিয়ে এসে) এই যে, তোমরা ভালো আছো তো? (শিবু মুখ তুললো, কিছু বললো না। জয়া একবার তাকালো, কিছু বললো না।) আমি কয়েকদিন আসতে পারিনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলুম। এ-ক'দিন তোমাকেও তো আপিশে দেখিনি, জয়া। (শিবু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।) তা ঠিক আছে, না-হয় মাসখানেক ছুটি নিয়ে নাও—অব কোর্স অন ফুল্ পে। (তার চোখে ঈষৎ কৌতুক ঝিলিক দিলো।) চোখে কালি প'ড়ে গেছে—রাত্রে ঘুম হয় না বুঝি? তা ওষুধ খাও না কেন, এন্তার স্লীপিং-পিল্ বেরিয়ে গেছে আজকাল। সত্যি—এমন একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো—কারো হাত ছিলো না যদিও, কিন্তু দুঃখের বইকি। তুমিও মন-খারাপ ক'রে আছো নাকি, শিবু? (শিবুর কাছে এগিয়ে এলো।) আরে তুমি একজন আধুনিক যুবক, একটু র‍্যাশনেলি ভেবে দ্যাখো না ব্যাপারটা। আফট্রল, হয়েছে কী? একটা দৈবের খেলা বই তো নয়। এ-সব নিয়ে ক্রূড

করার মানে হ'লো—স্রেফ সময় নষ্ট। সময় নষ্ট, কাজ পণ্ড, স্বাস্থ্যের মাথা খাওয়া। (শিবুর কাঁধে টোকা দিয়ে) চলো তোমাকে বাইরে একটু ঘুরিয়ে আনি।

শিবু (কুঁকড়ে স'রে গিয়ে)। বাইরে? কোথায়?

মদন পাল। কোথায় যেতে চাও, বলো।

শিবু। অরু-কাকির সঙ্গে দেখা করতে?

মদন পাল। অরু-কাকির সঙ্গে? হাঃ! (হাসতে গিয়ে তার হাসি ঠিক ফুটলো না।)

শিবু। অরু-কাকি কোথায়?

মদন পাল। তোমাকে বলেছি তো—

শিবু। আমি জানতে চাই তিনি কোথায়।

মদন পাল। ও-সব কথা পরে হবে, শিবু।

শিবু। আমি জানতে চাই সেদিন—সেই ট্রেনের রাত্তিরে—আমি যখন চেন টানতে গেলাম, কে আমার হাত চেপে ধরেছিলো।

মদন পাল। আঃ! এখন চ্যাঁচামেচি কোরো না তো। দেখছো তোমার মাসির—মানে তোমার মা-র—শরীরটা তেমন ভালো নেই।

শিবু। আমার মা-কে তুমি কী করেছো? অরু-কাকিকে তুমি কী করেছো?

মদন পাল। তোমার হ'লো কী হঠাৎ? (জয়ার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের চেষ্টা করলো, কিন্তু জয়ার মুখ অন্য দিকে ফেরানো।) জয়া, শিবু এমন তিরিক্ষি হ'য়ে আছে কেন, বলতে পারো?

শিবু। আমার মা-কে তুমি নাম ধ'রে ডাকবে না, মদন পাল!

মদন পাল (দাঁত বের ক'রে হেসে)। আর কী-কী করবো না ব'লে দাও।

শিবু। তুমি আর এ-বাড়িতে ঢুকবে না, মদন পাল!

মদন পাল (সহাস্যে)। শুনছো, জয়া, তোমার ছেলের কথা শুনছো? বড্ড ছেলেমানুষ আছে এখনো — অ্যাঁ!

শিবু। আর একটি কথা বলবে তো খুন ক'রে ফেলবো। খুন ক'রে ফেলবো।

[মদন পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো শিবু, মদন পাল এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলো।]

মদন পাল (অবিচলিত)। খুন ক'রে ফেলবে। তা সেটা এমন শক্ত কাজ কী। হাজার হোক, আমি তো তোমার বাবা নই। (কথাটা শোনামাত্র শিবু নিস্তেজ হ'য়ে মাথা নিচু করলো।) আচ্ছা জয়া, চললুম তাহ'লে। আমার সময় নেই — হাজার কাজ প'ড়ে আছে। (যেতে-যেতে থেমে) শিবু, তুমি আজ বড্ড উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছো, আমি সেজন্য দোষ দিচ্ছি না তোমাকে — নিশ্চয়ই তার গূঢ় কোনো কারণ আছে। (বাঁকা হাসলো।) তবে কী জানো, সংসারটা এমন স্থান যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে না-পারলে কখন যে কোন ফ্যাশাদে প'ড়ে যাবে তার ঠিক নেই। যেমন ধরো, সেই ট্রেনের রাত্তিরে — তুমি চেন টানতে গিয়েছিলে, আমি বাধা না-দিলে টেনেই বসতে হয়তো, আর তাহ'লে — ভেবে দ্যাখো —

লোকজন, হৈ-চৈ, রেলের পুলিশ—আর শেষ পর্যন্ত যে তোমাকেই ওরা খুনে ব'লে ঠাওরাতো না, তার বিশ্বাস কী। বুঝেছো না, সেই বিপদটা আমিই বুদ্ধি ক'রে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। (শিবুর থুৎনি তার বুকে এসে ঠেকলো, দেহ শিথিল। মদন পাল জয়ার দিকে মুখ ফেরালো।) তা জয়া, আশা করি মায়ে-পোয়ে বেশ সুখে থাকবে এখন থেকে—আমি আর তোমাদের শান্তিভঙ্গ করতে চাই না, তবে যদি কখনো কিছু দরকার হয় তাহ'লে এই অধমকে স্মরণ করো তো বাধিত হবো।

[মঞ্চের অন্ধকার অংশে মিলিয়ে গেলো মদন পাল। জয়া নিশ্চল। শিবু স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে, যেন জয়ার অগোচরে, সেও মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। এ-মুহূর্তে মঞ্চে জয়া একা।]

জয়া (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে, নিঃস্বর গলায়)। তারপর শিবু আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো। আমাকে না-ব'লে, কিছু না-জানিয়ে। আমি কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম, কোনো উত্তর নেই। কিন্তু আমার মন বলে সে ফিরে আসবে, তাকে আসতেই হবে। আমি চেষ্টা ক'রে খাই, চেষ্টা ক'রে বেঁচে থাকি, অন্য একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছি—দিনের বেলাটা কেটে যায় সেখানে, আর রাত্রে আমার সম্বল একটি ছোট্ট বড়ি। একটি—কখনো দুটি—যাতে ঘুমিয়ে পড়া যায়, কয়েক ঘণ্টার মতো কোনো কষ্ট থাকে না। একদিন—

ছু-মাস কেটে গেছে তখন—এক টুকরো চিঠি এলো হঠাৎ। ‘মা, আমি যুদ্ধের পল্টনে ভর্তি হ’য়ে চ’লে এসেছি। বললে তুমি আসতে দিতে না, তাই বলিনি। আমার খুব ইচ্ছে হ’লো দূরে চ’লে যেতে—একলা—যেখানে কোনো আরাম নেই, সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই—এমন কোথাও। একেবারে একলা হ’য়ে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু আমি তোমার কথা সব সময় ভাবি, মা। আমি ভালো আছি। তোমাকে টাকা পাঠাচ্ছি শিগরিরই। চিঠি লিখো।’ কোথায় আছে তাও জানা গেলো না চিঠি থেকে—জানাবার নিয়ম নেই। আমি খুঁটে-খুঁটে যুদ্ধের খবর পড়ি কাগজে, আর মনে-মনে ভাবি—যুদ্ধ তো থামবে একদিন, তখন শিবু ফিরে আসবে। এবার আমার কাছে। একলা আমার কাছে। তার মা-র কাছে। তার মা-র কাছে। তারপর—তারপর আমরা—শিবু আর আমি—(অন্য রকম সুরে) আর তারপর একদিন অন্য একটা চিঠি এলো—বালি কাগজে আবছা অক্ষরে ছাপানো—পেন্সিলে লেখা একটা লম্বা নম্বর, তারপর শিবুর নাম—(তার গলা ধ’রে এলো।) আমি সেই রাত্রেই এক শিশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিলাম। (একটু চুপ ক’রে থেকে, ক্লান্ত গোঙানির সুরে) শিবু, শিবু, সব আমি মেনে নিয়েছিলাম, সহ্য করেছিলাম, কিন্তু তুই—শেষ পর্যন্ত তুই—(তার গলা আটকে এলো, বেঞ্চির পিঠে হাত রেখে হাতের পাতায় মুখ গুঁজলো।)

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। মঞ্চের পিছনের অংশ আলোকিত হ'লো। দেখা গেলো, একটি বেঞ্চিতে একা নীলকণ্ঠ, অন্যটিতে মদন পাল আর শিবু পাশাপাশি ব'সে আছে। তিনজনেরই বসার ভঙ্গি এমন, যেন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।]

মদন পাল (মুখ তুলে তাকিয়ে)। আরে, জয়া! হাও নাইস! এমন একটা মড়াপোড়া জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা—এর চেয়ে সুখের কথা আর কী হ'তে পারে?

[জয়া মুখ তুলে তাকালো। কিছু বললো না।]

মদন পাল (উঠে দাঁড়িয়ে, চারদিকে তাকিয়ে)। এই যে নীলকণ্ঠবাবু, নমস্কার। আমাকে চিনতে পারছেন, আশা করি? আমি মদন পাল, যুদ্ধের কনট্র্যাক্টর, একবার আপনার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। শিবু, তুমিও এখানে? বাঃ, সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঘটনার পরে এতগুলো চেনা মুখ একসঙ্গে দেখিনি। রীতিমতো পুনর্মিলন—কী বলো, শিবু!

[শিবু নিরুত্তর ও নিশ্চল।]

মদন পাল। অমন গোমড়া-মুখ ক'রে আছো কেন, শিবু—হ্যাং-ওভার বুঝি? আরে হ্যাং-ওভার কাকে বলে তা তুমি কোত্থেকে জানবে! শোনো—এই মজার গল্পটা শোনো—এক তামাশা। পার্টি করেছি রাত চারটে পর্যন্ত—

আসানসোলে। তারপর দে ছুট দে ছুট—দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে হবে—সেই নীল রঙের অস্টিনটা চালিয়ে—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?—জোর ছুটছে গাড়ি—ষাট, পঁয়ষট্টি—খেয়াল নেই কত—আমার মাথার ভেতরটা জাম্ হ'য়ে আছে একেবারে—হঠাৎ একটা লরি, বুঝেছো—একটা লরি—কী যে হ'লো কিছু টেরই পেলুম না। ব্যস্!

[অন্যেরা নীরব ও নিশ্চল, কিন্তু মদন পাল তাতে দমলো না।]

মদন পাল। সত্যি—জীবন ভ'রে কত মজাই দেখলুম, কিন্তু এমন আর দেখিনি। ভোজবাজি। ক্লীন সুঈপ্। গ্লোরিয়াস ফিনিশ। আর তারপর—এই অভাবনীয় পুনর্মিলন। কিন্তু···অরুণাকে দেখছি না? সে যেন এইমাত্র ছিলো এখানে? কোথায় গেলো?

শিবু (মদন পালের দিকে না-তাকিয়ে)। তাকে তুমি কী করেছো, মদন পাল? অরু-কাকিকে কোথায় লুকিয়েছো?

নীলকণ্ঠ (জয়ার দিকে না-তাকিয়ে)। কেন চ'লে গিয়েছিলে, ঝাঁপি? কেন ফিরে আসোনি?

জয়া (শিবুর দিকে না-তাকিয়ে)। শিবু, আমাকে তুই ছেড়ে গেলি কেন?

শিবু (জয়ার দিকে না-তাকিয়ে)। আমি করিনি, মা, আমি করিনি।

নীলকণ্ঠ (শিবুর দিকে না-তাকিয়ে)। ভেবো না, শিবু। আমিও তা-ই করেছিলাম। সকলেই তা-ই ক'রে থাকে।

মদন পাল। অরুণা — অরুণা কোথায় গেলো? এইমাত্র ছিলো এখানে? কতক্ষণ আগে? কতদিন আগে? কত বছর আগে? আমি কোথায় আছি? তোমরা সব কারা? কেন অমন ক'রে তাকিয়ে আছো সবাই? তোমাদের চোখগুলো কি পাথরে তৈরি? তোমাদের মুখের মধ্যে কি জিভ নেই? কিছু বলো! কেউ কিছু বলো!

জয়া (আঁচলে মুখ মুছে)। বড্ড গুমোট হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ। গরম।

শিবু। হাওয়া নেই।

জয়া। দুর্গন্ধ।

শিবু। দম-আটকানো।

মদন পাল। আমার তেষ্টা পাচ্ছে!

নীলকণ্ঠ। আমারও।

জয়া (ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে)। জল।

শিবু। জল, একটু জল।

মদন পাল (চা-ওলার রেখে-যাওয়া বালতি দেখতে পেয়ে)। ঐ যে জল।

[চারজনে বালতির দিকে ছুটলো।]

মদন পাল (সকলের আগে বালতিতে গ্লাশ ডুবিয়ে)। এ কী! খালি বালতি!

শিবু (বালতিতে হাত ডুবিয়ে)। এক ফোঁটা জল নেই।

[নীলকণ্ঠ ও জয়া যান্ত্রিকভাবে স'রে এসে বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসলো।]

মদন পাল (জানলা থেকে চেঁচিয়ে)। পানি পাঁড়ে! পানি পাঁড়ে! ইধার আও! জলদি!

[শিবু যান্ত্রিকভাবে স'রে গিয়ে অন্য বেঞ্চিতে বসলো।]

মদন পাল (জানলা দিয়ে তাকিয়ে)। এখনো তেমনি। কোনো মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। একটা গাছ নেই। শুধু বালি —ধূ-ধু বালি—আর মস্ত বড়ো নদী—প্রকাণ্ড—ওপার দেখা যায় না। চুপচাপ—চুপচাপ—এত চুপচাপ কেন— আমার কানে তালা ধ'রে যাচ্ছে—(অন্যদের দিকে তাকিয়ে) তোমরা বলো! কেউ কিছু বলো। কেউ কিছু বলো!

[অন্যেরা নীরব ও নিশ্চল। মদন পাল যান্ত্রিকভাবে ইজি-চেয়ারটায় ব'সে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে স্টীমারের ভেঁপুর শব্দ শোনা গেলো।]

জয়া। আ, এইবার!

শিবু। এতক্ষণে!

নীলকণ্ঠ। এটা আমাদের ?

মদন পাল (ভেঁপুর শব্দে আত্মস্থতা ফিরে পেয়ে)। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাঁচা গেলো।

[চারজনে উঠে দাঁড়ালো, যেন যাবার জন্য তৈরি। মদন পাল দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। চা-ওলার প্রবেশ।]

চা-ওলা। আমি একটা কথা বলতে এলাম।

মদন পাল। এখন কথাবার্তার সময় নেই, স্টীমার এসে গেছে। (গমনোদ্যত।)

চা-ওলা। আজ্ঞে এটাতে আপনাদের জায়গা হবে না।

মদন পাল। চালাকি পেয়েছো! না অন্য কিছু মৎলব আছে? সরো! যেতে দাও আমাকে। (চা-ওলাকে ঠেলে এগিয়ে গেলো।)

চা-ওলা (দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে।) যাবেন না, কত্তাবাবু!

মদন পাল (চোখ রাঙিয়ে)। হঠ্ যাও, বূর্বক! ভাগো হিঁয়াসে।

চা-ওলা। যাবেন না। হুকুম নেই।

মদন পাল। বটে! এত বড়ো আস্পর্ধা!

চা-ওলা (পিঠ বেঁকিয়ে, হাত কচলে)। আমি কী করবো, বলুন, সারেঙের হুকুম নেই। ভীষণ ভিড় হয়েছে আজ, তার ওপর নদীর অবস্থা ভালো নয়, সারেং আর লোক নেবে না এটাতে। শুধু একজনের জায়গা ছিলো, আমি দিদিমণিকে তুলে দিলাম। (মদন পালের দিকে তাকিয়ে) আপনার

এস্ত্রীর কথা বলছি। আপনি তাঁর জন্য ভাববেন না, তিনি পৌঁছে যাবেন।

মদন পাল। শোনো হে, একটা সাফ কথা বলি। আমাকে যে ক'রে হোক তুলে দাও এটাতে। (চোখ টিপে) আমি তোমাকে খুশি ক'রে দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে প্রথমে একটা, তারপর আর-একটা নোট বের ক'রে) কেমন—ঠিক আছে?

চা-ওলা (সলজ্জভাবে)। মাপ করবেন, কত্তা—আমাদের এখানে বড়ো কড়াক্কড়।

মদন পাল (তার মুখে চোরা হাসি, গলা খাটো)। আরে কেতনা মাংতা বোলো না সাফ। (আর-একটা নোট বের ক'রে) আভি ঠিক হ্যায়?

চা-ওলা (এক গাল হেসে)। আপনার দেখছি দয়ার শরীর। (পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো। মদন পাল নোটগুলো ছোটো ক'রে পাকিয়ে গুঁজে দিলো তার মুঠোয়। হাত স'রে গেলো।)

মদন পাল। আচ্ছা তাহ'লে—চলো যাওয়া যাক।

চা-ওলা (ঘুরে দাঁড়িয়ে)। কত্তাবাবু, এ-সব জাল নোট আপনি কোথায় পেলেন?

মদন পাল। তুমি তো আচ্ছা বেয়াকুব! না কি চোখের মাথা খেয়েছো? দেখে নাও না—জলছাপ, লাটের সই, মধ্যিখানে সরু একগাছা সুতো—সব ঠিক আছে। কড়কড়ে নতুন নোট—এক-একখানা একশো টাকার—বুঝেছো?

চা-ওলা (নোটগুলো আলোয় তুলে ধ'রে)। জাল নোট। একদম মেকি। এ নিয়ে কি বুড়ো বয়সে ফ্যাশাদে পড়বো আমি! (তার হাত থেকে নোটগুলো প'ড়ে গেলো)। তা আপনি ব্যস্ত হবেন না, কত্তা—এর পর আর-একটা আসবে।

জয়া। কখন আসবে?

নীলকণ্ঠ। জিগেস কোরো না, ঝাঁপি। দেরি হবে।

[ইতিমধ্যে মদন পাল নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়েছে, অন্যদের দিকে পিছন ফিরে তার ব্যাগের টাকা গুনতে শুরু করেছে।]

জয়া (চা-ওলাকে, মিনতির সুরে)। বাবা, কোনোমতে একটু জায়গা হয় না আমাদের? আমার ছেলেটাকে অন্তত তুলে দাও।

চা-ওলা। আহা—একেবারে কচি ছেলে। আপনার কাছেই ওকে রাখুন, মা। (নীলকণ্ঠকে) বাবামশাই, আপনি স্থির হ'য়ে বসুন—অনেক, অনেক সময় আছে এখনো।

[চা-ওলা থপথপ ক'রে বেরিয়ে গেলো। মদন পাল তক্ষুনি টাকা গোনা শেষ ক'রে ফিরে তাকিয়েছে।]

মদন পাল (চা-ওলাকে চ'লে যেতে দেখে, ছুটে গিয়ে)। জোচ্চারি! ধাপ্পা! ব্যাটা এক নম্বর ধড়িবাজ। আমি শায়েস্তা ক'রে ছাড়বো ওকে। আমি যাবোই। আমি এটাতেই যাবো।… দরজাটা—দরজাটা কী হ'লো? (অন্ধের

মতো ঘুরতে-ঘুরতে, এখানে-ওখানে ঠোক্কর খেতে-খেতে) শয়তানি! ষড়যন্ত্র! আটকে রেখে গেছে আমাদের। শুয়ার্কাবাচ্চা আরো মোটা ঘুষ চায়। নে বাবা—কত চাস—এক হাজার—পাঁচ হাজার—দশ হাজার—(ব্যাগ থেকে তাড়া-তাড়া নোট বের ক'রে চারদিকে ছিটোতে লাগলো।) আমার যা আছে সব নে—কিন্তু বেরোতে দে, এখান থেকে বেরোতে দে, বেরোতে দে!

[মদন পাল ক্লান্ত হ'য়ে ইজি-চেয়ারে ব'সে পড়লো। শিবুর গলা দিয়ে ফোঁপানির মতো শব্দ বেরোলো হঠাৎ।]

জয়া (চকিত স্বরে)। কী হ'লো, শিবু?

শিবু (ভাঙা গলায়, বিকৃত উচ্চারণে)। আমি দেখে ফেলেছি, মা!

জয়া। কী দেখেছিস?

শিবু (ফিশফিশ ক'রে)। আমি—তাঁকে দেখে ফেলেছি।

জয়া। কাকে? কার কথা বলছিস?

শিবু। তুমি যাকে আমার বাবা বলো, সেই।

জয়া। ঐ যে—ঐ যে ব'সে আছেন তিনি—তোর বাবা—তুই দেখতে পাচ্ছিস না? (জয়া নীলকণ্ঠের দিকে মুখ ফেরালো, নীলকণ্ঠের মুখ ভাবলেশহীন।)

শিবু। ঐ যে—বাইরে—মাঠের মধ্যে তিনি প'ড়ে আছেন। অন্ধকার···ঘুটঘুটে রাত্তির···আর ভীষণ, ভীষণ বড়ো একটা

আকাশ। সেই আকাশের তলায়—একলা। চোখ—কপাল থেকে বেরিয়ে-পড়া দুটো চোখ, মস্ত বড়ো গোল দুটো চোখ—আকাশ দেখছে না, জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে দেখছে না—দেখছে শুধু আমাকে। নড়ে না, পলক পড়ে না—তাকিয়ে আছে আমার দিকে, বিঁধছে আমাকে চারদিক থেকে, আমাকে খুঁজছে অন্ধকারে—ঐ যে, আমার চারদিকে—আমাকে ঘিরে-ঘিরে—শরীর নেই, শুধু দুটো চোখ—(শিশুর মতো ককিয়ে) দুটো চোখ হাজার চোখ হ'য়ে উঠলো, মা।

জয়া। ও কিছু না, শিবু, ও কিছু না। আমি থাকতে তোর কোনো ভয় নেই।

শিবু। সেই অন্ধকার—আবার। ঝকঝকে তারায় ভরা আকাশের তলায়—লিবিয়ায়—ফ্রন্ট-লাইনে। সে-রাতে যুদ্ধ হচ্ছে না, কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমি পাইচারি করছি, কাঁধে বন্দুক, পরনে পুরো য়ুনিফর্ম, আমি পাহারা দিচ্ছি, অত ভারি-ভারি জামার তলাতেও আমার বুকটা আঁটো হ'য়ে আছে, আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ছে সেই অন্য এক রাত—যেন শুনতে পাচ্ছি তোমার কান্না, আমার কষ্ট হচ্ছে আমি তোমাকে কাঁদিয়েছিলাম ব'লে—কিন্তু হঠাৎ—(একটু থেমে, হালকা হেসে) আ, কী আরাম, আমার বুক এতদিনে হালকা হ'য়ে গেলো, বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে-যাওয়া বন্দুকের গুলিতে কী শান্তি। ...কিন্তু আবার কেন, মা, এখনো কেন—কেন এখনো ঘুমিয়ে পড়তে পারছি না? (জয়ার কাঁধে মুখ চেপে ধরলো।)

জয়া (কান্না-ভরা গলায়)। শিবু, শিবু, তোর কোনো ভয় নেই—এই দ্যাখ আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

[জয়া শিবুর চুলে আস্তে-আস্তে বিলি কাটতে লাগলো। শিবুর পিঠ কেঁপে-কেঁপে উঠলো কয়েকবার, তারপর মাথা ঢ'লে পড়লো তার মা-র কোলে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

হঠাৎ নীলকণ্ঠ আর মদন পাল পরস্পরের দিকে তাকালো।]

মদন পাল। তাহ'লে…?

নীলকণ্ঠ। তাহ'লে…?

মদন পাল। আমি জানতে চাই এর আরম্ভ কোথায়:

নীলকণ্ঠ। আমি জানতে চাই এই পরিণামে কে নিয়ে এলো।

জয়া (বেঞ্চি থেকে, নিচু গলায়)। সব দোষ আমার, সব দোষ আমার।

মদন পাল (হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠে)। দোষ! আরম্ভ! পরিণাম! এখন আর ও-সব বুলি কপচে লাভ কী? আমাদের সামনে এখন অন্য এক সমস্যা।

জয়া। তোমরা একটু আস্তে কথা বলো, আমি শিবুকে ঘুম পাড়াচ্ছি।

মদন পাল। ও ছেলেমানুষ, তাই ঘুমোতে পারবে। তুমি মা, তাই ঘুম পাড়াতে পারবে। কিন্তু আমরা—মানে চৌধুরী-মশাই আর আমি—আমাদের পক্ষে—(উঠে দাঁড়িয়ে,

কাঁধ-ঝাকুনি দিয়ে) ওয়েল, সমস্যাটা হ'লো, কী ক'রে সময় কাটানো যায়।

জয়া। একমাত্র নয় যদিও।

মদন পাল। একমাত্র না হোক, প্রধান। ভুললে চলবে না আমরা আছি চৌমুহুনি ফেরিঘাটায়। অপেক্ষা করছি। আমাদের জন্যও স্টীমার আসবে।

নীলকণ্ঠ (ফ্যাকাশেভাবে হেসে)। কিন্তু কখন ?

মদন পাল। তা-ই তো। এখানে সময়ের কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

নীলকণ্ঠ (ফ্যাকাশে হেসে)। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। যা হ'য়ে গেছে তা-ই আবার হচ্ছে।

মদন পাল (পকেটে টোকা দিয়ে)। সঙ্গে একজোড়া তাস থাকলে ভাবনা ছিলো না। চারজনও ছিলুম। আপনার সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ জমতো, চৌধুরীমশাই।

নীলকণ্ঠ। বার-বার, বার-বার। একটা স্বপ্ন—কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগে উঠতেও পারছি না।

মদন পাল। বিড়বিড় ক'রে কী বকছেন, মশাই ? ভাববেন না—এখনো আমরা অনেক-কিছু করতে পারি।

নীলকণ্ঠ। যেমন ?

মদন পাল। যেমন ধরুন··· (পাইচারি করতে লাগলো)।

নীলকণ্ঠ। এমন-কিছু কি হ'তে পারে না যা আগে হ'য়ে যায়নি ?

মদন পাল। যেমন ধরুন—আপনি আর আমি হেঁয়ালি খেলতে

পারি। অঙ্কের হেঁয়ালি। সময়ের হেঁয়ালি। (হাতঘড়িতে চোখ ফেলে) এখানে ঠিক বেলা দেড়টা। তাহ'লে লণ্ডনে এখন ক-টা বাজে? মস্কোতে? ন্যুয়র্কে? টিম্বক্টুতে? ভেনেজুয়েলায়? টোকিওতে এখন আজ না কাল? হনলুলুতে এখন গত কাল না আগামী কাল? (পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের ক'রে) আসুন এই আঁকগুলো কষা যাক ব'সে-ব'সে। সময় কেটে যাবে।

নীলকণ্ঠ। সময়ের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবো।

মদন পাল। আরে মশাই, আগেই হার মানছেন কেন? দেখুন না চেষ্টা ক'রে। সময় দিয়ে সময়কে মারবো আমরা। চমৎকার খেলা! বলুন তো, চাঁদে এখন এখন না তখন না কখন? মঙ্গলগ্রহে এখন হচ্ছে না হ'য়ে গেছে না আরম্ভ হয়নি? বলুন তো, আমাদের বেলা দেড়টা যদি হনলুলুতে আগের দিনের রাত-বারোটা হ'তে পারে, আর ন্যুয়র্কের রাত-বারোটা হ'তে পারে আমাদের এখানে পরের দিনের সাড়ে-দশটা সকাল—বলুন তো তাহ'লে 'এখন' ব'লে সত্যি কিছু আছে কিনা?

নীলকণ্ঠ (ক্লান্তভাবে)। বড্ড গোলমেলে হিশেব। আমার মাথায় এ-সব ঢোকে না।

মদন পাল। কিন্তু সুবিধেটা ভাবুন। আপনি যত ইচ্ছে হিশেব ক'রে যান—শেষ পাবেন না। ঘুরে-ফিরে, ঘুরে-ফিরে—

ঘড়ির মতো গোল, ঘড়ির কাঁটার মতো ফিরে-ফিরতি—শেষ নেই।

নীলকণ্ঠ। সেজন্যেই তো ভয়ের।

মদন পাল (হেসে)। হাসালেন, মশাই। এত বয়সেও সময়ের ভয় কাটলো না আপনার? আচ্ছা, খুব সহজ একটা খেলা ভেবেছি। খুব সহজ, সাধারণ। সব চ'লে গিয়েও এই খেলা এখনো আছে আমাদের। কেউ তা কেড়ে নিতে পারবে না। আসুন, এক থেকে একশো পর্যন্ত গোনা যাক। এ একেবারে মাপাজোকা মুখস্ত ব্যাপার, কিচ্ছু মুশকিল নেই। এই যে, আমি আরম্ভ করছি। এক দুই তিন চার পাঁচ—

নীলকণ্ঠ (উঠে দাঁড়িয়ে, পাইচারি করতে-করতে)।—ছয়, সাত, আট, নয়—

মদন পাল। দশ, এগারো, বারো, চোদ্দ—

নীলকণ্ঠ। ভুল!

মদন পাল। আবার। প্রথম থেকে আরম্ভ। এক দুই তিন চার—

[মদন আর নীলকণ্ঠ উল্টো দিক থেকে পাইচারি করতে-করতে গুনতিখেলা খেলতে লাগলো।]

নীলকণ্ঠ। পাঁচ, ছয়, আট, দশ—

মদন পাল (পাইচারি থামিয়ে)। ভুল!

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা, আবার।

[আবার দু-জনের পাইচারি।]

নীলকণ্ঠ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

মদন পাল। বারো, তেত্রিশ, ছাব্বিশ—ভুল ! (থেমে গেলো।

নীলকণ্ঠ। ছাব্বিশ, বাহান্ন, উনচল্লিশ—ভুল !

[দু-জনে মুখোমুখি হ'য়ে থেমে গেলো।]

নীলকণ্ঠ। বড্ড ভুল হচ্ছে।

মদন পাল। কিন্তু সুবিধেটা ভাবুন। শেষ নেই—এর শেষ নেই —যত গুনে যান, শেষ নেই। এক থেকে একশো, একশো থেকে দু-শো, দু-শো থেকে—হাজার, লক্ষ, কোটি, অর্বুদ··· শেষ হবে না—কখনো না। কখনো না ! (বিকৃত গলায় হেসে উঠলো।)

জয়া (বেঞ্চি থেকে)। শিবু ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা চেঁচিয়ো না।

[শিবুকে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিলো জয়া, তার মাথার তলায় নীলকণ্ঠের শালখানা ভাঁজ ক'রে পেতে তার শিয়রে বসলো।]

জয়া (বেঞ্চি থেকে ডেকে)। নীলু, এখানে এসো। (নীলকণ্ঠ নড়লো না।) একটু এসো এখানে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না ? (নীলকণ্ঠ নীরব। জয়া উঠে এসে নীলকণ্ঠের সামনে দাঁড়ালো।) নীলু, শোনো—

মদন পাল (ঠাণ্ডা চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে)। এই মহিলাটি দেখছি নাছোড়। এখনো ছেলেখেলা ভুলতে পারছেন না! (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ক'রে স'রে গেলো।)

জয়া। নীলু, আমাদের সব কথা এখনো বলা হয়নি।

নীলকণ্ঠ। আমরা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি।

জয়া। আমরা এখনো আরম্ভ করিনি।

নীলকণ্ঠ। কিসের আরম্ভ?

জয়া। বাঁচার। ভালোবাসার। মনে নেই তুমি কী বলেছিলে? সেই ট্রেনে যখন দেখা হ'লো?

নীলকণ্ঠ। কিন্তু আমরা কে? আমরা কে—যে ভালোবাসবো?

মদন পাল (তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে উঠে)। কী-সব বলছে এরা। 'আরম্ভ'. 'শেষ'—যেন আছে কোথাও। আমরা এক থেকে গুনতে শুরু করি, কিন্তু একের আগে কত দশমিক! ভাঙো—আরো ভাঙো—আরো ভাঙো—শেষ পাবে না। দশমিকের পরে সারাদিন ধ'রে শূন্য বসাও, তারপর লেখো এক—তবু আরম্ভে পৌছতে পারবে না। আর উল্টো দিকে—হাজার, লক্ষ, কোটি, অর্বুদ, পদ্ম, শঙ্খ—তবু শেষ নেই, তবু শেষ নেই! (হঠাৎ আতঙ্কের সুরে) কী ভীষণ!

জয়া। আমরা, নীলু। তুমি, আমি—আর ঐ ছেলেটা। চলো ওর মাথায় একবার হাত রাখবে।

[নীলকণ্ঠ শিবুর দিকে এবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে আনলো।]

নীলকণ্ঠ। কিন্তু আমরা—আমরা কি সত্যি? ঝাপি, তুমি কি সত্যি?

জয়া। আমি সত্যি, নীলু। ছুঁয়ে দ্যাখো আমাকে। (নীলকণ্ঠের হাত ধ'রে) কেমন—সত্যি না?

নীলকণ্ঠ। আমি কি সত্যি? না কোনো বানানো গল্প?

জয়া (ঈষৎ হেসে)। তুমি কি ভাবছো তুমি ম'রে গিয়েছো?

নীলকণ্ঠ। আমি জানি না।

জয়া। তুমি কষ্ট পাচ্ছো, নীলু। ম'রে গেলে কি আর কষ্ট থাকে?

নীলকণ্ঠ। আমি কী ক'রে বলবো। এমনও তো হ'তে পারে আমরা ম'রে গিয়েছি, কিন্তু জানি না? এমনও তো হ'তে পারে আমরা বরাবর ম'রে ছিলাম, কিন্তু জানতাম না?

জয়া (নিচু গলায়)। নীলু, একটা কথা। তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো—তবু আমি মুখ ফুটে বলছি—ঐ যে লোকটা, মদন পাল—আমি তার কাছে—তার সঙ্গে—

নীলকণ্ঠ (উদাসভাবে)। তাতে কিছু এসে যায় না।

জয়া (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে)। আমি তোমাকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসতে পারিনি, নীলু—এখন চাই—চাই তোমাকে ভালোবাসতে।

নীলকণ্ঠ (হতাশার স্বরে)। তাতেও কিছু এসে যায় না।

জয়া (বড়ো নিশ্বাস নিয়ে)। এসে যায় না? (নীলকণ্ঠ কাচের মতো চোখে তাকিয়ে রইলো, জয়া তার কাঁধে ঝাকুনি দিলো।) নীলু, নীলু! কী ভাবছো তুমি? তোমার হয়েছে কী?

নীলকণ্ঠ (যেন আপন মনে)। আরম্ভ—আবার আরম্ভ। তেতলার ঘর—তুমি আর আমি—আর নিচের ঘরে—নিচের ঘরে—(যন্ত্রণার সুরে) ঝাঁপি, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে আরম্ভ করতে বোলো না।

মদন পাল। না, না, আরম্ভ না! কেউ যেন আরম্ভ না করে কখনো। আরম্ভ হ'লে আর শেষ হবে না। লক্ষের পরে কোটি, কোটির পরে অর্বুদ, অর্বুদের পরে শঙ্খ, শঙ্খের পরে পদ্ম—আরো, আরো, আরো! ওঃ, কী ভীষণ!

জয়া (নীলকণ্ঠকে আঁকড়ে ধ'রে)। নীলু—ওদিকে চলো—চলো আমরা শিবুর কাছে গিয়ে বসি। শিবু—আমাদের আশা, আমাদের সহায়, আমাদের বন্ধু।

নীলকণ্ঠ। আমি জেগে উঠতে চাই—এই স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চাই। আমাকে জাগিয়ে দাও, ঝাঁপি।

জয়া। এসো। এসো আমার সঙ্গে। একদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'সময় হোক।' এখন সেই সময়।

মদন পাল (অট্টহাসি ক'রে)। কী-সব বলছে এরা! যেন 'এখন' ব'লে কিছু আছে! এখন, তখন, কখন—সব এক। সব এক!

[জয়া নীলকণ্ঠের হাত ধ'রে শিবুর দিকে এগোতে লাগলো।]

নীলকণ্ঠ (হঠাৎ থেমে, যেন আপন মনে)। তবে কি সত্যি আমরা মরিনি এখনো?

জয়া (যেন তার শেষ শক্তিটুকু সংগ্রহ ক'রে)। নীলু, আমি

একবার ভেবেছিলাম আমি ম'রে গিয়েছি। তখন আমার কোনো কষ্ট ছিলো না। কিন্তু এখন—এই কষ্ট—তা-ই কি প্রমাণ নয়? এই ইচ্ছে—তা-ই কি প্রমাণ নয়? নীলু, আমার দিকে তাকাও। তোমার ছেলের দিকে তাকাও।

নীলকণ্ঠ। মৃত—আমরা সবাই মৃত।

জয়া। না, না! আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো। কেমন শব্দ—টিপটিপ, টিপটিপ—তোমার জন্য, নীলু, তোমার জন্য।

নীলকণ্ঠ (জয়ার বুকে হাত রেখে, গভীর হতাশার স্বরে)। এখনো! এখনো বুকের শব্দ! মরতে পারার মতো শেষ ক্ষমতাটুকু—তাও কি আমাদের নেই?

মদন পাল। নেই—শেষ নেই—শেষ নেই. ভীষণ।

নীলকণ্ঠ। ভগবান, উদ্ধার করো।

যবনিকা